ওঁ

# ধর্ম-সমন্বয়

বা

# পন্থা।

## দ্বিতীয় ভাগ।

পূর্ণব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ।

যে স্বতঃপ্রকাশ সর্ব্বপ্রেরক জ্যোতিঃস্বরূপ মহাপুরুষ চরাচর জগৎ লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে বার বার ভক্তি সহকারে নমস্কার করি। যে গুরুদেব অজ্ঞানাচ্ছন্ন জগৎকে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাদের কৃপাবলেই অনেক বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও দ্বিতীয় ভাগ "ধর্ম-সমন্বয়" আরম্ভ করিলাম।

প্রথমভাগে আমরা সাংখ্য, পাতঞ্জল ও

বৈক ও জৈমিনিদর্শনের মধ্যেও যে সেই কথা আছে, তাহাও সমস্ত আস্তিক দর্শনগুলির কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। বিলম্ব হইবার ইহাও একটি কারণ।

পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইতে পারেন যে, দর্শন শাস্ত্রগুলিতে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও সূর্য্যোপাসনা বিহিত আছে। এগুলি ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় উপস্থিত হইবার ভিন্ন ভিন্ন সোপানমাত্র এবং ইহা-দের মতও বিভিন্ন এই কথাই চলিয়া আছে। কিন্তু তাহা প্রকৃত নয়। সুমতি পাঠক শান্তচিত্তে এই সমস্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, সমস্ত আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যেই একমাত্র সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম দার্শনিক আবরণে আচ্ছাদিত আছে। পুরাণাদি যে রূপক ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। কিন্তু উপনিষদাদির ন্যায় দর্শনগুলির মধ্যেও যে রূপক-ছলে দুই একটি কথা আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। পাশ্চাত্য Orientalist মহাশয়েরা ও অন্যান্য অনেকে বৈদিক ধর্ম্মকে Nature. Worship or the first stage of the development of human mind বলিয়া, দেবতা উপাসনা, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ( monotheism ) ও ব্রহ্মোপসনাকে ( pautheism ) পরপরবর্ত্তী উন্নত অবস্থা বলিয়াছেন (speculative philosophy rather philosophical twaddle I should say) 1. See App.। তাঁহারা বলেন বলুন, তাহার বিচার আমরা এক্ষণে না করিয়া স্বদেশীয়পাঠকবর্গকে আমরা এই বলি যে, তাঁহারা ত এই কথাটি বিদিত আছেন যে, দর্শনও পুরাণ প্রণেতাগণ সকলেই বেদকে শিরোধার্য্য করিয়াছেন। আমরাও আমাদের যথাবুদ্ধি ঐ সকল দর্শনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

মোচন করিতে না পারিলেও সুমতি পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে যে রূপক-ছলে দুই একটি কথা আছে, তাহার অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে। সেইগুলিকে উপেক্ষা করিয়া অনেকেই দার্শনিক জটিলতা ও পৌরাণিক নীতিকথা ও ও ভাষ্যাদির জ্ঞানবিচারক্রপ মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নানারূপ সংস্কারে আবদ্ধ হন। প্রকৃত বস্তুর দিকে লক্ষ্য হারাইয়া অর্থশূন্য শব্দরাশির প্রতি ধাবমান হন। আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও The World is groaning under conventions এ কথাটি কোন [illegible] বলিয়াছেন। এই কারণেই ভূমণ্ডলস্থ পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বজগদ্ব্যাপী অনুশীলন করিয়াও [illegible] সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। পৌরাণিক যুগ হইতে যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম আবৃত হইয়াছে, সে আবরণ মোচন করিতে অদ্যাপি কেহ সক্ষম হন নাই। এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অদ্ভুতকর্ম্মা, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। জগতের ইতিহাসের মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞানের যে এরূপ জগদ্ব্যাপী ও উৎকৃষ্ট চর্চ্চা কখনও হইয়াছিল, তাহা দেখা যায় না। এ [illegible] কঠোর তপস্যা সত্বেও তাঁহারা বৈদিক সার সত্যের উপ- [illegible] করিতে পারেন নাই। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে অর্থাৎ From the establishment of the Law of Conservation of Energy, Division of Elements upon the periodic classification of Seven ও বর্ত্তমানের Rontgens Rays, Radicm & Prof. Bose's Ellectrical stimuli on the living and non-living পর্য্যন্ত যে সকল আবিষ্কার দ্বারা জগদ্বাসী জীবহৃদয়ে প্রেরণা করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা

করিলে ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে Theosophical Society যেরূপ জগদ্ব্যাপী ও সারগর্ভ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা দেখিলে ও H. Spencer, Hegel ও Lotze প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণের চর্চ্চা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বোধ হয় যে, ইঁহাদিগের এতাদৃশ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়াই হউক বা আর্য্যসন্তান ভারতবাসীর এতাদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়াই হউক, ভগবান্ দয়াল হরির অনুকম্পা হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই তিনি ইঁহাদিগের নিকট প্রকাশ হইবেন জানিবেন। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তেও শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জানিবেন। তিনি ভারতবর্ষের আসন্নপ্রলয়কারী হরধনু ভঙ্গ করত অজ্ঞানরূপী রাবণকে নাশ করিয়া সতী সীতা সাবিত্রী দেবীকে শীঘ্রই উদ্ধার করিবেন জানিবেন। প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসরের অধিক হইতে সাবিত্রী দেবী রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। আসুন আমরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইয়া সেই জগজ্জননী সাবিত্রী দেবীর অনুসন্ধান করি।"

প্রথমভাগে আমরা ঋগ্বেদ সংহিতা ও সামবেদ সংহিতা হইতে, যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর ও কঠোপনিষৎ হইতে এবং অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদ ও প্রশ্নোপনিষদ হইতে অন্যূন পঞ্চাশৎটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভগবান্ ব্রহ্মার শরীর বা বিরাটমূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান যে সপ্ত পদার্থ—যথা জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ (গ্রহনক্ষত্রাদিগুলি শেষ দুইটীর অন্তর্গত) এবং ইহাদেরই সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রাদিতে

স্থূলভাবকে—"ভূদেবা, সপ্তসমিধ, রশ্মি, অর্চি" ইত্যাদি রূপে

সূক্ষ্মভাবকে—"প্রাণরূপ প্রজাপতি, মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি, সপ্ত প্রাণ" ইত্যাদি রূপে

এবং কারণটীবকে—"সাধ্যাঃ প্রজাপতিঃ ঋষয়ঃ কালহবেধসঃ" ইত্যাদি রূপে বলা হইয়াছে। এই সপ্ত পদার্থ হইতেই সমস্ত জীবের দেহ, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে। এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে জীবকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রকৃতি ও শিবের অষ্ট-মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে। প্রথমভাগ সমন্বয়ের ১২ পৃষ্ঠায় এইরূপ আছে "এক ( নির্গুণ ) হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ( প্রকৃতি-পুরুষ রূপ দুইভাগ ) ও বিজড়িত থাকিয়া ক্রমে চতুষ্পাদ পুরুষ-রূপে পরিণত হইলেন। তাঁহার এক পাদ হইল বিশ্ব ও তিন পাদ হইল [illegible] হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। অর্থাৎ জীব জল ও পৃথিবীরূপে স্থূলবিশ্ব এবং চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ রূপে বিরাট ভূদেবা (অর্থাৎ ইহাদের মিশ্রণে), [illegible] প্রাণরূপ প্রজাপতিরা এবং সপ্তপুরিধি বা সমুদ্ররূপে পুরুষোত্তম যজ্ঞ পুরুষ ইত্যাদি"। ১৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে "অতএব পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবানের স্থূলশরীররূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান যে সপ্ত পদার্থ ও তাহাদেরই সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থা ও জীবকে লইয়া পুরুষ বা অগ্নিদেব বা সবিতা দেবই বেদসংহিতা-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা বা পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গড্ ইত্যাদি। ইনিই অগ্নি ( পঞ্চভূত ) চন্দ্রমা ও সূর্য্য-নারায়ণরূপে প্রকাশমান। এবং জীবদেহে অধোমুখী পাদ পায়ু ও উপস্থ, ঊর্দ্ধমুখী পাদ জীব-চৈতন্যাভিমুখী বৈশ্বানর অগ্নি ( অর্থাৎ নাভি ) হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসরূপে ( ইহাদের শক্তি ) যথা চন্দ্র সূর্য্য। কণ্ঠ ও মস্তকে তাঁহারাই কারণরূপে মন, বুদ্ধি, চেতনা।"

দ্বিতীয়তঃ। উপনিষৎগুলির আলোচনায় আমরা এই সমন্বয়ে উপস্থিত হইয়াছি যে, জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদের মধ্যে [illegible]

ছলে যে দুই একটি কথা আছে, তাহা বেদসংহিতাভাগের অর্থ লইয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ওঁকারই পর ও অপর ব্রহ্ম "এবং যাঁহারা ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকার (অর্থাৎ পূর্ণরূপে) সাধন করেন, তাঁহারাই দেবযান পথে সূর্য্যলোকে উপনীত হন।" আর "স্থূল পদার্থ বা শরীর সম্বন্ধে অগ্নিদেব বা সবিতৃদেবের উপাসনা বা শ্রুতি আছে। প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধে (উপাসনার্থ) উপদেশ বা শ্রুতি আছে। এবং নির্গুণভাব সম্বন্ধে ও পূর্ণভাব সম্বন্ধে (উপাসনার্থ) উপদেশ বা শ্রুতি আছে। কিন্তু দেশ কাল পাত্রের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতির পোষকতা করা হইয়াছে। এইরূপে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতভাব ও বিশিষ্টাদ্বৈ[illegible] বা সকল স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণেতে অদ্বৈত, নির্গুণে অদ্বৈত ও সগুণে অদ্বৈত; ব্য[illegible]দ্বৈত, সমষ্টিতে সগুণে দ্বৈত[illegible] এই উভয় বাদের সামঞ্জস্য করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইয়াছে।"

যাঁহারা ধর্ম্মসমন্বয় প্রথমভাগ পাঠ করেন নাই বা স্মরণ নাই, তাঁহাদের জ্ঞাপনার্থ উপরোক্ত অংশ দুইটি উদ্ধৃত করা গেল। ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডাণ্ড সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে ক্রমশঃ পরিস্ফুটিত করিয়া পাঠককে দেখান যাইবে। দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যেও রূপকছলে যে দুই একটি কথা আছে, তাহার রহস্য ভেদ করিলে বা দার্শনিক আবরণ উন্মোচন করিলে যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের একমাত্র পন্থাই নিহিত আছে বলিয়া জানা যায়, তাহা বোধ হয় পাঠক জানেন না। সমস্ত আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে যে (পদার্থবিচার দ্বারা বা তত্ত্ববিচার দ্বারা বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা) মুক্তি পাইবার পথ আছে, ইহা অনেকেই বিদিত

আছেন। কিন্তু সেই পথ উত্তর মীমাংসায় বা বেদান্তদর্শনে বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাসবাদ বা বিবর্ত্ত-বাদই ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা। রামানুজ স্বামী ও মাধবাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতিরা জগতের জড়ত্ব স্বীকার করিয়াও দ্বৈতজ্ঞানে মুক্তি বা বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞানে মুক্তি হয় ইহা স্থির করিয়াছেন। এবং সেই সেই মতাবলম্বীরা নিজ নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের মতকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করেন। কিন্তু আমরা ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব যে (ভাষ্যাদির কথা দূরে থাকুক) সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যেই মুক্তি পাইবার একমাত্র বৈদিক পন্থা গুপ্ত ভাবে নিহিত আছে। কিন্তু সমস্তগুলি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য হয়। আমরা কেবলমাত্র যাহাতে বস্তু নির্দ্দেশ হয়, তাহাই দেখাইব। ইহাই গুরুদেবের আজ্ঞা। বাকী যাহা দর্শন শাস্ত্রাদিতে আছে, তাহার অধিকাংশই দার্শনিক আড়ম্বর ও পৌরাণিক রূপক অলঙ্কার জানিবেন। ত্যাগ করিলে জীবের কল্যাণ হইবে।

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডাণ্ড সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রথমভাগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পরিস্ফুটিত ভাব সকল উত্তর মীমাংসা পর্য্যন্ত পাঠ না করিলে ধর্ম্মসমন্বয়ের সার্ব্বভৌমিকতা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগের পরবর্ত্তী পৌরাণিক ও দার্শনিক যুগ হইতেই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনের মধ্যে পার্থক্য করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক এই তিনের মধ্যে পার্থক্য নাই। এক ব্রহ্মবুদ্ধিতে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরাণ ও অপরাপর পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। "সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।" অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মকে বাল-

কেরাই পৃথক্ মনে করে, পণ্ডিতেরা নহে। বশিষ্ঠদেবও কর্ম্ম এবং জ্ঞানকে ব্রহ্মরূপ পক্ষীর দুই পক্ষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম ভাগ ধর্ম্মসমন্বয়ে দেখান হইয়াছে যে, বেদের সংহিতাভাগে অর্থাৎ যাহাকে দর্শনশাস্ত্রাদি ও সেই সেই দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ড বলিয়াছেন এবং দশোপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে উপনিষদগুলিকে কেবল জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কর্ম্মকাণ্ড হইতে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যেও অনেক স্থলে স্পষ্টরূপে এবং অনেক স্থলে রূপকাদি মিশ্রিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনা বা ভক্তিযোগ সকলই আছে। তাহা হইলে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, পুরাণাদি ও দর্শনশাস্ত্রগুলি রচিত হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মযোগের ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য ছিল না।

যদিচ পুরাণাদি ও দর্শনশাস্ত্রাদির মধ্যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম আচ্ছাদিত আছে, কিন্তু ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ও পঞ্চদশী প্রভৃতি আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থকর্ত্তাগণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে কখনও নির্গুণ, কখনও সগুণ, কখনও বা সগুণ ও নির্গুণ উভয়ভাবে বুঝাইয়া কেবলমাত্র নিরাকারেই স্থাপিত করিয়াছেন। বৈদিক যুগে যে অগ্নি, পুষণ, সবিতা, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উপাসনা হইত, তাহা সগুণ ও নির্গুণ বা নিরাকার ও সাকার অর্থাৎ পূর্ণভাবে হইত। ইঁহারা কিন্তু নানারূপ বাক্যাভাস, যুক্ত্যাভাস ও দার্শনিক কূট তর্ক দ্বারা সহজলভ্য বৈদিক ধর্ম্মকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করত সমগ্র ভূমণ্ডলকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে জড় ও চেতনের ভেদ অদ্যাপি চলিত হইয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও গৃহসূত্রাদি-বিহিত ক্রিয়াকর্ম্মগুলি দার্শনিক ও পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে এবং বৈদিক যুগের পরে, প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ভ্রষ্টভাব হইয়াছিল। ইহা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে অনেক পরিমাণে প্রতীত হয়। কারণ বৈদিক বিধি নিষেধাদির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে সম্পূর্ণ অজ্ঞান-মূলক। তিনি বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদিকে কেবলমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রগুলিও এইরূপভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে, ন্যায়দর্শনে পদার্থ বিচার অবধারণ পূর্ব্বক বৈশেষিক দর্শনে অভাবরূপ বিশেষ পদার্থের নিরূপণ করিয়া জৈমিনি সূত্রে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মীমাংসাই স্থির করিলেন। পরে নিরীশ্বর সাংখ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত স্থির করিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হইলেই ত্রিতাপনাশ বা মুক্তি হয় ইহা স্থির করিয়া সেশ্বর সাংখ্যে পতঞ্জলি ঋষি ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিলেন। এবং উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব অবধারিত হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কেবলমাত্র দার্শনিক আবরণ। সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যেই বৈদিক মার্গের সপ্ত পদার্থ ও তাহাদের উপাসনা নির্ণীত আছে। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, ইহাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক এবং পূর্ণভাবে ইহাদের উপাসনাই ভক্তিযোগ। এই প্রত্যক্ষ বিরাজমান বিরাট পুরুষ ওঁকারই দর্শনশাস্ত্রাদিতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম ইত্যাদিরূপে কথিত হইয়াছে। এবং ইহাদিগকে নির্ণয় করিবার জন্যই আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ স্থাপিত হইয়াছে।

2. See App. বৈদিক উপাসনায় (ভক্তিযোগের) সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বা জ্ঞান এবং কর্ম্ম বা যজ্ঞরূপ প্রকৃত সাধন উভয়ই বর্ত্তমান ছিল। বিচারপ্রধান দর্শনশাস্ত্র হইতে আমরা দ্বিতীয়ভাগে ইহাই দেখাইবার

চেষ্টা করিব। পশ্চাৎ পঞ্চোপাসকের ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি হইতে বৈদিক মত স্থাপন করিবার ইচ্ছা রহিল।

গৌতম ঋষিপ্রণীত ন্যায়দর্শনে সত্যের জ্ঞানলাভ করিলে ত্রিতাপের আত্যন্তিক নাশ হয় ও অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদিরূপে সূচনা করিয়া সেই সত্য লাভ নিম্নলিখিত ষোড়শ পদার্থের বিচারে হইয়া থাকে এই কথা বলিতেছেন। যথা ;—প্রমাণ ( proof ), প্রমেয় ( the thing to be proved), সমস্যা ( doubt ), প্রয়োজন (motive), দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব (members of the syllogism ), তর্ক, নির্ণয় ( right knowledge of the case ), বাদ ( discussion ), জল্প (mere wrangling whether on this side or that ), বিতণ্ডা ( মিথ্যাতর্ক ), হেত্বাভাস ( fallacy ), ছল ( the use of ambiguities to entrap ), জাতি ( an argument that destroys itself ) এবং নিগ্রহস্থান ( entrapping the opponent )। বিশ্বরচয়িতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই সত্যলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বেদ ঈশ্বরবাক্য ; সুতরাং বেদের প্রমাণ সকলকেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষাপরিচ্ছেদ ও তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি আধুনিক ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বৈশেষিক মতের সপ্ত পদার্থের বিভাগ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। সে সপ্ত পদার্থ এইরূপ পাওয়া যায়— "দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥" অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত।

১। দ্রব্য নয়টী যথা :—পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, দেহ বা আত্মা, ও মন।

২। গুণ চতুর্বিংশতি যথা :—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও সংস্কার।

৩। কর্ম্ম পাঁচপ্রকার যথা :—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন।

৪। সামান্য দুই প্রকার যথা :—পর ও অপর অর্থাৎ নিত্য ও দ্রব্যবৃত্তি।

৫। বিশেষ—অনন্ত অর্থাৎ অনেক।

৬। সমবায় অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ। তাহা এক।

৭। অভাব হইতেছে চতুর্বিধ—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব, ও অন্যোন্যাভাব।

পাঠক হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, আমরা এতাবৎ বলিয়া আসিতেছি পৃথিবী ইত্যাদি যে সপ্ত পদার্থ উপাসনার একমাত্র পথ বলিয়া বেদে নির্দ্দেশ আছে, ন্যায়শাস্ত্রের বিভাগ সে সপ্ত পদার্থ নহে। কিন্তু দার্শনিক আবরণ ও জটিলতা হইতে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার রূপে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা সেই বৈদিক মার্গ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বেদের প্রমাণ সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে ইহা গৌতম ঋষি বলিয়াছেন। অতএব বেদের প্রমাণ দ্বারা আমরা ন্যায় ও বৈশেষিক মতের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিব। ভাষাপরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে আমরা "সংসারমহীরুহস্য বীজায় কৃষ্ণায় নমঃ" অর্থাৎ সংসাররূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার এই বাক্যটি পাই। প্রথমভাগ সমন্বয়ে আমরা বিষ্ণু ও কৃষ্ণ শব্দের বৈদিক অর্থ ও সন্ধ্যার মন্ত্রে

সবিতৃদেবেতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করা ও শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে বেদের মহাপুরুষকেই বলে তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে প্রহ্লাদ উপাখ্যানে প্রহ্লাদের উক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল যে, শ্রীকৃষ্ণ কাহার নাম। প্রহ্লাদ বলিতেছেন ;—"নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।" অর্থাৎ পদ্মচক্ষু পুরুষোত্তম ও জগতের হিতকারী ও গোবিন্দ ( পৃথিবীস্থ জীবের অন্তর্যামী ) যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নমস্কার। বেদে পুরুষ শব্দের যে কি কি অর্থ হয়, তাহা পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং পুরাণ দর্শনের শ্রীকৃষ্ণ শব্দে সবিতৃদেব বা পূর্ণ পরমাত্মা ইহাই বলিতে হইবে। তিনিই যে সংসার বা জগৎরূপ বৃক্ষের মূল বা বীজ, ইহাও বহুস্থলে পুরাণাদিতে আছে। সমন্বয়ের পৌরাণিক ভাগে বিশদ করিয়া ধ্রুব ও প্রহ্লাদোপাখ্যান দেখাইবার ইচ্ছা রহিল

ন্যায়পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণের কারিকার শেষভাগে আমরা আরও পাই যে—"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" ইত্যাদয় আগমা অপি অনুসন্ধেয়াঃ। অর্থাৎ দিব-লোক বা সূর্য্য এবং ভূমি বা পৃথিবী সৃষ্টি করতঃ একই দেবতা আছেন, যিনি বিশ্বের কর্ত্তা বা ত্রিভুবনের পালয়িতা ইত্যাদি শ্রুতিও অনুসন্ধান করিবে। সুতরাং এই শ্রুতি ও অন্যান্য শ্রুতি অনুসন্ধান করিবে একথা বলিতেছেন। শ্রুতিতে "দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে অন্ত-রিক্ষম্" অর্থাৎ চন্দ্রমালোক বা চন্দ্রমা এ কথাও বহু আছে। সুতরাং সেই পৃথিবী অর্থাৎ বৈশ্বানর অগ্নিরূপী পঞ্চভূত ও চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ, শ্রুতি-উক্ত এই সপ্ত পদার্থেরই অনুসন্ধান করিতে হইবে ; তাহা হইলে ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত সপ্ত পদার্থের

সহিত একত্ব বুঝিতে পারিবেন, একথা ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেছেন। আমরাও সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। দোষ গুণ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। সর্ব্বপ্রকারে যে ঠিক হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

## দ্রব্য।

১। দ্রব্য যে নয়টি বলিতেছেন, তন্মধ্যে দেহী বা আত্মা বলিতে জীবাত্মা বা পরমাত্মাকে বুঝায়, ইহা টীকাকারেরা বলিতেছেন। ইহা উপলক্ষণ মাত্র, অহংকার স্থানীয়। এক্ষণে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান কোন্ বস্তুকে বুঝায়, তাহা দেখা যাউক। এই কয়েকটি লইয়াই দর্শনশাস্ত্রাদিতে জটিলতা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন—

"সুখদুঃখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ
প্রত্যগাত্মনিয়তত্বাদনন্তং পরমাণুরূপং নিত্যঞ্চ।"

অর্থাৎ মন পরমাণুরূপ নিত্যবস্তু ও অনন্ত, যেহেতু প্রত্যগাত্মায় নিয়ত এবং সুখ ও দুঃখাদি বোধ করিবার ইন্দ্রিয়। বুদ্ধিকে নিত্য ও অনিত্য বলিতেছেন—

"বুদ্ধীচ্ছাপ্রযত্না দ্বিবিধা নিত্যানিত্যাঃ। নিত্যা ঈশ্বরস্য। অনিত্যা জীবস্য।" "বুদ্ধ্যাদয়োঽষ্টৌ আত্মমাত্রবিশেষগুণাঃ।"
অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই আটটি আত্মার বিশেষ গুণ, ইহারা নিত্য ও অনিত্য; নিত্যভাব ঈশ্বরের, অনিত্যভাব জীবের। পরে বলিতেছেন যে—

"সর্ব্বব্যবহারহেতুর্বুদ্ধির্জ্ঞানম্" ও "জ্ঞানাধিকরণমাত্মা, স দ্বিবিধো জীবাত্মা পরমাত্মা চ; তত্র ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব সুখদুঃখাদিরহিতঃ। জীবাত্মা প্রতিশরীরং ভিন্নো বিভুর্নিত্যশ্চ।"

অর্থাৎ সকলরূপ ব্যবহারের হেতুভূত বুদ্ধিই জ্ঞানরূপে পরিণত

হয়। এবং সেই জ্ঞানের আস্পদ বা স্থান হইতেছে আত্মা। তাহা দুই প্রকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। সুখদুঃখরহিত আত্মাই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, পরমাত্মা একই। জীবাত্মা প্রতিশরীরগত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু নিত্য ও ব্যাপক। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বুদ্ধিকে আদৌ দ্রব্যের মধ্যে ধরেন নাই। কিন্তু মনকে ধরিয়াছেন। বুদ্ধি আদি অষ্ট আত্মার গুণ মাত্র। কিন্তু মন প্রত্যগাত্মনিয়ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তি। ইহার পরমাণু-রূপ হওয়ায় আত্মা হইতে ভিন্ন। এই মন, সুখ ও দুঃখ উভয়ই উপলব্ধি করে। যখন আত্মাভিমুখী হয়েন, তখন সুখ বা আনন্দ অনুভব করেন; আর যখন সৃষ্টি করেন, তখন নিম্নগামী হইয়া দুঃখ দ্বেষ অধর্ম্মাদিরূপ আত্মার বা জীবের অনিত্য ভাব অনুভব করেন। আত্মাভিমুখী হইলে বুদ্ধি ইচ্ছা প্রযত্নরূপ উর্দ্ধগামী নিত্যভাব অনুভব করিয়া সুখী বা আনন্দিত হয়েন। নচেৎ ইহা-দেরই অনিত্যভাব অনুভব করেন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ যে মন, তাহাই বুদ্ধ্যাদি অষ্ট আত্মার গুণকে এক-বার উর্দ্ধগতি করিয়া নিত্য ঈশ্বরভাবে পরিণত করেন, ও আবার অধোগতি করিয়া অনিত্য জীবভাবে পরিণত করেন। ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত উপরোক্ত বিভাগ অবৈদিক নহে। ইহাও সম্পূর্ণ বৈদিক। পুরুষসূক্তের "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত" মন্ত্র যাঁহাদিগের স্মরণ আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পুনশ্চ আমরা তাহার সার ভাব দিতেছি। তাহা এই—

প্রাণরূপ প্রজাপতি দেবতারা, যাঁহাদিগকে অন্যত্র প্রস্তাব-দেবতা বা প্রস্তোত দেবতা বলা হইয়াছে, তাঁহারা চৈতন্যরূপী যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া বিরাট বা স্থূল দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। ঐই মনযুক্ত

প্রাণশক্তির দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত "দ্যাবাভূমী" দ্যুলোক ও পৃথিবী, ঈশ্বরভাব ও জীবভাব, সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি উৎপন্ন হইল। সেই নিত্য ও অনন্ত মনই চন্দ্রমা-রূপে পৃথিবীর নিকটস্থ হইয়া রহিয়াছেন ও সৃষ্টি করিতেছেন। এবং দুঃখ অধর্ম্ম দ্বেষরূপ অনিত্য জীবধর্ম্ম উৎপন্ন করিতেছেন। এবং বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সুখ ও ধর্ম্মরূপ নিত্য ঈশ্বরভাব সূর্য্যনারায়ণ-রূপে উৎপন্ন করেন। সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত মন হইতে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা হইল। অপিচ বেদেতে আমরা ইহাও বহু পাই "শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত" অর্থাৎ মস্তকই দ্যুলোক, সবিতৃধ্যানেই ধীশক্তি হয়। "চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত" অর্থাৎ ভগবানের চক্ষু বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে সূর্য্য হইয়াছেন। এবং "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ" চন্দ্রমা মন হইতে হইল। "সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ" অর্থাৎ যেখানে চন্দ্রাংশ বা প্রকৃতির অংশ অধিক, তাহা হইতেই মন হইল। জ্যোতিষ-শাস্ত্রাদিতেও সূর্য্যকে আত্মা ও চন্দ্রমাকে মন বলা হয়। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত অনন্ত পরমাণুরূপ নিত্যশক্তি মনই সূর্য্যচন্দ্র-রূপ ধারণ করিলেন।

কাল শব্দ ও দিক্ শব্দ সাধারণতঃ অনন্ত ও সান্ত অর্থে ধরা হয়। কাল শব্দ যখন যম (সূর্য্য), বা অগ্নির এক জিহ্বা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়, তখন "কলনাৎ বা গণনাৎ কালঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে হয় অর্থাৎ সান্তভাব বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সৌর জগৎ বা ইনিও যে সূর্য্যনারায়ণকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন; তিনিও সৃষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতে মহাকাল বর্ত্তমান ছিলেন। সেইরূপ যদিও দিক্‌পাল ও দিক্‌পতি শব্দে এক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত

সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, কিন্তু দিক্ শব্দে অনন্তকেও বুঝায়। শঙ্করাচার্য্য যে পুরুষসূক্তের দশাঙ্গুলম্ শব্দের 'অনন্তম্' অর্থ করিয়াছেন তাহা দিশ্ শব্দ, মধ্যে না দিলে কখনই সম্ভব হয় না। দশাঙ্গুলম্ = দশদিশম্ = অনন্তম্ (বিশুদ্ধ আহ্নিককৃত্য—সহস্র শীর্ষাঃ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখুন)। অঙ্গুলি দ্বারা দিক্ নির্দ্দেশ করা সর্ব্ব দেশে চির প্রথাই আছে। সুতরাং দিক্ ও কাল উভয়টি নির্গুণ অনন্ত নিরাকার অর্থে ধরিলে বাকী সাতটি অর্থাৎ মন (সূর্য্য ও চন্দ্র) এবং পঞ্চভূত দাঁড়ায়। আত্মা শব্দ অহংস্থানীয় এবং জীবাত্মা, ঈশ্বর ও পরমাত্মা তিনটিকেই বুঝায়, তাহা দর্শনেই পাইয়াছি। ইহাকে লইয়া অষ্ট হয়। আর কাল শব্দে যদি যম বা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডপতি সূর্য্য-নারায়ণ ধরা হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি বা ধীর স্থানীয় হইলেন এবং দেহী বা আত্মা অহংভাবযুক্ত জীব এবং দিক্ শব্দ অনন্ত নির্গুণ ধরিয়া অষ্ট পদার্থ হইল। এই অষ্ট পদার্থই যে শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রকৃতি বা শিবের অষ্ট মূর্ত্তি, তাহা পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন।

যদিচ দর্শনশাস্ত্রাদিতে অধিকারি-ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টিবাদ কথিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের প্রতীতি আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; দর্শনশাস্ত্রাদিতে আত্মা বা ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে যেন নিরাকার বলিয়া দেখাইবার ভাণ করিয়াছেন। কিন্তু সকলটিতেই বৈদিক নিরাকার ও সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণ এই ভাবই আবৃত আছে। ন্যায়দর্শনের আরম্ভবাদের মধ্যেই সাংখ্যোক্ত পরিণামবাদ বা প্রকৃতি-পুরুষবাদ আছে এবং বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবাদ (বা শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদই বলুন) সকলগুলিই আছে। তাহা ক্রমে পাঠক-সমীপে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রাদিতে

ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত করার কারণ অদ্যাপি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা দর্শনশাস্ত্রোক্ত বাদগুলি পর্য্যন্তই পৌঁছিয়াছেন। যদিচ গ্রীস, রোম ও অন্যান্য অনেক দেশে পূর্ব্বকালে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নি-উপাসনা চলিত ছিল, তথাপি আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা সে সকল গ্রাহ্য না করিয়া শঙ্করোক্ত জগৎ জড়বাদ অনুসারে কেবল মাত্র নিরাকারে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অনূ্ন শত বৎসর হইতে গেল ইউরোপ ও আমেরিকায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। জগৎ-মিথ্যাত্ববাদী Berkeley, Descarte, Hamilton, Schopenhauer প্রভৃতির মধ্যে Mill সাহেব অগ্রণী এবং Schopenhauer এর পরবর্ত্তী। তিনি স্বীকার না করিলেও Schopenhauer সাহেব (যিনি Orientalist Goethe সাহেবের ছাত্র ছিলেন) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রকাশিত একখানি পুস্তকে Descarte ও Berkeleyর কথার পর বলিতেছেন যে, "The Principal mistake of Kant was his neglect of this axiom (জগন্মিথ্যা). How long ago, however this fundamental truth has been acknowledged by the Sages of India, appearing in the fundamental principles of the Vedanta philosophy, ascribed to Vyasa, is demonstrated by Sir William Jones in his work "On the Philosophy of the Asiatics." Asiatic Researches Vol. IV. p. 164. পাঠক বুঝিয়া লইবেন যে, শঙ্করাচার্য্য যেরূপ অধ্যাস ভাষ্য করিয়াছেন, সেই মতানুসারে বেদান্তদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করের মত Prof. মণিলাল দ্বিবেদী মহাশয় অগ্রগণ্য বুঝিয়া Hegel সাহেবের দর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

Hegel সাহেব Subject and Object একত্র করিয়া History of Creation গ্রন্থে তাঁহার মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাব এইরূপ :—As a purely speculative and absolutely philosophical system, which does not concern itself with the Indispensible foundations of empirical facts, becomes a castle in the air, ......so on the other hand, a purely empirical system constructed of nothing but facts, remains a disorderly heap of stones, which will never deserve the name of an edifice" Hegel—His of Creation Vol. II, p. 349. Paracelcus, Aristotle প্রভৃতি পুরাতন পাশ্চাত্যেরা এই মতের ছিলেন বলিয়া তিনি বলেন। বাস্তবিক শঙ্কর উপদেশ-সাহস্রী ও ভাষ্যাদিতে পূর্ণভাব দেখাইয়াছেন, ইহাই বোধ হয়। ইহা ব্যতীত তিনি যে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নি-উপাসনারূপ বৈদিকমার্গ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা বেদান্তদর্শনের সমন্বয়ে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

শঙ্করভাষ্য-বিবৃত Hegel সাহেব-অনুমোদিত বেদান্তমত পর্য্যালোচনায় Mme Blavatsky এইরূপ বলিয়াছেন—

When some of the mightiest and most puzzling problems of being are thus approximately solved at different ages by men entirely independant of one another and that the most philosophically profound propositions, premises and conclusions arrived at by our best modern thinkers, are found in com-

parison nearly, and very often entirely, identical with those of older philosophers as inuntiated by them thousands of years back, we may be justified in regarding the "heathen" systems as the primal and most pure sources of every subsequent Philosophical development of thought." Theos, June 83.

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের অগ্রগণ্য H. Spencerও যে দার্শনিক আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অপর সীমায় যাইতে পারেন নাই, তাহা কিঞ্চিৎ দেখান যাউক। তিনি দর্শনশাস্ত্রোক্ত তিনটী বাদ পর্য্যন্তই সমর্থন করেন। ইহা হইতে ভিন্ন যে বৈদিকমার্গ, তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। ন্যায়দর্শনে কাল ও দিক্ এই দুইটীকে যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে দ্রব্য বলিয়াছেন, তিনি তাহা পারেন নাই। Facts and Comments নামক পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—

"And then comes the thought of this Universal Matrix itself ( Space ) anteceding alike *creation* or *evolution*, whichever be assumed and infinitely transcending both, alike in *extent* and *duration*; since both if conceived at all, must be conceived as having had beginning while Space had no beginning. The thought of this *blank form of existence* which existed in *all directions* as far as imagination can reach, has beyond that an unexplored region, compared with which the part which imagination has

traversed is but infinitesimal; the thought of a Space compared with which our immeasurable sidereal system dwindles to a point, is a thought too overwhelming to be dwelt upon. Of late years the consciousness that without origin or cause infinite space has ever existed, and must ever exist produces in me a *feeling from which I shrink.*"

Spencer সাহেব অনন্ত কালকে বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ বা ন্যায়-দর্শনের অভাব পদার্থের মত blank form of existence বুঝিয়াছেন। কিন্তু এ দুইটীর একটীরও প্রকৃত ভাব অদ্যাপি ইউরোপে যায় নাই। Theosophical Society স্থাপনের পূর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দে Orientalist মহাশয়েরা Anihilation বুঝিতেন। ন্যায়দর্শনের অভাব পদার্থটীও দার্শনিক আবরণে আবৃত, সুতরাং দুর্ভেদ্য। Spencer সাহেব যেন জীবের বা জগতের অত্যন্ত অভাব কল্পনা করিতে ভয় পাইতেছেন। অনন্ত কাল যেন উৎপত্তি বা কারণ ব্যতীত ছিল বা থাকিবে ইহা সম্ভব নয়, এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু অনন্ত বলাতেই যেন তিনি দ্রব্য বা substance or that which subsists বলিয়া অনুমান করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

## গুণ।

২। উপরোক্ত বিচার মতে যদ্যপি ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে কাল ও দিক্‌কে নির্গুণ বলিয়া বাদ দেওয়া যায় এবং বাকী ৭টীর মধ্যেই যদ্যপি দেহী বা আত্মা অহংকারস্থানীয় হইল এবং মন, বুদ্ধি ও মন হইল, তাহা হইলেও সেই অষ্ট পদার্থই

পাইলাম। সুতরাং চতুর্বিংশতি গুণকে ইহাদেরই গুণ বলিয়া বিভাগ করিতে পারি। এক আত্মা হইতে সপ্ত পদার্থ প্রসূত হওয়ায় সপ্ত পদার্থেরই উপরোক্ত গুণ সকল আছে। কিন্তু দেহী বা জীবের দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যেরূপে হয়, তাহাই বলিতেছেন। গুণসমূহ সম্বন্ধে সবিস্তার বলিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হয়; আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কেবল মাত্র শ্রেণী বিভাগ করিয়া ও দুই একটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

ক। রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটী স্থূল পৃথিব্যাদির স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় নিজ গুণ। ইহারাই আকাশের শব্দ-গুণ সহিত পঞ্চীকৃত হইয়া সকল ভূতে আছে। ইহারা স্থূলপ্রধান অর্থাৎ স্থূল ভাবের গুণ।

খ। সংখ্যা, পরিমাণ হইতে শব্দ পর্য্যন্ত একাদশটি পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম গুণ অর্থাৎ ক্রিয়া-সাপেক্ষ গুণ। স্বাভাবিক হইলেও ক্রিয়া না করিলে ঐ সকল গুণ প্রকাশ পায় না। সুতরাং ক্রিয়াপ্রধান বা সূক্ষ্ম ভাবের গুণ।

গ। বুদ্ধি, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি আটটী স্বাভাবিক এবং ক্রিয়াসাপেক্ষ হইলেও জ্ঞানপ্রধান গুণ, সুতরাং কারণ ভাবের গুণ।

শব্দকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইহাদিগের পরেই স্থাপন না করিয়া একাদশ সূক্ষ্ম গুণের শেষে বা বুদ্ধ্যাদি অষ্টের প্রথমে স্থাপন করিয়াছেন। ইহার কারণ আছে। শব্দকে যখন নিত্য বলা হয়, তখন শব্দ আকাশের গুণ ও নিত্য, যেরূপ শব্দব্রহ্ম কথা চলিত আছে। আর অন্য স্থানে ইনি বলিয়াছেন,—

"বাক্যম্ দ্বিবিধম্ বৈদিকম্ লৌকিকঞ্চ, বৈদিকমীশ্বরোক্তত্বাৎ সত্যমেব প্রমাণম্, লৌকিকন্তু আপ্তোক্তম্ প্রমাণম্, অন্যদপ্রমাণম্।"

অর্থাৎ শব্দ যখন আত্মার গুণ বা ঈশ্বরের উক্ত, তখন নিত্য, আপ্ত, বৈদিক, আর যখন ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন, তখন অনিত্য, অপ্রমাণ। এই কারণে বোধ হয় শব্দকে মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন।

## কর্ম্ম।

৩। এই কর্ম্ম বা ক্রিয়া কাহার বলিলে বুঝিতে হইবে যে, দেহী বা আত্মার— যাঁহা হইতে ভূতাদি হইয়াছে। এই কর্ম্ম বা ক্রিয়া বা গতিই পঞ্চবায়ু বা পঞ্চপ্রাণ রূপে বহুধা কথিত হইয়াছে। যজ্ঞপুরুষের প্রাণশক্তি হইতেই সর্ব্বতোগামী আকাশতত্ত্ব, পরে তির্য্যক্‌গতি-বিশিষ্ট বায়ুতত্ত্ব, পরে ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট অগ্নিতত্ত্ব, পরে অধোগতিবিশিষ্ট জলতত্ত্ব, পরে স্থিতিশীল পৃথিবীতত্ত্ব। "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ" (১ম ভাগ ৪৭ পৃঃ দেখুন)। দেহী বা আত্মা বলিতে ন্যায়মতেই জীবাত্মা, ঈশ্বর ও পরমাত্মা। দেহী বলিতে দেহবিশিষ্ট জীবচৈতন্য বুঝায় এবং ইহার শ্বাস প্রশ্বাসরূপ গতি আছে। আত্মা বলিতেও চেতনা এবং শ্বাস প্রশ্বাস ও স্থূল দেহ সবই বুঝায়। প্রথম ভাগ ধর্ম্ম সমন্বয়ের ১৮ পৃষ্ঠায় "চিত্রং দেবানাম্" মন্ত্রে ও তাহার ভাষ্যে আমরা পাইয়াছি সূর্য্য আত্মা। আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা এক পর্য্যায়ের এবং সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্য দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপভূত অর্থাৎ সূর্য্যদেবেরই বাহ্যমূর্ত্তি সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী রূপে পরিণত হইয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে যে, প্রজাপতি পরিশ্রম করিলেন, তপস্যা করিলেন, তাহা হইতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌঃ এই তিন লোক উৎপন্ন হইল।

উপরোক্ত কয়েকটি বৈদিক প্রমাণ হইতে আমরা ইহা পাইলাম

যে, প্রাণশক্তি বা তপস্যা, পরিশ্রম ইত্যাদি হইতে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী বা পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ Divine Energy র action দ্বারা এই সকল হইল। কিরূপ প্রণালীতে হইল, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে। সূর্য্যের একটি নাম "কাশ্যপেয়" অর্থাৎ কশ্যপ বা কূর্ম্মের পুত্র। শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা পাই "স যৎ কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোৎ। যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ।" ইতি "কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ প্রাণো বৈ কূর্ম্মঃ"। নিরুক্ত অভিধানে কশ্যপ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাই, "কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি।" "হয়বরট" প্রমাণে অক্ষর-বিপর্য্যয় দ্বারা পশ্যক পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং কশ্যপ শব্দে ঈশ্বর ও প্রাণ এবং কূর্ম্ম শব্দেও প্রাণ বুঝায়। ঈশ্বর কূর্ম্ম-রূপ প্রাণশক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। কূর্ম্ম যেরূপ পাঁচটী অবয়ব উপরিস্থিত আবরণের ভিতর হইতে বক্রভাবে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে সঙ্কুচিত ও বিকশিত করে, সেইরূপ যজ্ঞ-পুরুষ প্রাণরূপ প্রজাপতির ক্রিয়া দ্বারা আপনার সঙ্কোচ ও প্রসারণ করেন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য করেন। সেই অদিতি বা রোদসী দেবতা হইতেই দ্যাবাপৃথিবী হইল।

কিরূপে হইল, তাহা আর একটি শব্দের দ্বারা আমরা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব। পাঠক জানেন যে, অণ্ড শব্দে অণ্ডজ সরীসৃপ, পক্ষী ও মনুষ্যাদি (পিণ্ডাণ্ড) হইতে ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী সকল পদার্থকেই বুঝায়। সৃষ্টিকালে এই অণ্ড দুই ভাগে কিরূপে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।"

"তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।
তাভ্যাম্ স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।"

অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি সুবর্ণোপম অণ্ড হইল। সেই অণ্ডে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া বাস করত, নিজেই নিজের ধ্যানবলে দুই ভাগ করিলেন বা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তিনি সেই দুই অংশ হইতে ঊর্দ্ধখণ্ডে (অনুবাদে আছে) স্বর্গাদি লোক ও অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি (চন্দ্রমা) নির্ম্মাণ করিলেন। পিণ্ডাণ্ডে পুরুষের শুক্র, স্ত্রী-শরীরের অণ্ডের (Ovum) সহিত মিশ্রিত হইয়া দুই দুই ভাগ হয়, পরেশতিনভাগ হইয়া সমস্ত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইবার বীজাবস্থা হয়, ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন। (3. App.)

পাঠক এখন বুঝিয়া দেখুন যে, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কোন্ রূপ ক্রিয়া দ্বারা হইল। আমরাও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিব। অণ্ড শব্দে পিপীলিকাদির অণ্ড হইতে সৌর জগৎ পর্য্যন্ত বুঝায়। পরিবৎসর বলিতে সর্ব্বদিকে বাস করা। ব্রহ্মা সৌর জগতের সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করত পরিশ্রম বা তপস্যা করিলেন। তাহা হইতেই সর্ব্বতোগামী আকাশতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবা" সূত্রে (১ম ভাগ ৭৪ পৃঃ) পাইয়াছি, প্রাণরূপ প্রজাপতি দেবতারা সৌরজগৎ ব্যাপিয়া যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিলেন। এই আকাশতত্ত্বই জীবদেহে কর্ণছিদ্রে ও নাড়ীর মধ্যে গোল আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সর্ব্বদিক্‌ব্যাপী গতিই ক্রমে বক্রগতি বায়ুরূপে পরিণত হইল। বাহিরেও বায়ু উদ্ধ

হইতে বক্রভাবে অধোদেশে আইসে এবং জীবদেহে বায়ুদ্বার নাসিকা বক্রভাবে স্থিত ও ত্বগিন্দ্রিয়ের উপর কেশসমূহও বক্রভাবে জন্মিয়া থাকে। ইহাকেই বায়ুর তির্য্যগ্‌গতি বলা যায়। ইহার আকৃতি গোল হইয়া থাকে—ক্রমশঃ এই তির্য্যগ্‌গতিবিশিষ্ট বায়ুই উর্দ্ধগতিবিশিষ্ট অগ্নিরূপ ধারণ করেন। আকার ত্রিকোণের ন্যায় হইয়া থাকে। বাহিরেও অগ্নির উর্দ্ধগতি শিখা ত্রিকোণ দেখা যায়। জীবদেহেও নাভিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নি অন্নরস সহিত উদান-সাহায্যে রক্তরূপে উর্দ্ধে গমন করে। সমান বায়ুর আকুঞ্চন শক্তি বশতঃ রক্ত মাংসরূপ হয় ও অধোদেশে আকুঞ্চিত মল ও অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি মূত্রাশয় হইয়া স্থিত হয়। বাহিরে চন্দ্রমারূপ ও তরঙ্গ অর্দ্ধ-গোল দেখিতে পাওয়া যায়। জীবদেহে মূত্রাশয়ে জলরূপ ধারণ করে। জীবদেহে আমাশয়টি দেখিলে বোধ হয় উর্দ্ধভাগ ত্রিকোণ, অধোভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোতও গোলাকার গতি হইতে উর্দ্ধগতি প্রাণ বায়ুর দ্বারা ও অধোগতি অপান বায়ুর দ্বারা উর্দ্ধে ও অধোভাগে চালিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত চারিটী স্থূলভূতের উৎপত্তি ক্রম অনুসারে হইলেও ইহারা ব্রহ্মার বা পঞ্চকের বা ন্যায়োক্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম বা কূর্ম্মরূপ পঞ্চ অঙ্গ এবং দ্বিধাকৃত অণ্ডে আদি হইতেই বর্ত্তমান আছে। অতএব ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত কর্ম্ম বা গোলাকৃতি কূর্ম্মরূপ গতি পঞ্চধা হইয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণ এবং উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য করিলেন। পৃথিবী যে জল জমাট হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে। যেমন বরফ ও সমুদ্রের ফেনা জমিয়া কঠিন হয়। এই পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ সকল গুণই আছে। জীবদেহকে সাধারণতঃ পাঞ্চভৌতিকই বলা হয়। কিন্তু

স্থূল অংশ অস্থি মাংস হইলেও তাহাতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতেরই গুণ আছে, গন্ধ ইহার প্রধান গুণ। *

সংস্কার।—পৃথিব্যাদি চারিটীর অনিত্য বা কার্য্যরূপ ভাব যে ত্রিবিধ, তাহাতেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে সংস্কার ত্রিবিধ। ইহাদিগের যে নিত্য ভাব তাহা পরমাণু রূপ। ত্রিবিধ সংস্কার হইতেছে :—"বেগো ভাবনা স্থিতিস্থাপকশ্চেতি। বেগঃ পৃথিব্যাদি-চতুষ্টয়মনোবৃত্তিঃ" অর্থাৎ পৃথিবী জল অগ্নি ও বায়ু এই চারি পদার্থে

* পাশ্চাত্য Byologists জড় জগতের বীজ Atom এবং উদ্ভিদ ও জীব-শরীরের আদি Protoplasm ইহাই জানিতেন। কিন্তু এক জাতীয় Protoplasm হইতে কেন অন্য জাতীয় জীবের জন্ম হয় না, ইহা এক সমস্যা ছিল। Dr. Yeagar of Stutgard রসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখাইয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবাণু (Protoplasm) যদ্যপি দ্রাবক দ্রব্যের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ভিন্নভিন্ন রূপ গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং তাহারা ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। এই কারণ বশতঃ পৃথিবীতত্ত্বপ্রবল ইতর জন্তুরা গন্ধের দ্বারা আপন উপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করে ও ভিন্ন জাতীয় গন্ধবিশিষ্ট আহার্য্য ত্যাগ করে। তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক ধাতুরও এক একটী বিশেষ গন্ধ আছে, সেই জন্যই এক প্রকার ধাতু একই আকারে দানা বাঁধে এবং অন্যরূপ ধাতু অন্য প্রকার দানা বাঁধে। উপরোক্ত আবিষ্কার অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ পৃথিবী বা মাটি, জল, তেজ বা অগ্নি, বা আকাশ হইতে ক্ষিতি অপ্ তেজ (শঙ্করাচার্য্য মতে সূর্য্যদেব), মরুৎ ব্যোম পৃথক্ করিতে চান, কিন্তু এরূপ কারণে যে আর্য্যশাস্ত্রাদিতে পৃথিবী বা মাটি হইতে ক্ষিতির ভেদ ধরিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না। যে কারণে ধরিয়াছেন, তাহা পরে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। আমাদিগের আলোচ্য ন্যায়দর্শনে "দ্যাবাভূমী" "পৃথিব্যপ্তেজো", "ক্ষিত্যপ্তেজো" (ভাষা-পরিচ্ছেদ) সকল কথা গুলিই পাই। অর্থাৎ ভূমি পৃথিবী ক্ষিতি এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মনোবৃত্তিরূপ বেগ অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের সংস্কার বা ছাপ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, চন্দ্রমা-জ্যোতিতে যে ছাপ বা সংস্কার পড়ে। যাহাকে Astral plane বলা যায়। কারণ চন্দ্রমাই মন।

"অনুভবজন্যা স্মৃতিহেতুর্ভাবনা আত্মমাত্রবৃত্তিঃ" অর্থাৎ অনুভব ও স্মৃতির জন্য যে সংস্কার। ইহা কারণভাব সূর্য্যনারায়ণের জ্যোতি। The so-called mental plane of the Theo. Society.

"অন্যথাকৃতস্য পুনস্তাবদবস্থাপাদকঃ স্থিতিস্থাপকঘটাদিপৃথিবী-বৃত্তিঃ" অর্থাৎ স্থূল পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ে যে Elasticity, Cohesion প্রভৃতি আছে, তাহাই স্থূল পদার্থের সংস্কার বা ছাপ। ঘটাদি শব্দ প্রয়োগ থাকায় জীবমাত্র বুঝিতে হইবে। জীব যেরূপ বাসনা বা সংস্কার বশতঃ জন্ম গ্রহণ করে, পৃথিব্যাদি ভূতও "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" নিয়মের বশে সৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তক, কপাল ও হস্তাদিতে মনুষ্যের যেরূপ জীবনবৃত্তান্ত লেখা আছে, পৃথিব্যাদির পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু ঐ সকল হয় ত "অতীন্দ্রিয়োঽসৌ বিজ্ঞেয়ঃ" (ভাষা-পরিচ্ছেদ)। এই ত্রিবিধ সংস্কার চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে ধরা হইয়াছে। *

এই বিভাগটি পুরুষসূক্তের "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" হইতে পাওয়া যায়। মাণ্ডুক্যোপনিষদেও ওঁকার পুরুষের এই বিভাগ

---

* মন ও বুদ্ধির অসংখ্য বৃত্তি। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইলে অনেক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। বস্তু নির্দ্দেশ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। পাঠক। আরও লক্ষ্য করিবেন যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, সংযোগ ও বিয়োগ, ইত্যাদি গুণ সকলও negative or positive ভেদে দুই ভাগ আছে। Notes on Science and Philosophy. 4. App.

আছে এবং শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে নির্গুণকে "পরমার্থরূপ চতুর্থপাদ বলিয়া "অপরমার্থরূপ-পাদত্রয়লক্ষণং বীজাঙ্কুরস্থানীয়ম্" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ জগদ্রূপ তিনপাদ ও একপাদ নির্গুণ। আর "অর্দ্ধেন বিশ্বং জজান যদ্ অস্য অর্দ্ধং কৈতদ্ বভূব" অর্থাৎ অর্দ্ধের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন আর অর্দ্ধ কি হইল? যাহা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ" অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ আমি একাংশ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছি। এই দুই অংশের বিভাগও উপরোক্ত তিন পদার্থে আছে। এক গমন বা গতিই আকুঞ্চন ও প্রসারণ (১) এবং উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ রূপ দুই দুই ভাগ হইল। উপরোক্ত পঞ্চ ভূতের চারিটীও নিত্য এবং অনিত্যভেদে পরে দুই ভাগ করিয়াছেন। নিত্য পরমাণুরূপ ও অনিত্য কার্য্যরূপ। নিত্যরূপ এক ও কার্য্যরূপ ত্রিবিধ—অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, অথবা অগ্নি (পঞ্চভূত) চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিকসূত্রে এই তিন লোকেতে পঞ্চরূপ কর্ম্ম বা ক্রিয়া আছে।

সুতরাং এক্ষণে আমরা বলিতে পারি যে, ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত উল্লিখিত তিন তিন ভাগের অন্তর্গত কাল ও দিক্ নির্গুণভাব হইতেছে। ইহারা দুটীই নিত্য।

৪। সামান্য ঃ—চতুর্থ পদার্থে দুই বিভাগের কথাটি পরিষ্কার বলিতেছেন—পর অর্থাৎ নিত্য এবং অপর অর্থাৎ দ্রব্যবৃত্তি এই দুই

(1) Contraction and expansion, by cold and heat, which is motion. Attraction and Repulsion is also, in one word motion. The web of the solar system is woven by *Brahma* encircling the golden egg, or the solar sphere, between the poles.

প্রকার সামান্য i.e. Genus and Species; the summum genus is Sattva which is eternal.

৫। বিশেষ ঃ—ব্যষ্টি। Individuality Heterogenity. Which is infinite.

৬। সমবায় ঃ—কর্ত্তা, ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ, জাতি, ব্যক্তি ইত্যাদির যে সম্বন্ধ। তাহা এক। "সূত্রে মণিগণা ইব"। শেষোক্ত তিনটী পদার্থ পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সপ্ত বা অষ্ট পদার্থেরই ভাগ বিভাগ ও গুণ মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা কেবল আবরণ মাত্র।

৭। অভাব ঃ—প্রথম তিনটীতে ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়া এবং শেষ তিনটীতে পিণ্ডাণ্ডের জাতি, ব্যক্তি ও তাহাদের সম্বন্ধ বলায় ষড়্‌বিধ ভাব পদার্থ বলা হইল। সপ্তমটীতে চতুর্বিধ অভাব অর্থাৎ সৃষ্টির বা চতুষ্পাদ পুরুষের অভাব বা লয় যেরূপে হয় তাহাই ইঙ্গিতে বলিতেছেন। প্রলয় সময়ে ও সৃষ্টিতে চারি প্রকার লয় বা অভাব হইয়া থাকে। বহির্জগতের সপ্তপদার্থের সহিত জীবের অন্যোন্য সম্বন্ধ, অর্থাৎ সেই সপ্ত পদার্থ হইতেই জীবসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জীবসমূহই প্রথমে নষ্ট হয়। পরে পৃথিবীর লয় বা ধ্বংস হয়। পরে প্রাগভাব অর্থাৎ যাহা ছিল না তাহার অভাব হয়। চন্দ্রমা ত পূর্ব্বে ছিলেন না। "নাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষং" বিষ্ণুর নাভিদেশ যে বৈশ্বানর অগ্নি, তাহা হইতেই চন্দ্রমার উৎপত্তি। সুতরাং পৃথিবীর প্রধ্বংসে তাঁহার ধ্বংস।

ন্যায় দর্শনে এই অভাবচতুষ্টয়ের ক্রম এইরূপ আছে, যথা—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব, এবং অন্যোন্যাভাব। কিন্তু

সাংখ্য কারিকায় ইহাদিগের নাম ও ক্রম কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ আছে, যথা—প্রাগভাব, ইতরেতরাভাব, অত্যন্তাভাব এবং প্রধ্বংসাভাব। কি কারণে যে ঐরূপ আছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা ইহার মধ্যে যেটী হয় প্রথমে লইতে পারি। তবে উপরে ন্যায়দর্শন-কথিত বহির্ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও পরে জীবসৃষ্টির কথা আছে এবং লয়ের সময়ে জীবসমূহই প্রথমে নষ্ট হয় ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং অন্যোন্যাভাব বা ইতরেতরাভাবকেই আমরা প্রথমে লইতে বাধ্য হইলাম। জীব ও জগতের পরস্পর সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা রহিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত আছে—"ঘটঃ পটো ন ভবতি" বা "ঘটে পটাভাবঃ।" সামান্যরূপে এই দৃষ্টান্তটী বুঝিলে বুঝা যায় যে, ঘটে পট নাই বা ঘট কখনই পট হইতে পারে না। কিন্তু তাহা নয়। ইহার মধ্যেই সব কথা ইঙ্গিতে বলা আছে। ঘট শব্দে যে শাস্ত্রাদিতে দেহকে বা পিণ্ডাণ্ডকে বুঝায় ইহা অনেকেই জানেন, সেইরূপ পট শব্দে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়। সেই স্বচৈতন্য-পটে জগৎ-চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে ইহাও শাস্ত্রাদিতে আছে। পঞ্চদশীর চিত্রদীপ ইহার প্রমাণ। ইহাতে পটের ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চারিটী অবস্থার সহিত পরমাত্মার চারি অবস্থার তুলনা করা হইয়াছে। ঘটে ও পটে বিশেষ সম্বন্ধও আছে। কিন্তু প্রলয়কালে দ্বাদশাদিত্যের উদয় হয় অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ মূর্ত্তির এক কালীন আবির্ভাব হয়। কারণ স্থিতিকালীন গতি অপেক্ষা পৃথিব্যাদির গতি বহু পরিমাণে প্রলয়কালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং উত্তাপ, শীত, অনাবৃষ্টি ও বহুবৃষ্টি হওয়ার কারণ স্থিতিকালীন পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যে সম্বন্ধ, তাহার অভাব হইয়া যায় এবং জীবের ধ্বংস হয়।

দ্বিতীয় অভাবটী আমরা লইব প্রাগভাব। প্রাগভাব হইতেছে "অনাদিঃ সান্তঃ" প্রাগভাব—"উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য"। দৃষ্টান্ত—দেবদত্তকৌমারযৌবনাদিষু। এই দৃষ্টান্তটীও বিশেষরূপ বুঝিতে গেলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিব্যাদি সমস্ত পিণ্ডের সম্বন্ধেই বলিতেছেন। মনুষ্যাদির যেরূপ কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে, প্রলয়কালে পৃথিবীরও সেইরূপ বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায় অন্যান্য অবস্থার অভাব হয়। ক্রমে ইনি নিস্তেজ হইয়া পড়েন, শরীর লোল হয় অর্থাৎ মৃত্তিকাদির (cohesion) দার্ঢ্য শক্তির হ্রাস হয়। কেশ পক্ক হয় অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাদি নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে জীব যেরূপ মৃত্যুকালীন শ্লেষ্মা দ্বারা অভিভূত হয়, পৃথিবীও সেইরূপ জলপ্লাবিত হইয়া মৃত্যুমুখী হন। স্থিতিকালে চন্দ্রমা যে পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন (নাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষম্) তাহাও একীভূত হইয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর যে প্রাগ্ বা পূর্ব্বাবস্থা ছিল তাহার অভাব হয়। সমস্তই জলরূপ হয়। আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, দেবদত্ত বা জীব যে অনাদি কাল হইতে সংসারচক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কৌমার ও যৌবনাবস্থায় মুক্তাবস্থা হইলে সেই পরিবর্ত্তন সান্ত হইয়া আইসে।

তৃতীয় অভাবটী হইতেছে প্রধ্বংসাভাব বা সর্ব্বাভাব। ইহা সাদি অনন্ত। ইহার দৃষ্টান্ত হইতেছে—দগ্ধ পটের ন্যায় এবং শুষ্ক ধান্য দর্শনে বৃষ্টির সর্ব্বাভাব। শুষ্ক ধান্য দর্শনে কি বাস্তবিক জলের সর্ব্বাভাব হয়? বর্ষার প্রথমভাগে বা মধ্যভাগে জল হইলেও শেষভাগে জল না হইলেই ধান্য শুষ্ক হইয়া যায় ইহা সকলেই জানেন। তবে এ দৃষ্টান্তটী দিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই বার যে জগৎ-পটের একেবারে ধ্বংস হইবে।

পৃথিবী জলরূপ হইবার পর পুনশ্চ অগ্নিরূপ হইবেন, সুতরাং বৃষ্টির সর্ব্বাভাব কথিত হইয়াছে। আর শুষ্ক ধান্য যেরূপ (latent heat), সেইরূপ পৃথিবী ও চন্দ্রমা জলরূপ হইতে অগ্নিরূপ ধারণ করিবেন। এই প্রলয়ের আদি আছে, কিন্তু অনন্তকাল (অর্থাৎ সৌর-জগতের প্রলয় পর্য্যন্ত) এইরূপ প্রলয় হইতেছে।

চতুর্থটী হইতেছে আত্যন্তিক প্রলয়। ইহা ত্রৈকালিক সংসর্গ দ্বারা অবচ্ছিন্ন। ইহার দৃষ্টান্ত হইতেছে খরবিষাণবৎ, বন্ধ্যাপুত্রবৎ, আকাশকুসুমবৎ। সাধারণতঃ লোকে এইগুলিকে অসম্ভব বলিয়া জানে। কিন্তু বাস্তবিক কি খরেতে বা গর্দ্দভেতে শিং বা অস্থি ধাতু নাই আর বন্ধ্যাতেও পুত্রোৎপাদিকা রজঃকলা বা শক্তি নাই? সবই আছে; তবে লোকে নিজের মত স্থাপনের জন্য এই সকল দৃষ্টান্ত দেয় এবং শাস্ত্রাদিতেও সৎ বা অসৎ হইতে জগৎ উৎপত্তি ইত্যাদি লইয়া ভিন্নরূপ কথা চলিত আছে, কিন্তু সে সকল আকাশকুসুম দৃষ্টান্তের দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। দেখুন, আকাশকুসুম ত লোকে সম্পূর্ণই অলীক জানে, কিন্তু দেখুন এই আকাশ হইতেই সূর্য্যনারায়ণরূপ পুষ্প বা পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছেন ও এই মহাকাশেই লয় হইয়া যান।

অতএব যখন সমগ্র সৌরজগতের প্রলয়ে সূর্য্যনারায়ণের অভাব বা লয় হয়, তখনই অত্যন্তাভাব হয়।

তর্কসংগ্রহের শেষে আমরা এই কথাটি পাই "সর্ব্বেষাং পদার্থানাং যথাযথমুক্তেষু অন্তর্ভাবাৎ সপ্তৈব পদার্থা ইতি সিদ্ধম্।" অর্থাৎ পদার্থ সকল যথাযথ বলিতে গেলে তাহাদের অন্তর্ভাব থাকা হেতু পদার্থ যে সপ্ত তাহা সিদ্ধ হইল। পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে, যথাযথ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে, প্রত্যক্ষ বিরাজমান সপ্ত পদার্থ ও তাহাদের অন্তর্ভাব লইয়াই ন্যায় বৈশেষিকোক্ত সপ্ত পদার্থই সিদ্ধ

হয়। তাঁরিশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণের নামান্তর এবং ইহার অনুগ্রহেই মোক্ষ লাভ হয়। গ্রন্থসমাপ্তিতে বলিতেছেন, কণাদ (বৈশেষিক) ও ন্যায় (গৌতম) এই দুই মতে বালকদিগের জ্ঞানলাভ হেতু পণ্ডিত অন্নভট্ট দ্বারা তর্কসংগ্রহ রচিত হইয়াছে। ভাষা-পরিচ্ছেদের ভাষ্যারম্ভে আমরা পাই :—"সপ্তমস্যাভাবস্যকথনাদেব ষণ্ণাং ভাবত্বং প্রাপ্তম্, তেন ভাবত্বেন পৃথগুপন্যাসো ন কৃতঃ। এতে চ পদার্থা বৈশেষিকপ্রসিদ্ধা, নৈয়ায়িকানামপি অবিরুদ্ধাঃ।" সপ্তম পদার্থ যে অভাব তাহা কথনের দ্বারা ছয়টির ভাবত্ব স্থাপিত হয়; সেই হেতু তাহার পৃথক্ উপন্যাসের আবশ্যকতা নাই। এবং বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত পদার্থও নৈয়ায়িকদিগের অনুমোদিত হইয়া থাকে।!! বাবাজীরা জানেন সব, বলেছেনও সব, তবে অব্রাহ্মণ-দিগের নিকট বলিলে পাছে ধরা পড়েন তাই বলেন না। পাঠক! ন্যায়দর্শনোক্ত যে ষোড়শ পদার্থ, তাহাও জানিবেন যে, এই সপ্তের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। যাহার ইচ্ছা হয় করিতে পারেন। কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। একারণ আমরা M. Dvivedi মহাশয়ের authority নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

The sixteen points of discussion or category, which have been wrongly called Padarthas, proposed by Gautama are shown to be included in these seven. ( Vaisasecka ). Monism or Advaitism.

# জৈমিনি দর্শন।

জৈমিনি দর্শনের কথা স্বতন্ত্র। জৈমিনিদেবও স্পষ্টতঃই কর্ম্মকাণ্ড স্থাপন করিয়াছেন, এই কথাই সাধারণের বিশ্বাস। ইঁহার মতানুসারে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলে জীবের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত হয়, মুক্তি হয় না। সেই কারণে ইনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলিয়াই দর্শন আরম্ভ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে যখন পূর্ণভাবে অগ্নি-উপাসনা চলিত ছিল, তখন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড পৃথক্ করা হইত না। দার্শনিক যুগ হইতেই অগ্নিকে জড় ও ঈশ্বরকে নিরাকারে স্থাপন করা হইয়াছে। ইদানীন্তন কালেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—পাপ ও পুণ্যকে বুঝায়। যেন ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার বা মোক্ষ লাভ করিবার সহিত ইহার ভেদ আছে। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি ধৃ ধাতু হইতে, অর্থ—রক্ষা করা বা ধারণ করা। যদি নিরাকার ঈশ্বরকেই ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলেও ধর্ম্ম সাধন করিলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ

তাঁহার দ্বারাই জগৎ ও জীব রক্ষিত ও ধৃত আছে। আমরা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-মতেও জানি যে, জড় সূর্য্যের দ্বারাই জগৎ ধৃত আছে। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র-মতে যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি পৃথক্ নহে, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান্ পুরুষও পৃথক্ নহেন। সুতরাং চৈতন্য-প্রধান সূর্য্যনারায়ণের দ্বারাই জগৎ ও জীব রক্ষিত ও ধৃত আছে। ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ হইতে ধর্ম্মের জন্ম, ইহাও পুরাণে আছে (Wilson)। আধুনিক পুরাণ-প্রমাণ-মিশ্রিত সন্ধ্যা আহ্নিকের মধ্যে যমতর্পণের মন্ত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মরাজ, সূর্য্যনারায়ণ বা বৈবস্বতের নামান্তর মাত্র। এবং সূর্য্যদেব বা সবিতৃদেবকেই আমাদের মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য ধারণ বা ধ্যান বা উপাসনা করিতে হয় ইহা আমরা ১ম ভাগ সমন্বয়ের বেদসংহিতা ভাগে দেখাইয়াছি। আমরা আরও দেখাইয়াছি যে, যে অগ্নির দ্বারা যাগযজ্ঞ হইয়া থাকে, সেই অগ্নি-দেবতাকেই গতিবিশিষ্ট ও জ্ঞানবিশিষ্ট এবং ভূলোক ও দ্যুলোক প্রভৃতির জন্মদাতা বা প্রসবিতা বলা হইয়াছে। এই অগ্নি শব্দ আধুনিক শাস্ত্রেও নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "অগ্নির্গুরু-র্দ্বিজাতীনাম্" "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" এবং "অগ্নি হস্তে শপথ করিতেছি" ও "সূর্য্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি"— এই সকল লৌকিক কথাও চলিত আছে।

উপনিষৎ ও দর্শন পুরাণাদির ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, অগ্নি (প্রকৃতির কথা ত দূরে থাক) জড় পদার্থ বা অচেতন নহেন। তাহা না হইলে কঠোপনিষদে নচিকেতার সম্বন্ধে "বৈশ্বানরো অগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশতি অতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো" কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? পুনশ্চ "অথা অপি প্রতিষ্ঠাং আশ্রয়ং জগতো বিরাট্ রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি

জানীহি, ত্বং নিহিতং স্থিতং গুহায়াং বিদুষাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টমিত্যর্থঃ” অর্থাৎ বিরাট্‌রূপ জগতের আশ্রয় যে অগ্নি (অর্থাৎ সূর্য্য) সেই অগ্নিকেই তুমি জানিবে যে, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিতে আছেন (অর্থাৎ চেতনারূপে)। পুনশ্চ “লোকাদিং লোকানামাদিং অগ্নিং প্রথমশরীরিত্বাৎ” অর্থাৎ প্রথম শরীর হওয়ায় ত্রিলোকের আদি অগ্নি অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ (লোকানাম্ শব্দটি শঙ্কর এস্থলে অস্পষ্ট রাখিতেছেন, কিন্তু লোকানাম্ বলিতে তিন লোক অর্থাৎ পৃথিবী চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ ইহা প্রসিদ্ধ)। আরও দেখুন, অনন্ত-লোকাপ্তিম্ পদের অর্থ করিতেছেন “স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তি” কিন্তু অনন্ত লোক বলিতে কেবল (কর্ম্মবাদীর) স্বর্গলোক হইতে পারে না। শঙ্কর জড়বাদ বা কর্ম্মকাণ্ড স্থাপনের জন্য বলিতেছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ পঞ্চম বল্লীতে হোতা শব্দে অগ্নি করিতেছেন। আরও কত দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং জৈমিনি সূত্রে যে যজ্ঞীয় অগ্নির বা ধর্ম্মের উপাসনা আছে, তাহা জড় অগ্নির উপাসনা বা কেবলমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির উপাসনা নহে। তাহা প্রকৃত বৈদিক উপাসনা। তাহাতে অনন্তলোক প্রাপ্তিই হইবে। তবে সকল দর্শনাদিতেই কিছু কিছু আবৃত আছে। কিন্তু জৈমিনিদেব যে বেদের মহিমা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে আমরা যথাবুদ্ধি বলিতেছি।

ইহাঁর দার্শনিক ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও যাহাতে সার ভাব গ্রহণ ও বৈদিক রহস্যভেদ হয়, এইরূপ কয়েকটী স্থানের উল্লেখ করিয়া বিচার করিলে পাঠক বোধ হয় সন্তোষ লাভ করিবেন।

এই পূর্ব্বমীমাংসা বা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দ্বাদশলক্ষণী। উপরোক্ত বিচার-মতে ধর্ম্ম যদ্যপি সূর্য্যনারায়ণের নামান্তর মাত্র হইল, তাহা হইলে

আমরা বলিতে পারি যে, বেদের "উদ্‌ঘেদভি...সূর্য্য" ১ম ভাগ ১২পৃ মন্ত্রে সূর্য্যরূপে যে ইন্দ্রের স্তুতি আছে ও "দ্বাদশস্থ" পদটী আছে এবং "অসৌ বা ইন্দ্র আদিত্য" ইতি হারিদ্রবিকম্, তাহা ধর্ম্মের বা সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা আদিত্যের দ্বাদশ মূর্ত্তি বা লক্ষণের কথা। আরও দেখুন যে, ঋগ্বেদের ত্রয়োদশ সূক্তের দেবতা অগ্নি। ১২টী ঋক্‌কে তাঁহার দ্বাদশ মূর্ত্তির স্তব আছে। এক্ষণে অগ্নি যে সূর্য্যের নামান্তর, তাহাও আমরা "উদুত্যং জাতবেদসম্...সূর্য্যম্" মন্ত্রে ১ম ভাগে দেখাইয়াছি। শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে ১২টী আদিত্য আছে—জ্যোতিষ শাস্ত্রে দ্বাদশ রাশি হইতেই দ্বাদশ মাসের নামকরণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সূর্য্যদেব যখন রাশিচক্রের যে অংশে প্রবেশ করেন বা স্থিত হন, তখন সেইরূপ শক্তি বা মূর্ত্তি বা লক্ষণ প্রকাশ করেন; এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যে মহাপুরুষের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ব্যূহের বা মূর্ত্তির বিবরণ আছে, তাহাতেও এই দ্বাদশ লক্ষণ যুক্ত ধর্ম্মের কথাই স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। তবে দর্শন শাস্ত্রাদিতে আবৃত আছে বলিয়াই এত প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা। প্রতিমা পূজা বা দেবোপাসনার উপলক্ষে যে দ্বাদশটি মন্দির একত্রে স্থাপন করিবার পদ্ধতি আছে, তাহাও এই দ্বাদশ-লক্ষণী ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই হইয়া থাকে। বঙ্গদেশবাসীরা যে দ্বাদশ গোপাল দর্শন করিতে যান, তাহাও এই। গোপাল শব্দের অর্থ যিনি গো অর্থাৎ জীবসমূহকে পালন করেন। সূর্য্য-নারায়ণ যে তাঁহার রশ্মি দ্বারা জীবসমূহকে পালন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং জৈমিনিদেব যে দ্বাদশ-লক্ষণী ধর্ম্মের কথা উপদেশ দিতেছেন, তাহা সূর্য্যনারায়ণের নামান্তর মাত্র। খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তক Bibleএ এইটী পাওয়া যায়। Apocalypse. Chap. xii. "And

there appeared a great sign in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her foot and upon her head a crown of twelve stars" এবং twelve Apostles of Christ এ সকলও এই দ্বাদশ-লক্ষণী সূর্য্যনারায়ণ সম্বন্ধে জানিবেন। See App. 5.

উপরোক্ত দ্বাদশটী লক্ষণ বা শক্তি পিণ্ডাণ্ডেও আছে। মনুষ্যের মাতার খুলি বা করোটি ( cranium ) হইতে দ্বাদশ যুগল ( positive ও negative ) স্নায়ু নিঃসৃত হইয়া ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রভাণ্ড, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত স্থানে বলাধান ও পোষণ করিতেছে, ইহা বিজ্ঞানমূলক। বলা বাহুল্য যে, মস্তক সূর্য্যস্থানীয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে নাভিদেশ হইতে ২৪টী নাড়ী জন্মিয়াছে। তাহাদিগের দ্বারাই এই সকল কার্য্য হয়। ইহার সমন্বয় পাতঞ্জল দর্শনে করা যাইবে।

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"রূপ বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক প্রথম অধিকরণের পাঁচটি অবয়বের মধ্যে "স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য" অর্থাৎ বেদ পাঠ করিবে এইরূপ বাক্যের নাম বিষয় বলিতেছেন। পরে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন যে, পাঠ মাত্রে যদ্যপি স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বিচার অনাবশ্যক। মধ্যে অনেকরূপ তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তব্য প্রত্যয়ের অপর নাম প্রেরণা এই কথাটি আছে। আর একটি কথা আছে "এই কারণে আচার্য্য কর্ত্তৃক অধ্যাপন ও মাণবক কর্ত্তৃক অধ্যয়ন বিনা সিদ্ধ হয় না।" সে আচার্য্য কিরূপ, তাহা মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন। "যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করিয়া সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে।" (৩৫) "এবং

তন্মধ্যে বিচার শাস্ত্র অবৈধত্ব দ্বারা অনারম্ভণীয়, ইহাই পূর্ব্ব পক্ষ এবং বিচার দ্বারা তাহা আরম্ভণীয়, ইহাই উত্তর পক্ষ এই বলিয়া ৩৭ সূত্র শেষ করিতেছেন। একারণ বলিতেছেন যে "বেদ অপৌরুষেয়, তাহাতে প্রতীয়মান অর্থ কি হেতু বিবক্ষিত হইবে না ? বিবক্ষিত অবস্থায় বেদার্থের যে যে স্থলে পুরুষের সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, তৎসমস্তই বিচার শাস্ত্রের বিষয় হইবে। তাহার নির্ণয় প্রয়োজন। সেইজন্য অধ্যাপন বিধি সহায়ে প্রয়োজিত অধ্যয়ন দ্বারা যে অর্থ অবগত হওন, তাহা সর্ব্বথা বিচারের যোগ্য বলিয়া বিচার শাস্ত্র আরম্ভণীয় হইয়া থাকে, ইহাই উত্তর পক্ষ। (৩৯)

পরে কিন্তু শিষ্য এ কথায় সন্তোষ লাভ না করিয়া বলিতেছেন যে "পৌরুষেয় বেদবাদীরা প্রলয় সময়ে সম্প্রদায় বিচ্ছেদ স্বীকার করেন, অতএব কালিদাসাদির বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব বশতঃ বেদ-বাক্য সকল পৌরুষেয় এবং প্রমাণ থাকাতে মন্বাদি বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব বশতঃ বেদবাক্য সমস্ত আপ্ত-প্রণীত। উত্তরপক্ষ এইরূপ বলিতেছেন যে, ইহা হইতে পারে না। মহাভারতের ন্যায় বেদও গুরুমুখে শুনিয়া অধ্যয়ন করিতে হয় অর্থাৎ কালিদাসাদির বাক্যের বা গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত বাক্যের ন্যায় মহাভারতও ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত; ইহা "কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আর কে মহাভারতের রচনা করিতে পারে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। আর এক কথা এই যে, পুরুষসূক্তের "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইত্যাদি বাক্যে বেদের সকর্ত্তৃত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ লীলা-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা দেখিবে কে ? আর বিগ্রহ পরিগ্রহণ বশতঃ বেদ অপৌরুষেয় নহে।

এ বিষয়ের সমাধান করিতেছেন। পৌরুষেয়ত্ব শব্দে পুরুষ হইতে উৎপন্নমাত্রত্ব। "পুরুষাদুৎপন্নমাত্রত্বম্।" যেমন অস্মদাদি কর্ত্তৃক অহরহ উচ্চার্য্যমাণ বেদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, না— প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থ উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রকাশার্থ রচনা করা হইয়াছে, যেমন অস্মদাদি প্রবন্ধের নিবন্ধ করিয়া থাকি? ইহাই কি পৌরুষেয়ত্ব শব্দের অর্থ?

প্রথমটি বলিলে কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে ইহাই জিজ্ঞাস্য। অনুমান বলে অথবা আগম বলে উহার সাধন করা হইয়াছে। অনুমান বল হইতে পারে না ইত্যাদি প্রমাণ আছে বলিলেও পণ্ডিতগণের মনে বৈশদ্য প্রাপ্তি হইবে না। কেননা যাহার প্রমাণান্তর নাই, তাদৃশ অর্থ প্রতি-পাদক বাক্যই বেদবাক্য (বা আগম)। সুতরাং প্রমাণ আছে বলিলে আমার মাতা বন্ধ্যা ইত্যাদিবৎ ব্যাঘাত আপতিত হইয়া থাকে। ৫৩

বর্ণ বা শব্দ নিত্য কি অনিত্য, ইহার সম্বন্ধে সমাধান করি-য়াছেন যে—জাতির যে প্রয়োজন, তাহা বর্ণের দ্বারাই হইয়া থাকে। আর নাদ দ্বারাই ব্যক্তিত্ব লাভ হয়। পুনশ্চ বলিয়াছেন যে, আচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্বদা শব্দে অব্যাঘাতে জাগরূক রহিয়াছে। ইহার দ্বারা যাবতীয় অনিত্য অনুমান ব্যাহত হইয়া থাকে। ৬২। অন্যান্য সূক্ষ্ম কারণ বশতঃ বেদের অপৌরুষেয়তা দ্বারা সমস্ত শঙ্কারূপ কলঙ্কাঙ্কুর নিরস্ত হওয়াতে ধর্ম্ম যে স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য বিশিষ্ট, তাহা স্থিরীকৃত হইল।" ৬০
See App 6.

পরে সাংখ্য ও নৈয়ায়িকদিগের মতগুলি অবতারণা করিয়া

উপসংহার করিতেছেন যে "অতএব ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণভাব হওয়াতে স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম দ্বারা যজন করিবেক ইত্যাদি বিধ্যর্থবাদ মন্ত্রনামধেয়াত্মক বেদে যজেত অর্থাৎ যজন করিবেক ইত্যাদি।" ৭৯

উপরোক্ত সুদীর্ঘ অংশটী আমরা জৈমিনি দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অন্তর্গত যে সূক্ষ্ম বিচার আছে, তাহার অধিকাংশই দার্শনিক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের সাধ্য নহে, বোধ হয় অধিক ফলও নাই। আমরা এই কয়েকটি হইতেই যে কিছু রহস্য বাহির করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ জৈমিনি দর্শনোক্ত বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদিকে (ইহার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়) বিধি বা শাসনের অধীন এই ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। করিবার ব্যবস্থা আছে, তাই করিতে হইবে। কেন বিচার করিবার ব্যবস্থা নাই বা আবশ্যকতা নাই। করিলে স্বর্গ লাভাদিরূপ ফল হইবে। মুক্তি বা মোক্ষ ইহার দ্বারা হয় না, কারণ মুক্তি বা জ্ঞান স্বরূপে স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; তাহা ধর্ম্মের ন্যায় সঞ্চয় করিতে হয় না।

কিন্তু জৈমিনিমুনি তাঁহার দর্শনে সেরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই। তিনি ধর্ম্মকে স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্যভাব (অর্থাৎ স্বয়ং সিদ্ধ বস্তু) বলিতেছেন এবং বেদের অপৌরুষেয় ভাব দ্বারা ধর্ম্মের স্বতঃসিদ্ধত্ব স্থির করিতেছেন এবং ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের বলে সেই অপৌরুষেয়তা স্থির করিতে বলিতেছেন। আবার সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ পাঠ করিতে বলিতেছেন। আমরাও যথাবুদ্ধি সেই পুরুষসূক্তের বলেই জৈমিনি দর্শনের মাহাত্ম্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইব।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রকাশিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের মধ্যে জৈমিনিদর্শনের ৪৬ সূত্রে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ" ১ম চরণটী আদৌ নাই। শেষ তিন চরণ ঠিক আছে। পূর্ণ মন্ত্রটী এই—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুঃ তস্মাদ্ অজায়ত॥

দার্শনিক যুগে বৈদিক সত্য আবরণ করিবার জন্য এইরূপ আছে বা মুদ্রাঙ্কনের ভুল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ দার্শনিক যুগে ঈশ্বরকে নিরাকারে স্থাপন করা বশতঃ এবং জৈমিনি মুনিও ঈশ্বরকে অশরীরী বলায় এই চরণটি দেওয়া হয় নাই। ইহাতে যজ্ঞ হইতে বেদ হইয়াছে বলা আছে। কিন্তু জৈমিনিমুনি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে বলিতেছেন। সুতরাং ও চরণটাই বাদ দেওয়া হইল। কিন্তু আমরা যৎকালীন মূল ঋগ্বেদের মধ্যে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ" পাইয়াছি, সেকালে দিতেই হইবে। তাহা না হইলে অর্থও হয় না এবং ইহার মধ্যেই গূঢ় অর্থ রহিয়াছে।

জৈমিনিমুনি আচার্য্যের নিকট সাঙ্গ অর্থাৎ ষড়ঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতে বলিতেছেন। বেদের প্রসিদ্ধ ছয়টি অঙ্গ নিম্নে দেওয়া হইল; যথা—

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত।

১। শিক্ষা অর্থাৎ বৈদিক বৈয়াকরণ পাণিনি-উক্ত বেদ উচ্চারণ করিবার প্রণালী অর্থাৎ স্বর।

২। কল্প অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদির বিবরণ।

৩। ব্যাকরণ—প্রসিদ্ধ অর্থ।

৪। ছন্দঃ অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রের পরিমাণ বা মাত্রা (Metre)।

৫। জ্যোতিষ—গ্রহাদির গণনা ও জীবের অদৃষ্ট গণনার শাস্ত্র।
৬। নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক অভিধান। যাহাতে গুপ্ত অর্থ সকল বিবৃত আছে।

পাণিনি দর্শনের আদিতে মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলির নাম উল্লেখ করিয়া "অথ শব্দানুশাসনম্" উপলক্ষে দুই একটি রূপকের কথা বলিয়া "নহু নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, সেই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মস্বরূপ ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে।" এই বাক্যটী স্থাপন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষ ছলে কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করিয়া বেদ হইতেই আমাদের বৈদিক শব্দ সকল সিদ্ধ হইয়াছে, এই বাক্যটীও বলিয়াছেন। "আমাদের" শব্দটি থাকায় বুঝায় যে, দার্শনিক শব্দ সকলের বৈদিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্ধাতুর অর্থ জ্ঞান। বেদ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান বা ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। ধর্ম্ম, সূর্য্যনারায়ণ বা শিবের নামান্তর। তাঁহার উপাসনা করিলেই ধর্ম্ম লাভ হয়। এ স্থলে বেদাঙ্গ ছয়টিকেও স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম স্বরূপ বলিতেছেন। ন্যায় দর্শনের সপ্ত পদার্থের বিচারে আমরা পাইয়াছি যে, মহাপুরুষেরই ছয়টি ভাব বা ছয়টি পদার্থ। অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। প্রশ্নোপনিষদে আদিত্য ষড়্ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করেন বলা আছে। সূর্য্য-নারায়ণের চক্র প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ বা জ্যোতি ইহা প্রত্যক্ষ। ইহা জল ও মৃত্তিকাদিতেও প্রত্যক্ষ হয়। অধিকাংশ snow-flakeএ ছয়টি জ্যোতিধারা যুক্ত হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা Atomকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। স্থূল মৃত্তিকাদিতেও ছয়টি জ্যোতিধারা কখন কখনও দেখা যায়। জাপান দেশীয় এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর আছে, তাহার অর্দ্ধ গোলাকৃতি এক খণ্ড লইয়া

সূর্য্যকিরণে ধরিলে কেন্দ্র হইতে ছয়টী জ্যোতিধারা সমভাবে ছয়দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে ষড়ঙ্গ বেদ সম্বন্ধে আমরা দুই একটি কথা বলি।

১। শিক্ষা—বেদ উচ্চারণ করিবার প্রণালীকে শিক্ষা অর্থাৎ স্বর বলা হয়। স্বর সম্বন্ধে আমরা প্রথমভাগ সমন্বয়ে ( ৪৭ ও ৭৩ পৃঃ ) বলিয়াছি। এই স্বর বলিতে শব্দ ও বায়ু ( প্রাণ ) উভয়কেই বুঝায়। প্রত্যভিজ্ঞা বা জ্ঞানরূপ শব্দেই তিন লোক অর্থাৎ অগ্নি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত ; গীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি সপ্ত সুরেই বাঁধা হইয়া থাকে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে পঞ্চবায়ু বা প্রাণ বা Ether উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আদিত্যকে মধ্যস্থানীয় ধরিলে বাকী ছয়টি জ্যোতি হইয়া যায়। পুরাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বহু Ether বলিতেন।

২। কল্প—বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদির বিবরণ যাহাতে আছে। তাহাতে অবশ্যই এই সকল কথা থাকিবে। অধিকন্তু আমরা "সপ্তাস্যাসন্" মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি যে, ঐষ্টিকস্যাহবনীয়স্য ত্রয়ঃ সমিধঃ বৈদিকাস্ত্রয় আদিত্যশ্চ সপ্তমঃ পরিধিপ্রতিনিধিরূপাঃ তত এত আদিত্যসহিতাঃ সপ্ত পরিধয়ঃ অত্র ছন্দোরূপাঃ। অর্থাৎ আদিত্যকে মধ্য করিয়া তিন তিন ছয়খানি কাষ্ঠ যজ্ঞে দেওয়া হয় এবং আদিত্যের একখানি। আর আদিত্য সহিত ছন্দোরূপও এই সপ্ত। তাহা হইলে বেদমাতা গায়ত্রী ছন্দঃ যদ্যপি আদিত্য স্থানীয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাকী ছয়টি ছন্দঃ বা metre হইল।

৩। ব্যাকরণ—ইহাতে শব্দের বিভক্তি যে সাত প্রকার, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সাত প্রকারের মধ্যে ছয়টি, কর্ত্তাকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারা যেন কর্ত্তার অঙ্গস্বরূপ। ধাতু শব্দ

"ধা" ধাতু হইতে; অর্থ—ধারণ করা অর্থাৎ যাহা বস্তুকে বা জীবনকে ধারণ করে। প্রধানতঃ ধাতু শব্দ বায়ু পিত্ত কফ, অথবা শুক্র শোণিত প্রভৃতি অষ্ট পদার্থ বা পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃতি ভূসপ্তকে বুঝায়। শুক্র ও অহংকারকে লইয়া অষ্ট।

৪। ছন্দঃ—গায়ত্রী ছন্দকে শীর্ষস্থানীয় ধরিলে উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী এই ছয়টি দাঁড়ায়। সাবিত্রী গায়ত্রী সূর্য্যনারায়ণের নাম মাত্র।

৫। জ্যোতিষ—এই শাস্ত্রে যে নবগ্রহ আছে, তন্মধ্যে রাহু ও কেতু এই দুইটিকে বাদ দিলে, সূর্য্য (রবি), চন্দ্র (সোম) মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটি থাকে। রবি কেন্দ্রে থাকিয়া এই ছয়টির সৃষ্টি করিতেছেন। এই কারণে ইহাঁর নাম সবিতা। এবং ইনি সকলের আদি বলিয়া ইহাঁকে আদিত্য বলে। সুতরাং সমস্ত গ্রহগুলিই পঞ্চ মহাভূতে গঠিত। রবি হইলেন পুরুষ; চন্দ্রমা প্রকৃতি। মঙ্গল হইলেন তেজ, বুধ পৃথিবী, বৃহস্পতি আকাশ, শুক্র জল, শনি বায়ু। অর্থাৎ এক এক গ্রহে এক এক তত্ত্ব প্রবল। চন্দ্রগুলি উপগ্রহ। অতএব আদিত্যেরই ছয় জ্যোতি দ্বারা ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। রাহু ও কেতুর নামান্তর তমঃ ও ধ্বজ। ইংরাজীতে Dragon's head ও Dragon's tail বলে। প্রকৃত পক্ষে রাহু ও কেতু স্বতন্ত্র গ্রহ নহে। পৃথিবী ও চন্দ্রের গমনীয় পথের (কক্ষের) উত্তর ও দক্ষিণ সংলগ্ন স্থানকে রাহু ও কেতু বলে। গ্রহের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় ইহারাও গ্রহ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। জ্যোতিষী-দিগের এইরূপ মত।

কিন্তু পুরাণ মতে রাহু ও কেতুর বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়।

সৈংহিকেয় নামক এক দৈত্যকে বিষ্ণু সমুদ্র মন্থনকালে দ্বিধা করেন, তাহার মস্তকের দিক হইল রাহু আর লাঙ্গুলের দিক হইল কেতু। ( Wilson ) ইনি অমর হওয়া বশতঃ মস্তক ও পুচ্ছ উভয়টিই পৃথকভাবে রহিয়া গেল। মরিল না। ইহারাই গ্রহণের কর্ত্তা। কিন্তু রাহু বিশেষতঃ। কেন না ইনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে অনেকবার গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রহ ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিবার চেষ্টা বৃথা হওয়ায় ত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ রাহু অনন্ত কালস্বরূপ হইয়া সান্তকালরূপ সূর্য্যনারায়ণকে বার বার গ্রাস করিয়াও ত্যাগ করেন। ইহার অভ্যুদয়ে সমস্ত তমসাছন্ন হয় বা ছায়ারূপী হয়। কেতু শব্দেও ধ্বজা বা লাঙ্গুল বুঝায়। ধ্বজা = flag ; লাঙ্গুল = weather cock ; দিঙ্‌নির্ণয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং কেতু হইল অনন্ত দিক। ন্যায়দর্শনের দিক ও কালের ন্যায় ইহারা নির্গুণ ও অনন্ত।

"চন্দ্রপাতকে ( বৃত্ত সম্পাতদ্বয়কে ) রাহু ও কেতু বলে অর্থাৎ কক্ষমধ্যে চন্দ্রের যে দক্ষিণোত্তর স্থিতি, তাহাকে রাহু ও কেতু বলে। সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণে একবার চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যান, অপর বার সূর্য্য ও পৃথিবী হইতে দূরে যান অর্থাৎ সূর্য্যের অপর দিকে যান বা একবার মস্তকের দিকে যান ও অন্যবার দূরে যান অর্থাৎ পৃথিবী উহাকে গ্রাস করেন। প্রকৃতি স্থানীয় চন্দ্রমা যখন পুরুষ-রূপ সূর্য্যনারায়ণের নিকটবর্ত্তী হয়েন বা আকুঞ্চিত হয়েন, তখন যেন রাহু বা কালে গ্রাস করিল, আর যখন চন্দ্রমা বা প্রকৃতি দূরে রহিলেন বা প্রসারিত হইলেন, তখন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সকল দিকেই কেতু দ্বারা সৃষ্টি হইতে লাগিল। বিরাট পুরুষের মস্তক সূর্য্যনারায়ণ ও পৃথিবী চরণ বা পুচ্ছ, ইহা আমরা শীর্ষ্ণো দৌঃ

সমবর্ত্তত” ইত্যাদি ও “পদ্ভ্যাম্ ভূমিং” পুরুষ সূক্তে প্রমাণ পাইয়াছি। চন্দ্রমা ও পৃথিবীরূপ যে বিশ্ব বা প্রকৃতি এবং সূর্য্যনারায়ণরূপ যে পুরুষ, দুইটীই অনাদি, সুতরাং রাহু ও কেতু বা কাল ও দিক অনাদি ও অনন্ত।

৬। নিরুক্ত হইল বৈদিক অভিধান। সুতরাং ইহাতে বৈদিক রহস্য সমস্তই আছে বুঝিতে হইবে। অতএব “নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদঃ” কাহাকে বলে, যথাবুদ্ধি পাঠককে জ্ঞাপিত করিলাম। এক্ষণে পুরুষসূক্ত অনুসারে স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। জৈমিনি দেব পুরুষসূক্তের প্রমাণেই বেদের পৌরুষেয়তা বা অপৌরুষেয়তা স্থির করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং বেদ উৎপত্তির সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই যথাবুদ্ধি ব্যাখ্যা করিব।

“তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ” সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষঃ যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে —ইতি সর্ব্বহুতঃ—সর্ব্ব প্রকারে কৃত যে হোম এরূপ যজ্ঞ হইতে। অর্থাৎ সেই যজ্ঞপুরুষ যাঁ “সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ” বহিত্র্যাণ্ডে যে পূর্ণ যজ্ঞ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ হইতে বেদ উৎপন্ন হইল। পূর্ণভাবে বা সর্ব্বপ্রকারে কৃত যে যজ্ঞ। অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে যে যজ্ঞ বা সৃষ্টিকার্য্য হইতেছে, সেই সৃষ্টিকার্য্যকেই বেদ বলে। হলায়ুধ স্বামীর ব্যাখ্যায় আমরা পাইয়াছি, ঋক্‌যজুঃসামাত্মকঃ ত্রিপাৎ আর ঋক্‌যজুঃসামলক্ষণঃ ত্রিপাৎ। পরে বিরাটপুরুষের সৃষ্টি। প্রথমটি দিয়াছেন “এতাবানস্য মহিমা” মন্ত্রে যেখানে জ্ঞানরূপী ঈশ্বর ভাবের কথা বলিতেছেন। দ্বিতীয়টী দিয়াছেন যেখানে শক্তিরূপী হিরণ্যগর্ভের কথা বলিতেছেন। সুতরাং “তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ” মন্ত্রে স্থূল বেদ সৃষ্টির কথা ধরিতে হইবে। আসল

দেখুন "সর্ব্বহুত" শব্দটীও এই মন্ত্রের পূর্ব্ব মন্ত্রে পশু ও পক্ষ্যাদি সৃষ্টির কথাতে বলিয়াছেন। এস্থলেও স্থূল বেদ সৃষ্টি হইল বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বেদ বা জ্ঞান বা চেতনা প্রথমে ঈশ্বরেতে কারণ ভাবে, পরে হিরণ্যগর্ভে শক্তিরূপে বা সূক্ষ্মরূপে এবং শেষে স্থূলরূপ বা অগ্নিরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে আমরা পাই যে, প্রজাপতি তপস্যা করিলেন, সেই তপস্যা হইতে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যৌ সৃষ্টি হইল অর্থাৎ অগ্নি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ সৃষ্টি করিলেন এবং এই তিন জ্যোতি হইতে "অগ্নের্বা ঋগ্বেদো জায়তে, বায়োর্বা যজুর্বেদো জায়তে, সূর্য্যাৎ তু সামবেদঃ" এস্থলে কালিদাসাদির গ্রন্থের ন্যায় লিপিবদ্ধকরণ বা বাক্য বুঝিতে হইবে না, কারণ বেদ বা শ্রুতি জগৎসৃষ্টির আদি কাল হইতে গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়াই আসিতেছে। জৈমিনি দর্শনে পূর্ব্বপক্ষছলে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ পৌরুষেয় বেদবাদীরা প্রলয় কালে সম্প্রদায় বিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রলয় সময়ে আর গুরু শিষ্য সম্প্রদায় থাকে না। তখন বেদ যজ্ঞপুরুষেই সূক্ষ্ম, ও তৎপরে কারণ ভাবে লীন থাকে। বেদ লিপিবদ্ধ না হইলেও গুরুর নিকটে কিরূপে স্থূল ভাবে আসিল, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

দ্বাদশলক্ষণী যে ধর্ম্ম, তন্মধ্যে প্রথম অধিকরণের প্রথম অবলম্বন হইতেছে 'বিষয়' কি না 'স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য' অর্থাৎ বেদ পাঠ করিবে ইহাই বিধি। কিরূপে অধ্যয়ন করা উচিত, তাহা লইয়া অনেক তর্ক করিয়া একটী সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে "অক্ষর গ্রহণ মাত্রে বিধির স্বর্গই ফল"। পুনশ্চ পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, যদ্যপি পাঠ মাত্রে স্বর্গসিদ্ধি সম্ভব হয়, তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিচার অনারম্ভনীয়; ইহার সিদ্ধান্ত এই করিতেছেন। অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়াতে

অপ্রাপ্ত বিধিত্ব না হউক স্বয়ং বজ্রহস্তও নিয়মবিধিত্ব পক্ষ অপহ্নুত করিতে পারেন না।' (২৪) "তথাহি স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য" এ স্থলে তব্য প্রত্যয় যাহার অপর নাম প্রেরণা, পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনার ভাব্য সেই অভিধা ভাবনার প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। সেই অর্থ ভাবনার দ্বারা অনুভাব্য বিষয় আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকে, সমান পদোপাত্ত অধ্যয়ন ভাব্যের আকাঙ্ক্ষা হয় না।" ২৫। অর্থাৎ অক্ষর গ্রহণ মাত্রে বা পাঠ করিলেই যে স্বর্গ লাভ হয়, সেই স্বর্গ লাভ অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া বশতঃ ইহা অপ্রাপ্ত বিধিত্ব না হউক অর্থাৎ বিধি থাকিলেও নিয়ম বিধিত্ব (অর্থাৎ বিচার ও হোমাদির সহিত করিলে যে ফল লাভ হয় তাহা) স্বয়ং বজ্রহস্ত ইন্দ্রও খণ্ডন করিতে পারেন না। তথাহি এইরূপে অধ্যয়ন করিলে "পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ অর্থ", অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে প্রেরণারূপ যে বস্তু বা জীবের সত্যলাভ রূপ যে বস্তু, তাহাতে প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। সেই অর্থ বা বস্তু ভাবনার দ্বারা সেইরূপ বস্তু লাভ হইয়া থাকে। কেবল এক পর্য্যায়ের বাক্যমাত্র শিক্ষা হয় না। সুতরাং বেদ সৃষ্টি হইল বলিলে বুঝিতে হইবে যে স্থূল সৃষ্টি বিরাট পৃথিব্যাদি হইবার পর "বিরাজো অধিপুরুষঃ" অর্থাৎ জীবের মস্তকাদি সৃষ্টি হইলে প্রেরণা দ্বারা বেদ সৃষ্টি হইল।

উপরোক্ত বিচারে হঠাৎ বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে আনিলেন তাহার কারণ কি? বিশেষ কারণ আছে। এই রহস্যভেদ করিলে পাঠক প্রকৃত কথা বুঝিতে পারিবেন। বজ্রী ইন্দ্র হইলেন শক্তিরূপী অন্তরীক্ষ দেবতা, চন্দ্রমা জ্যোতি, সূক্ষ্ম। বেদ পাঠ করিতে গেলে বায়ুর বা প্রাণের "প্রাণাৎ বায়ুঃ" কম্পন দ্বারাই হইয়া থাকে এবং প্রাণায়ামের সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু এ বায়ু মুখ হইতে নির্গত হয় এবং

ইন্দ্রই ইহার কর্ত্তা কিন্তু ইহা চন্দ্রমা জ্যোতি কিরূপে হইল, তাহা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা উচিত। কারণ চন্দ্রমাকে মন বলিয়া অধিকাংশ স্থলে উল্লেখ আছে। পুরুষ সূক্তের ঐ মন্ত্রটী উদ্ধৃত করা গেল।

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাৎ ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত॥"

অর্থাৎ বিরাট পুরুষের মন হইতে চন্দ্রমা; ইনি ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে সংসার-তরঙ্গিণীর মূল। মুখ হইতে ইন্দ্র, ইহা আমরা পিণ্ডাণ্ডে স্পষ্ট দেখিতে পাই। নাসিকা দ্বারই শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রকৃষ্ট পথ, কিন্তু মুখ হইতেও আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। এবং বৈশ্বানর অগ্নিরূপী নাভীর উদ্গীরণও মুখ হইতে হইয়া থাকে। বিরাট পুরুষের নাভীদেশ হইতেই আবার অন্তরীক্ষ হইয়াছে "নাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষম্" সুতরাং অন্তরীক্ষস্থ বজ্রীই এই বাক্‌শক্তির কর্ত্তা। সুতরাং বেদপাঠ মাত্রে যে স্বর্গ লাভ হয়, তাহা ইন্দ্রভুবন চন্দ্রমা জ্যোতি ইহা সিদ্ধ হইল। আমরা ইহাও দেখিলাম যে বিরাট পুরুষ সূর্য্যনারায়ণের ন্যায় চন্দ্রমাও তিন ভাগে বিভক্ত; মন অংশ কারণ ভাব, বজ্র বা শুক্তি অংশ সূক্ষ্ম ভাব, অন্তরীক্ষ লোক স্থূল ভাব।

We cull the following rather lengthy quotation from the Secret Doctrine, p. 149, Vol. I The reader will easily perceive that the Vedic exposition of the birth of the moon is more comprehensive than either the Theosophic or scientific one. From what we have seen the Vedas postulate the birth of the planets and their satellites from the Sun generally; but the moons in their

causal and subtler forms only, have evolved from the Sun, which is the head or soul or the source of all Energies; the moons being its reflection in the form of mind and vital energies. But in the physical form as now seen the moon has separated from the naval or the central fire, which is the earth. Compare the note from the S. D.

"We must now return again to the consideration of the theory that one sidereal body is born from another or in other words that one planet trans. fers its life principles to another and then dies. It is so to speak, re-incarnates in its own progeny. What then is the mother of the earth? Occult science says that it is the moon and thus joins issue with the accepted theories of the day. For just as it refuses to credit the birth of the planets to the Sun, merely because they circle round it, so does it refuse to believe that the moon is the progeny of the earth simply because the lunar orb circles round our globe. Moreover the theory that the moon has been thrown off by the earth, has already been completely disposed of by the sciencists themselves, and yet it is hardly correct to call the moon a dead planet "she is not dead but sleepeth, for the moon is dead only as far as regards her inner principles i e. psychically and spiritualty, however absurd the statement may seem. Physically she is only as a semi-paralysed body may be. She is aptly referred to in occultism

as the insane mother, the great sidereal lunatic. পিণ্ডাণ্ডেও এই চন্দ্রমা তিন ভাবে রহিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডে রক্তরূপে স্থূল ভাব; ফুস্‌ফুসিতে বায়ুরূপে সূক্ষ্ম ভাব; এবং কণ্ঠে মনরূপে কারণ ভাবে—সুতরাং আকণ্ঠ সমস্ত বক্ষস্থল হইল জীব-শরীরে অন্তরীক্ষ লোক। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ও মুখ তাহার স্থান হওয়ায় মুখ হইতে বজ্রী ইন্দ্র বা শক্তিরূপী চন্দ্রমা বলিয়াছেন। এবং সেই মুখ বা বাক বা প্রাণের স্থূলত্ব হইল, পৃথিবীজনক বৈশ্বানর অগ্নি, এই অগ্নি হইতেই চন্দ্রমার স্থূলরূপ যে রক্তপিণ্ড, তাহার পুষ্টি ও উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা পিণ্ডাণ্ডে প্রত্যক্ষ।

এক্ষণে স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য বা নিয়ম বিধিত্ব সহকারে বেদাধ্যয়ন করিলে কি ফল হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নিয়মবিধি অর্থাৎ যজ্ঞ বা তপস্তার সহিত বেদাধ্যয়ন করিলে, ইহার ফল অন্য প্রকারে পাওয়া হেতু ইন্দ্রেরও সে সঙ্কল্প ব্যতিক্রম করিবার শক্তি নাই, এই কথাটি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন। কেন না পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থ অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞ পুরুষেতে প্রবৃত্তি এবং তপস্তার সহিত অর্থাৎ গাঢ় চিন্তার সহিত বেদ পাঠ করিলে সেই যজ্ঞপুরুষ সবিতৃদেবই প্রকৃত ভাব সকল প্রেরণ করেন। তাহা হইতেই প্রতীতি বা ধারণা হয়। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকেই "যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" বলিয়াছেন। এই দর্শনের সাধন-পাদের একটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের গোচর করিব। "তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" অর্থাৎ শরীর বাক্য ও মনকে তপস্তার দ্বারা সংযত করত যে বেদাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র উচ্চারণ না করিয়া ও ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ করিয়া যে বেদ পাঠ, তাহাকেই ক্রিয়াযোগ বলে। পাতঞ্জল-দর্শন মতে বাচ্ভাষ্যকারদিগের

মতে ক্রিয়াযোগ কাহাকে বলে ও তাঁহাদের মতে ঈশ্বরপ্রণিধান কি, তাহা আমরা এক্ষণে বলিলাম না; শব্দ মাত্রে লভ্য অর্থই দিলাম। তবে ক্রিয়াযোগ শব্দের অর্থ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষ অধ্যায়টিতে এই পাই যে বেদোক্ত মহাপুরুষেতে আত্মসমর্পণ করাই ক্রিয়াযোগ এবং এই ক্রিয়া করিলেই মনুষ্য অমরত্ব পায়। পরন্তু বেদোক্ত পুরুষে আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হোম বা অগ্নি উপাসনা আছে, তাহা ধরিতে হইবে। কারণ অগ্নিদেব বেদোক্ত পুরুষের নামান্তর মাত্র ইহা আমরা প্রথম ভাগে দেখাইয়াছি। জৈমিনি দেবও বলিয়াছেন যে সাঙ্গ ও সরহস্য বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। বেদাঙ্গ কাহাকে বলে, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি।

সুতরাং যজ্ঞীয় ক্রিয়ার সহিত উচ্চারণ না করিয়া যে পাঠ অর্থাৎ গাঢ় চিন্তার সহিত বেদপাঠ করিলে প্রেরণা হয় ইহা বলিতে হইবে। ইহাই স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য পদের অর্থ। পুরুষ সূক্তেই আমরা পাইয়াছি যে, পুরুষ অমৃতত্ব ও সংসার উভয়েরই কর্তা এবং বেদ মতে সাবিত্রীও সর্ব্বপ্রেরক এবং ধীশক্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন ভাবেই সমস্ত জগৎকে প্রেরণ করিতেছেন। জীব সম্বন্ধেও সেইরূপ। সাধনা দ্বারাই হউক বা বিনা সাধনেই হউক যে উপাধি বা পিণ্ড যেরূপ প্রেরণা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা যজ্ঞপুরুষের কর্ম্মেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ বাক্‌শক্তি বা মুখ হইতে যে ইন্দ্র ও অগ্নি হইয়াছে, তাহাদের উপাসনা করেন অর্থাৎ ইষ্ট যাগযজ্ঞ ও পূর্ত্ত কূপখননাদি ও বেদের অক্ষরমাত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের বড়-জোর ইন্দ্রত্ব বা চন্দ্রমাজ্যোতিরূপ স্বর্গ পর্য্যন্ত যাওয়া হয়। আর-

যাঁহারা পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থ বা ঈশ্বর প্রণিধান পূর্ব্বক নিয়ম বা তপস্যা বা অগ্নি উপাসনা ও মানসিক ঐকান্তিকতার সহিত সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের উচ্চ স্বর্গ বা সূর্য্যনারায়ণ গতি হয়।

মুণ্ডকোপনিষদে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকটী শ্লোকে ভিন্ন প্রকার কর্ম্মফলে যে ভিন্ন প্রকার স্বর্গ হয়, তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন। অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ভাষ্যাদির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না। আমরা স্থানে স্থানে দেখাইয়া দিতেছি। "তন্নয়ন্ত্যেতা সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাস…ব্রহ্মলোক" অর্থাৎ যাঁহারা সত্যকাম হইয়া আজ্যভাগের দুই অংশের (বেদীর দক্ষিণোত্তর দুই অংশে স্থাপিত ঘৃতাদির) মধ্যস্থলে (আদিত্যকে) শ্রদ্ধার সহিত আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদের আহুতি সকল সূর্য্যরশ্মি হইয়া দেবতাদিগের একমাত্র পতি যথায় বাস করেন সেইখানে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। কিন্তু যাঁহারা অজ্ঞান-পূর্ব্বক ইষ্ট যাগাদি ও পূর্ত্ত কূপখননাদি কর্ম্ম করিয়া কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারা "নাকস্য পৃষ্ঠে" অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে "( অর্থাৎ যে কক্ষে সূর্য্যনারায়ণের শক্তি খর্ব্ব হইয়া চন্দ্রমাশক্তি প্রবল) তথায় কর্ম্মফল অনুভব করিয়া পুনরায় এইলোকে প্রবেশ করেন আর যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে থাকিয়া ( অর্থাৎ ধন কামনা ত্যাগ করিয়া ও নির্জ্জনে থাকিয়া সত্যকাম হইয়া ) তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাঁহারা বিরজ ( বাসনা শূন্য ) হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই স্থানে যান, যে স্থানে "সেই অব্যয়াত্মা পুরুষ" আছেন। কর্ম্মলব্ধ লোক সকল অর্থাৎ কামনাযুক্ত কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত লোক সকল পরীক্ষা করিয়া সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন

পূর্ব্বক নিত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য সমিধ হস্তে করিয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইলে তিনি সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে যদ্দ্বারা জানা যায় তাহা বলিবেন।

সার কথা এই যে দেবতাদিগের একমাত্র পতি বা ব্রহ্মলোক বা অব্যয়াত্মা বা অক্ষর পুরুষের উপদেশ পাইতে হইলে বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলেও বেদজ্ঞ গুরুর নিকট হোম করিতে হয়। কিরূপে না বেদীর উত্তর দক্ষিণ দুই অংশের মধ্যে অর্থাৎ আদিত্যকে মধ্য করিয়া ও উত্তর বৈদিকের তিন এবং ঐষ্টিকের তিন কিংবা পূর্ত্তকর্ম্মের তিন ও ইষ্ট কর্ম্মের তিন এই ছয়টিতে না করিয়া পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনার দ্বারা সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করিলে উচ্চ স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। নচেৎ নাকপৃষ্ঠ বা অন্যান্য লোক প্রাপ্তি হয়। জৈমিনি সূত্রেও আমরা পাইয়াছি যে অধ্যয়ন শব্দার্থের স্বাধীনোচ্চারণ ক্ষমতায় ক্লেশার্থক বাঙ্‌মনস ব্যাপারের অন্যত্র সম্ভব নাই······স্বাধ্যায় শব্দার্থের বর্ণরাশি নিত্য ও বিভুত্ব বিশিষ্ট এবং উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্বিধ ক্রিয়া ফলের অতীত। আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে অন্যত্র পাই যে শব্দব্রহ্ম বা শব্দের, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামক চারিভাব বা অবস্থা আছে। শব্দ যতক্ষণ একান্ত নির্গুণ ভাবে সুপ্ত থাকে তাহাকে পরা বাক্ বলা হয়। যখন কেবল মাত্র মস্তকে উদয় হয় তখন বিন্দুরূপে পশ্যন্তীভাব; বহির্ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ভাব; তন্মাত্ররূপে অনাহতধ্বনি। মধ্যমা বাক্ যখন হৃদয়ে উদয় ও আন্দোলিত হইতেছে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের ও হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচলের যে সূক্ষ্ম শব্দ, যাহা কান বন্ধ করিলে শুনা যায়। বহির্ব্রহ্মাণ্ডে অন্তরীক্ষ বা মধ্যদেশস্থ বজ্রাদির শব্দ; আহত ধ্বনি। বৈখরী বাক্ হইতেছে নাভিদেশস্থ বৈশ্বানর অগ্নির শব্দ। উদগীরণ. বাক্য উচ্চারণ

ইত্যাদিরূপ আহত ধ্বনি ; বহির্দেশে আগ্নেয় উৎপাত কাননে ইত্যাদি আহত ধ্বনি। পিণ্ডে বাক্যাদি উচ্চারণ যেরূপ চেতনাযুক্ত, বহির্দেশেও বজ্র আগ্নেয় উৎপাতাদিও চেতনাযুক্ত জানিবেন।

সন্তমতাবলম্বী শব্দ সাধকদিগের মতে পরা বাক্ নাভি দেশ হইতে উদয় হয়। পশ্যন্তী বাক্ হৃদয় হইতে ; মধ্যমা বাক্ কণ্ঠদেশ হইতে এবং বৈখরী বাক্ মুখ হইতে। এই চারি অবস্থা পিণ্ডাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা সহজেই বোধ হয়। ইঁহারা শব্দসম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম সাধন করিয়া থাকেন। এবং ইঁহাদিগের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য লোকও আছেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে ইঁহাদিগের জ্ঞান তাদৃশ অধিক নহে। বিশেষতঃ দুর্ভেদ্য দর্শন শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে। ইঁহারা ঋষিমুনি বেদাদি ও অবতারগণকে গ্রাহ্য করেন না। গুরু নানক, কবির, রাধা-স্বামী প্রভৃতি সন্তমতাবলম্বী মহাত্মারাই এই কলিযুগে সত্যধর্ম্ম এবং মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন এই কথা বলেন। ইঁহারা জগৎকে জড় বলেন ও সংসার মিথ্যা ও মায়িক বলেন। সুতরাং পিণ্ডাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বাভাবিক একত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া ভিন্নরূপে একত্ব স্থাপন করেন। এবং পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের শাস্ত্রানুমোদিত পিণ্ডাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব দেখাইয়া বুঝাইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র পিণ্ডের ঊর্দ্ধস্রোতগামী চারিটী অবস্থা নাভিস্থিত "ব্যক্তিত্ব উৎপাদক" নাদ হইতে ধরিয়াছেন। কিন্তু শব্দসাধনে ইঁহারা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী জানিবেন। ত্রিলোক এবং ত্রিলোকের উপরি "উঁচা সে উঁচা" ধাম আছে তাহা অনুভব করেন। আদিভূত শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং শব্দে চেতনা আছে তাহা বলেন, যেরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্বদা শব্দে অবস্থাকে জাগরূক

আছে" ৬ই সূত্রে ৫০ পৃঃ পাইয়াছি। আকাশতত্ত্ব হইতেই বায়ু, বায়ু হইতেই অগ্নি বা জ্যোতি, জ্যোতির মধ্যে সমস্ত জাতি আছে। কিন্তু স্থূল জ্যোতি বা অগ্নি বা নাদরূপী শব্দ হইতে ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হয়। কলা ও বিন্দু সূক্ষ্ম ও কারণ রূপ। দুইটীই জ্যোতিরূপ, কলা হইল চন্দ্রমা শক্তি এবং বিন্দু হইল সূর্য্যনারায়ণ। সন্তেরা কিন্তু শাস্ত্রার্থ প্রকৃত অবগত না হইয়া পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারিটী শব্দকে নাভি হইতে উৎপন্ন, উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্বিধ ক্রিয়া ফলের অন্তর্গত বৈখরী বাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহারা শব্দকে বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক বলেন অর্থাৎ আহত ও অনাহত। ধ্বন্যাত্মক শব্দই সাধনের দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু জৈমিনি দেব যে স্বাধ্যায় শব্দার্থের বর্ণরাশি নিত্য ও বিভুত্ববিশিষ্ট ইত্যাদি ও বর্ণ বা শব্দ নিত্য ও জাতির যে প্রয়োজন তাহা বর্ণের দ্বারাই হইয়া থাকে ইত্যাদি বলিয়াছেন, তন্থলে বর্ণ শব্দের অর্থ জ্যোতি যাহাতে সপ্তবর্ণের সমাবেশ আছে। এই জ্যোতি বা কলা ও বিন্দু রূপ হইতেই জাতিত্ব এবং নাদরূপ বা বৈশ্বানর অগ্নিরূপ হইতেই ব্যক্তিত্ব। ব্যাকরণের যে শব্দরূপী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ তাহাও জ্যোতির সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই ভাব। জীবদেহে স্বরবর্ণ শক্তি বা জ্যোতি; ব্যঞ্জনবর্ণ হাড়মাংস।

সুতরাং জৈমিনি দর্শনে যে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রসারণ এবং ধ্বংস এই চতুর্বিধ ক্রিয়া ফলের অতীত এবং ক্লেশার্থক বাঙ্মনস ব্যাপারের অতীত যে বাণীনোচ্চারণ তাহা পরা ও পশ্যন্তীভাব বুঝিতে হইবে, যাহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। এই ধ্বনি সূর্য্যনারায়ণে তন্মাত্ররূপে স্থিত ( Word is God ), ক্লেশার্থক বাঙ্মনস শক্তিযুক্ত চন্দ্রমা

জ্যোতিতে আহত ধ্বনিরূপে স্থিত নহে। অতএব সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন না করিলে সম্পূর্ণ ফল হয় না। বেদাধ্যয়নের ভিন্ন ভিন্ন ফল আমরা দেখাইলাম কিন্তু শাস্ত্রাদিতে স্থানে স্থানে পাওয়া যায় যে ঋক্ যজু ও সাম অপরাবিদ্যা। এইরূপ নজীর পাইয়া এবং বিচার ব্যতীত বিধি অনুযায়িক কর্ম্ম করার ব্যবস্থাও আছে বলিয়া বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্যেরা বেদকে কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া থাকেন। প্রকৃত সাধনেই প্রকৃত প্রেরণা হইয়া থাকে। "অন্য প্রকারে প্রাপ্ত" অর্থাৎ প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থ উপলব্ধি করা ইহাও পূর্ব্বপক্ষ ছলে বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যাহার প্রমাণান্তর নাই তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদক বাক্যই বেদবাক্য। এই বেদ ভগবান্ লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ নৃত্যকালে যেরূপ ক্ষণিক মূর্ত্তি ও হাব ভাব সকল গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপে ভগবান প্রাণশক্তির কম্পনের দ্বারা ক্ষণিক বা সূক্ষ্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রেরণা করেন। এই অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকল "প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঘটনার ন্যায়", দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপেই ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। পরে মন্ত্র গুলিন কোন না কোন সময়ে লিপিবদ্ধ করা হইত।

আরও দেখুন জৈমিনি মুনি আচার্য্যগণের মত বলিয়া ইহাও বলিতেছেন যে "প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্বদা শব্দে অব্যাঘাতে জাগরূক থাকে" অর্থাৎ শব্দেতে জ্ঞান আছে। সেই জ্ঞান অব্যাঘাতে অর্থাৎ অনাহতরূপে জাগরূক থাকে।

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সেই শব্দই চন্দ্রমা জ্যোতিতে আসিয়া আহত হয় এবং পরে স্থূলে আরও আহত হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সাধক অর্থাৎ শুদ্ধ জ্যোতির বা অগ্নির সাধক, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান বা শব্দ বা প্রেরণা হইয়া থাকে, নচেৎ হইবার সম্ভাবনা

নহে। এইরূপ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব দ্বারা সমস্ত "শঙ্কারূপ কলঙ্কাঙ্কুর নিরস্ত হওয়াতে ধর্ম্ম বা বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বিশিষ্ট তাহা স্থিরী কৃত হইল"॥ ৬৫ সূত্র॥

পরে সাংখ্যাদি মতের কথা যাহা বলিতেছেন, সে সম্বন্ধে আমরা দুই এক কথা বলিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সকলেই প্রায় এইরূপ বেদ উৎপত্তির রহস্য জানিতেন। ভিন্ন ভিন্ন মত স্থাপন জন্য সত্যকে ভিন্নরূপে আবরণ করিয়াছেন। পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়; ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে জৈমিনি মুনি যাহা বলিতেছেন তাহাও রূপক ছলে বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। তত্রাপি ইহা যে বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া লোকের সংস্কার, তাহার প্রতিপক্ষ বাক্য চলিত আছে যে, স্বয়ং পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ পদ্মচক্ষু বিষ্ণুর দ্বারা রচিত অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত।

সাংখ্যমতে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ আদি পুরুষ দ্বারা বেদ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অজ্ঞাতসারে নির্গত হইয়াছে। অথবা অঙ্কুরাদির ন্যায় নিজ শক্তি বশতঃ পরিস্ফুট বা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পুরুষসূক্তের "যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত" মন্ত্রে পাইয়াছি যে প্রাণ রূপ প্রজাপতিরা যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া স্থূল সৃষ্টি করিলেন। জীব শরীরে শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুই প্রাণ বায়ু এবং এই প্রাণই শুক্র শোণিতের প্রথম সংযোগ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেহ রক্ষা করে। সুতরাং সেই আদি পুরুষ হইতেই বেদ বা জ্ঞান বা শব্দ অর্থাৎ কারণ ভাব তৎপরে সূক্ষ্ম জগৎ এবং পশ্চাৎ স্থূল জগৎ হইয়াছে। কিন্তু আদি হইতেই প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম তিন গুণই একত্রে থাকিয়া বহুকালে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাব ধারণ করিতেছে জানিবেন। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই যে প্রজাপতি অগ্নি হইতে ঋক্

বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ নির্গত করিলেন। এই বিদ্যা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা মনুকে ও মনু তাঁহার সন্তানগণকে বলেন। বেদ ব্যাখ্যাকার যাস্ক, সায়ণ ও মাধব প্রভৃতি আচার্য্যেরা বেদের অপৌরুষেয়তা ও পৌরুষেয়তা উভয় বিষয়ই বলিয়াছেন। পুরুষ বা অগ্নি বা ব্রহ্ম হইতেই বেদাদি উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা ইহারাই শাস্ত্রাদির যোনি এবং ঋষিরা সাক্ষাৎ ভাবে মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। এবং উত্তর কালে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন শিষ্যদিগকে উপদেশ বা শ্রুত বা অধ্যাপনা করাইতেন। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ হইবাই তাঁহাদের মত ছিল এবং সৃষ্টি প্রলয় ক্রমেও বেদ নিত্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির মধ্যে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তম রহস্য আছে, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার ভাব এই যে জ্ঞানময় তপস্যা বা আলোড়ন বা আন্দোলন হইতে অগ্নি (বৈশ্বানর) পবন (চন্দ্রমাশক্তি) ও সূর্য্যশক্তিরূপ তিনটী জ্যোতি উৎপন্ন হইল। পরে ইহারাই যখন পৃথিবী, চন্দ্রমা ও দ্যৌরূপে স্থূলত্ব পাইলেন, তখন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ উৎপন্ন হইলেন। পুরুষসূক্তের বেদোৎপত্তির সহিত মিলাইয়া দেখুন। বেদোৎপত্তির রহস্য ও বেদের পৌরুষেয়তা ও অপৌরুষেয়তা সম্বন্ধে আমরা জৈমিনি দর্শনোক্ত বেদোৎপত্তির পুরুষসূক্তের রহস্য যথাবুদ্ধি কিঞ্চিৎ ভেদ করিয়া ও উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং দর্শনাদির মত উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলিলাম তাহাতে বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে কালিদাসাদির প্রণীত গ্রন্থের ন্যায় বা তাঁহাদের বাক্যের ন্যায় যে Orientalists মহাশয়েরা বেদকে ২।৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত বলিয়া স্থির করেন বা কোন কোন আধুনিক দেশীয় আচার্য্যগণের সহিত একমত হইয়া তাঁহারা বেদকে কেবল মাত্র

অজ্ঞানমূলক কর্ম্মকাণ্ড বলেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই বেদ বা শব্দ বা জ্ঞান বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, আদিকাল হইতে আছেন।

হর পার্ব্বতী বা প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় শব্দ ও অর্থ বা জ্ঞানের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহা কবিবর কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় কবিগণের মধ্যে বাক্‌দেবী বা Heavenly Muses দিগকে আরাধনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিবার প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তবে যাঁহারা স্বাভাবিক ও সনাতন জ্যোতিঃসাধনরূপ পথ অবলম্বন না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সেই সেই রূপ প্রেরণা হইয়া থাকে। তদ্রূপ ফলও লাভ হয় বা অনন্ত লোক প্রাপ্তি হয়। ( কঠোপনিষৎ )

সুতরাং সরহস্য বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানপূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। সুতরাং বেদ বা শব্দ বা ধর্ম্ম বা জ্ঞান বা জ্যোতি একই বস্তু ; সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পৃথক্ নহে। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক সুতরাং সত্য। জৈমিনি মুনি যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের দ্বারা যজন করিতে বলিতেছেন, ইহাও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা উচিত। জ্যোতিষ্টোম বা অগ্নিষ্টোম এই উভয় যজ্ঞেতেই ১৬টী পুরোহিতের আবশ্যক হয়। জ্যোতিঃশব্দ ও অগ্নিশব্দ উভয়টিই অগ্নি (পৃথিবী) এবং চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ তিন লোককে বুঝায়। কিন্তু পার্থিব অগ্নি জল ও মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত থাকায়, চন্দ্র ও সূর্য্য, জ্যোতি বা অগ্নিরূপে প্রকাশমান আছেন, যাহাকে "আপোজ্যোতী রসোঽমৃতম্ ব্রহ্ম" বলা হয়। আর ব্রহ্মকে কচিৎ চতুষ্পাদ, কচিৎ ষোড়শকলঃ, ইহা বেদান্তগার মধ্যে ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এবং মুণ্ডকোপনিষদেও যজ্ঞের রূপ ষোড়শ পুরোহিত ও

যজমান এবং তৎপত্নী লইয়া অষ্টাদশ অঙ্গ বলা হইয়াছে। প্র-মু-দ্বি-খণ্ড। অর্থাৎ জ্যোতি বিশিষ্ট (তিন) পুরুষকেই, স্ত্রী ও পুরুষ, যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকে। আর এই জ্যোতি পুরুষেরই প্রকৃতি যে চন্দ্রমা, তাঁহারও ষোড়শাংশের একাংশে কিরণ আবিষ্ট হয়, ইহারও প্রমাণ আছে (চন্দ্রমণ্ডল ৮৩ পৃ আর্য্যপ্রতিভা। কালীবর) ইদানীন্তন কালেও ষোড়শোপচারে পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে ষোড়শ দান চলিত আছে। সুতরাং জৈমিনি মুনি যে জ্যোতিষ্টোম বা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ণভাবে ব্রহ্মোপাসনাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ধর্ম্ম (সূর্য্যনারায়ণ ইহার নামান্তর মাত্র) সম্বন্ধে রহস্য ভেদ করিয়া দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কিংকারণে জৈমিনিদেব শেষ সূত্রে বলিয়াছেন যে "অতএব ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণভাব হওয়াতে স্বর্গকাম (অনন্ত স্বর্গ) ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম দ্বারা যজন করিবে ইত্যাদি বিধ্যর্থবাদ মন্ত্রনামধেয়াত্মক বেদে যজেত" ইত্যাদি।

আমাদিগের বৌদ্ধ ভ্রাতারা ভারতবাসীদিগের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকেই অগ্নি উপাসনা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং বুদ্ধমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি উপাসনা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে এইরূপ একটি কথা চলিত আছে যে, শাক্যসিংহ বোধি (wise) বৃক্ষ (holy fig tree) মূলে বসিয়া সমাধিস্থ হন এবং বহু পুরাতন প্রস্তরাদিতে একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, শাক্যসিংহ বোধি-বৃক্ষের মূলে শুদ্ধাবাস ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে বোধি-বৃক্ষ কি বস্তু? এবং শুদ্ধাবাস ইন্দ্র বা ব্রহ্মা কাহারা? বোধি-বৃক্ষ কি বাস্তবিক কোন বৃক্ষ বা রূপকচ্ছলে কোন সত্তা আবৃত আছে? প্রকৃত বোধ বা জ্ঞান বা ধীশক্তি যে সূর্য্যনারায়ণ হইতে আইসে, তাহা সাবিত্রী

মন্ত্রে ও অন্যান্য অনেক স্থলে বেদের প্রমাণ আছে। বুদ্ধভক্তপ্রিয় ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা পাই।

"ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"

অর্থাৎ যে অব্যয় অশ্বত্থের মূল উর্দ্ধে এবং শাখা অর্থাৎ বৃক্ষমূল হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে (বেদ সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়) ও ছন্দাদি যাঁহার পত্র, তাঁহাকে যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি বেদবিৎ অর্থাৎ যে অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষকে জানিলে বেদ জানা হয়। ইহাকে অর্থাৎ সেই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষকে জানিলে বেদ জানা হয়। ইহাতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৈদিক প্রসঙ্গ হইতেছে। বিশেষতঃ এই অধ্যায়ের শেষে ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষের কথা বলিতেছেন। এবং এই পুরুষোত্তমকে জানিলেই সর্ব্বজ্ঞ হয় ও সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারে। সুতরাং এই অশ্বত্থরূপ সংসার বৃক্ষ (কঠ ৬ বল্লী) সৌর-জগতেরই নামান্তর মাত্র। এই জ্ঞানময় বৃক্ষ হইতেই শাক্যসিংহ বুদ্ধ বা জাগরিত হইয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ শব্দ ও অর্হত শব্দ এক অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধিসত্ত্ব বলিতে যে বুদ্ধের নিম্ন শ্রেণীকে বুঝায়, তাহা পূর্ণ বুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ। আর বোধিসত্ত্ব ধ্যানীর পুত্র ইহাও আছে। অর্থাৎ ধ্যান করিলে যে প্রজ্ঞা বা ধীশক্তির বিকাশ হয়, তাহা হইতে বোধিসত্ত্বের জন্ম। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, অর্হত প্রভৃতি এ স্থলে সাধকের শ্রেণী বিভাগ মাত্র। রূপকচ্ছলে নানারূপে বর্ণিত আছে। সুতরাং বুদ্ধদেব সূর্য্যনারায়ণেরই উপাসনার দ্বারা মুক্তি বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধেও সবিতৃদেবতা

ও সাবিত্রী মাতা বা বেদমাতা দুই কথাই চলিত আছে। গায়ত্রী মন্ত্রের একটি নাম সন্ধ্যা অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থল; যে সময়ে দুই ভাবই আছে। শুদ্ধাবাস বলিতে গেলেই তাহার বিপরীত অশুদ্ধাবাস আছে। "সোম পুনান...অত্যবি" মন্ত্রে আমরা পাইয়াছি যে চন্দ্রমার, একটি পবিত্র ভাব ও একটি অপবিত্র ভাব আছে। বেদের সোম সম্বন্ধে আরও একটি মন্ত্র দিতেছি। "সোমো জিগতি গাতু দেবানামেতি নিষ্কৃতিং। ঋতস্য যোনিমাসদং।" অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞ স্থানে গমন করেন। ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ইহাও পুরাণে আছে। ইন্দ্র শব্দে বজ্রী ইন্দ্রকে বা চন্দ্রমালোককে বুঝায় এবং ব্রহ্মা হইলেন স্থূল বৈশ্বানর অগ্নি। সুতরাং সেই বৈদিক কথা— সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা ও অগ্নি বা পৃথিবী।

আর একটি প্রধান কথা, বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিশরণ পাঠ। এই ত্রিশরণ তিনবার পাঠ করিতে হয়। যথা বুদ্ধের শরণ লইলাম, ধর্ম্মের শরণ লইলাম, সঙ্ঘের শরণ লইলাম, এই কথা-গুলিন তিনবার পাঠ করিতে হয়। বুদ্ধ শব্দে জ্ঞান বা সূর্য্যনারায়ণকে বুঝায় তাহা বলিয়াছি। ইহার শ্রেষ্ঠ বা বরেণ্যম্ ভর্গকে জ্ঞান নিমিত্ত ধ্যান বা ধারণ করিতে হয়। এবং ইনিই নিকৃষ্ট ভর্গের দ্বারা অর্থাৎ শক্তিরূপী ভর্গের দ্বারা পৃথিবী ধৃত করিয়া আছেন। কিন্তু এ স্থলে ধর্ম্মশব্দ চন্দ্রমার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। চন্দ্রমা পৃথিবীর দ্বারা ধৃত আছেন ইহা প্রত্যক্ষ। ইনি স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহেন। সুতরাং বুদ্ধ শব্দে জ্ঞান বা কারণ ভাব বুঝিতে হইবে। এবং ধর্ম্ম শব্দে শক্তি বা সূক্ষ্মভাব বুঝিতে হইবে। সঙ্ঘ শব্দে মনুষ্য ও জন্তু প্রভৃতির একত্রীভূত হওয়া বা স্থূল জড় পদার্থের একত্রীভূত হওয়া

দুই অর্থ হয়। সুতরাং স্থূল জগৎ বুঝিতে হইবে। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে, সেই বৈদিক সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা ও অগ্নির উপাসনা ত্রিশরণ পাঠের প্রকৃত অর্থ। তিনবার পাঠের কারণ এই যে, প্রত্যেকটিরই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিন অবস্থা আছে।

এক্ষণে চতুষ্পাদ পুরুষ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিয়া মিল করিবার চেষ্টা করা যাউক। অন্যান্য European Orientalists অপেক্ষা Theo : Societyর সভ্যেরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গূঢ় তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রচারিত Seven Portals হইতে এই ভাবগুলি সংগ্রহ করিলাম।

"For 'Know that the Eternal knows no change' Know, if of Amitabha the Boundless Age" thou wouldst become co-worker, then must thou shed the light acquired, like the Bodhisattwas twain upon the span of all the three worlds."

In the Northern Buddhist symbology Amitabha or Boundless Space ( Parabrahm ) is said to have in his paradise two Bodhisattwas, : Kwanshiyin and Tashishi who ever radiate light over the three worlds, where they lived, including our own in order to help with this light ( of knowledge ) in the instruction of Jogis, who will in thier turn save men. Their exalted position in Amitabha's realm is due to deeds of mercy performed by the

two, as such Jogis, when on earth, says the Allegory."

"These three worlds are the three planes of being, the terrestrial, astral and the spiritual."

উপরোক্ত সংগ্রহ হইতে আর্য্য শাস্ত্রোক্ত চতুষ্পাৎ পুরুষের একপাদ নিগুর্ণ ও তিন পাদ পৃথিবী, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ ইহাই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতির আদি ভূ শব্দের পরিবর্ত্তে terrestrial শব্দটি প্রথমে বলা হইয়াছে। এবং three worlds বলিয়া ভাষান্তরিত করা হইয়াছে।—

সুতরাং অমিতভা বলিতে অনন্ত কাল বা দিক্‌কে বুঝাইতেছে সুতরাং নিগুর্ণ এবং অনাদি। নিগুর্ণকে জানা যায় না তাহাও বলিতেছেন সুতরাং "অবাঙ্‌মনসগোচর" ব্রহ্মস্থানীয়। এই নিগুর্ণ অমিতভার সহিত দুইটি বোধিসত্ত্ব আছে, তাঁহারা এই তিন জগতে জ্যোতি বিস্তার করিতেছেন। সুতরাং এই দুইটি বোধিসত্ত্ব আমাদের প্রকৃতি পুরুষ স্থানীয় বলিতে হইবে, কেননা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মিকা প্রকৃতিই পুরুষের অধিষ্ঠানে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ এই তিন জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

Voice of the Silence নামক Theo : Societyর সাধন গ্রন্থেও রূপকছলে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

Three Halls, O weary pilgrim ! lead to the end of toils. Three Halls, O conqueror of Mara ! will bring thee through three states into the fourth and thence into the seven worlds, the worlds of rest Eternal.

If thou wouldst learn their names then hearken and remember.

The name of the first Hall is Ignorance Avidya. It is the hall in which thou seest the light in which thou livest and shall die.

The name of the second Hall is the Hall of Learning. In it thy soul will find the blossoms of life ; but under every flower a serpent coiled.

The name of the third Hall is Wisdom : beyond which stretch the shoreless waters of Akshara the indestructible fount of Omniscience. If thou wouldst cross the first Hall safely, let not thy mind mistake the fires of lust, that burn therein for the Sun-light of Life.

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে যে তিনটি স্থান Hall বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহাতে প্রথমটিকে স্থূল জ্যোতি বা পৃথিবী বুঝায়, দ্বিতীয়টীকে চন্দ্রমা বুঝায়, কারণ ইনিই Life বা প্রাণ এবং ইনিই সর্পস্বভাব ও কাম ক্রোধাদি দেন। অর্থাৎ Objects of desire দেন ; hence knowledge in Arts and Science—i.e. Learning, এবং তৃতীয়টী Wisdom বা জ্ঞান দেন। ইহার পরেই অনন্ত নির্গুণ অক্ষর। ইহার মধ্যে নির্গুণকে বাদ দিলে বা তুরীয় ধরিলে বাকী তিনটীর মধ্যেই সপ্ত বস্তু বা সপ্ত লোক হয়। এই সপ্তলোকেরই অধঃ ও উর্দ্ধভেদে চতুর্দ্দশ ভুবন হয়। মুসলমান ধর্ম্মেও সাত তবক্ জমিন ও সাত তবক্ আসমান বলা হয়। কিন্তু এ চতুর্দ্দশ যে সপ্তেরই শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বা উর্দ্ধ ও অধঃ ভাব, তাহা সকলে না বুঝিয়া খৃষ্টীয়ের পর Seven

Worlds, the Worlds of Eternal Rest বুঝেন। কি কারণে এরূপ ভ্রম হয়, তাহা পরে দেখান যাইবে।

এই প্রসঙ্গে the Two Paths নামক সাধনগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই—the Vestures (of the path) are Nirman-kaya, Sambhog-kaya and Dharma-kaya robe Sublime.

The Shangha robe, it is true, can purchase light eternal. The shangha robe alone *gives* the *Nirvana* of destruction ; it stops rebirth. But, O Lanoo ! it also kills compassion. No longer can the perfect Buddhas who don the Dharmakaya glory, help man's salvation. Alas ! shall *selves* be sacrificed to Self, mankind unto the weal of units ?

উল্লিখিত তিনটী কায়ার সম্বন্ধে The seven Portals নামক গ্রন্থে আছে "A *Bodhisattwa* is in the hierarchy less than a perfect Buddha" yet owing to that self-sacrifice, Bohisattwa is placed higher in reverence *than* a Buddha. These Bodhisattwas or Buddhas of compassion having reached the rank of Arhat (in having completed the *fourth or seventh Path*) *refuse to pass* into the *Nirvanic* state or don the Dharmakaya robe and cross to the other shore, as it would then become beyond their power to assist even so little as Karma permits They prefer to remain invisibly (in spirit so to speak) in the world, &c. The exoteric layman hardly knows the real meaning of the word Nirmankaya and hence the confusion and inadequate explanations of the orien-

talists ; the real teaching is however ( H. P. B. says ) this—

The three *Buddhic bodies*, or forms are styled. 1, Nirmana-kaya 2. Sambhoga-kaya 3. Dharma. kaya. The first is that etherial form which one would assume when leaving his physical he would appear in *his astral body* having in addition all the knowledge of an Adept. The Bodhisattwa develops it in himself as he proceeds in the path Having reached the goal and refused its fruition he remains in earth, as an Adept, and when he dies, instead of going into *Nirvana*, he remains in that glorious body he has woven for himself, *invisible* to uninitiated mankind, to watch over and protect it. *Sambhoga Kaya* is the same but with the additional lustre of *"three perfections"* one of which is entire obliteration of earthly concerns

The Dharma kaya body is that of a complete Buddha i.e. no body at all, but an ideal Breath : consciousness merged in the universal consciousness or Soul devoid of every attribute. Once a Dharma-kaya, an Adept or Buddha leaves behind every possible relation with or thought for this earth. Thus to be enabled to help humanity an Adept who has won the right to Nirvana renounces the Dharmakaya body" in mystic parlance, keeps of the Sambhoga-kaya, only the great and complete knowledge and remains in his Nirmana-kaya body. The Esoteric school teaches that Gautama Buddha

with several of his Arhats is such a Nirmana-kaya higher than whom on account of the great renunciation and sacrifice to mankind there is none known.

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তর্গত চতুষ্পাৎ পুরুষের বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে শেষোক্ত তিনটী কায়াব প্রভেদ আছে। এ তিনটীকেই Buddhic কায়া বলা হয়। জীব-দেহে বুদ্ধি বা ধী বহির্জগতে সূর্য্যনারায়ণ সুতরাং এ তিন Buddhic কায়াই তাঁহাতে আছে। প্রথমভাগ সমন্বয়ে মিত্র ও বরুণ শব্দের ব্যাখ্যায় ও সাবিত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, সূর্য্য নারায়ণেই তিন ভাব বা অবস্থা আছে।* বৌদ্ধধর্ম্মেও যে ত্রিশরণ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাও এই কারণে। অগ্নি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ প্রত্যেকটীরই তিন তিন ভাব বা অবস্থা আছে। চন্দ্রমারিও যে তিন ভাব, তাহা আমরা পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি। সম্ভোগ-কায়ার যে Three perfections আছে, তাহা চন্দ্রমারই বুঝিতে হইবে। অতএব চন্দ্রমা শক্তি তাঁহার তুরীয় বা চতুর্থ ধাম। "তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি" অর্থাৎ সূর্য্যলোকের উপরে চন্দ্রমালোক আছে এই মহান্ সোমের তাহা চতুর্থ ধাম। এ ভাবকেও Astral বলা যাইতে পারে, তবে Theo: Socy র সভ্যেরা তিন কায়ার অন্তর্গত Astral ও তিন পাদের অন্তর্গত Astral সম্ভবতঃ এক অর্থে ব্যবহার করেন। প্রকৃত বস্তুর প্রতি লক্ষ হারাইয়া শব্দের প্রতি ধাবমান হইলে এইরূপ হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধদেব যে বাস্তবিক বৈদিক উপাসনাতেই সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, তাহার আরও কিছু প্রমাণ আমরা দিতে পারি।

* Mrs. Besant কৃত Four great Religions গ্রন্থে আমরা

পাই। How continually He spoke as Hindus to Hindus, His similies and teachings often shew, being drawn from the ancient Scriptures. Take as illustration, the three controls of action, speech, and mind drawn from Manu, the sentence "he who holds back rising anger like a rolling chariot, him I call a real driver, other people are but holding the reins," and the reference to the senses as well-broken horses recalling the teaching of *Jama* in the Kathopanisad, the play on the higher and lower self drawn from the Bhagabatgita "All that we are, is the result of what we have thought; it is founded on our thought, it is made up of our thought" from the Chhandyogyopanisad &c

In the Udanvarga, the Tibetoan recension of the Dhammapada, a chapter is devoted to the Brahmana, and he is described as one who is righteous controlled, quiet, restrained, leading a life of holiness (brahmacharya) who neither harms nor kills any living thing. He has reached the perfection set forth in the Vedas. We find frequent references to the Gods endorsing the beliefs of the Hindus He adressed "By earnestness did Maghavan (Indra) rise to the lordships of the Gods. "The disciple will overcome the earth and the world of Jama and the world of the gods." "The gods even envy him whose senses, like horses well broken in by the driver have been subdued (Note the simile taken

from Kathopanisad) &c. In the northern Church less injured by materialism, the worship of the gods survives and they are worshipped under their Hindu names. *There also we find the Trimurti reappearing* under Buddhist names; *Shiva* is represented by Amitabha, the Boundless Light: Bishnu by Padmapani, otherwise Avalokeashwarat :; the third being Mandjusri "the representative of creative wisdom coresponding to Brahma." pp 115-117.

উপরোক্ত বৃত্তান্ত যদ্যপি সত্য হয়, তাহা হইলে কি আমরা বলিব যে বুদ্ধদেব বেদের রহস্য বুঝিতেন না বা কঠোপনিষদে যম কাহাকে বলে জানিতেন না? বা মনুস্মৃতি বুঝিতেন না? মনু ভগবান ত অতি সরল ভাষাতেই বহু বহু স্থানে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে,

ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥ ২ অধ্যায়।

অর্থাৎ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন অব্যয় মহাব্যাহৃতি এবং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ও ভর্গোদেবস্য ধীমহি আর ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ এই তিন পদবিশিষ্ট গায়ত্রী ব্রহ্মপ্রাপ্তির মুখস্বরূপ বা প্রধান উপায় জানিবে। আরও বলিয়াছেন যে,

এতম্ (পুরুষম্) একে বদন্ত্যগ্নিমনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১২ অ ১২৩।

অর্থাৎ এই বেদোক্ত পুরুষকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু, কেহ প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ, কেহ বা শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন; অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণরূপ যে তিন জগৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তাহা

সমস্তই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে আদিত্যকে যে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সাক্ষ্য দিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রেও (দার্শনিক যুগের ভূরি ভূরি ভাষ্যাদি সত্ত্বেও) বহু প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে একটা কথা আমরা এস্থলে বলিয়া দেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার আশ্রয় লইয়া যোগ অভ্যাস করে ও "অসংশয়ং সমগ্রং মাম্ যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু" আমাকে নিঃসন্দেহরূপে ও পূর্ণভাবে জানিতে ইচ্ছা করে, সে এইরূপে জানুক যে, ভূমিরাপো ইত্যাদি অর্থাৎ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ ও মন (চন্দ্রমা) এবং বুদ্ধি (সূর্য্যনারায়ণ) ও অহংকার লইয়া আমার অষ্ট প্রকৃতি। এক্ষণে আমরা কি বলিব যে, বুদ্ধদেব এ সকল শাস্ত্র বুঝিতেন না? তাহা বলিলে যে, আমাদিগকে বাতুল বলিবে। বিশেষতঃ তখন ত শঙ্কর জন্ম গ্রহণ করেন নাই যে, তাঁহার মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়া শাস্ত্রাদির প্রকৃত অর্থ সকল আবৃত করিবেন (শঙ্কর মতাবলম্বী পাঠকেরা বিস্মিত হইবেন না) এবং ভূমিরাপো প্রভৃতিকে 'ন স্থূলা' বলিয়া দিবেন ও পাঠকের বুদ্ধিকে ভ্রমে পতিত করিবেন? কঠোপনিষদের দুই একটী কথা এই প্রসঙ্গে পাঠক সমীপে গোচর করিয়া বৌদ্ধমতের প্রসঙ্গ শেষ করিব। কারণ এই কঠোপনিষদের ভাব সকল বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন এবং আমরাও একদফা প্রথম ভাগে উহার আলোচনা করিয়াছি। কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর প্রারম্ভে আমরা বুদ্ধদেবোক্ত উপদেশের বেদমূলকত্ব দেখাইবার জন্য চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাপ্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরম্ ব্রহ্ম যৎ পরং।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি॥
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।

লোকে ইহ জগতি এতচ্ছরীরে বা সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতম্ সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং পিবন্তৌ জীবব্রহ্মণৌ গুহাম্ গুহায়াম্ প্রবিষ্টৌ জীবঃ। তথাচ পরমে পরার্দ্ধে পরস্য অর্দ্ধে অর্দ্ধভাগে স্থানে প্রবিষ্টঃ ঈশ্বরঃ। ব্রহ্মবিদঃ এতৌ দ্বৌ ছায়াতপৌ দিবারাত্রৌ বদন্তি ( বনপর্ব্বের কীচবার্ত্তা ) পঞ্চাগ্নয়ঃ গৃহস্থা যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ভবন্তি তেঽপি বদন্তি অথবা যে পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চস্থূলভূতা ত্রিনাচিকেতাঃ ভবন্তি। ঈশ্বর পক্ষে অর্থ হইতেছে যে, এই তিন লোকে ঈশ্বর নিজ কর্ম্ম বশে ( নিজ ইচ্ছায় পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় ) পরমাত্মার যে শ্রেষ্ঠ ঋত সত্য অর্দ্ধ অংশ আতপস্বরূপ তাহা প্রাপ্ত হন, বাকী অর্দ্ধাংশ যাহা ছায়া তাহাই জগৎভাবে পরিণত হন। তাহাই পঞ্চভূত বা তিন লোক অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। আর এক অর্থ এই যে জীব পরম শ্রেষ্ঠস্থান যে বুদ্ধি তাহাতে স্থিত হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, তাহার এক অংশ আতপ বা পরমাত্মার স্থান positive আর এক অংশ ছায়া বা প্রকৃতি বা রস negative যাহা পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ বা "ত্রিনাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্ম-কৃত্তরতি জন্মমৃত্যু। ১৭ শ্লোক॥ অর্থাৎ নাচিকেত যে তিন সন্ধিস্থান নাভি হৃদয় ও মস্তিষ্ক তাহা তিন কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ অগ্নি উপাসনা, সরহস্য বেদাধ্যয়ন ও দান বা বৈরাগ্য দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া ( সাধন

করিলে, জন্ম মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়। শাঙ্কর ভাষ্যে উপরোক্ত শ্লোকটির জীব পক্ষে অর্থই আছে। পরার্দ্ধং বলিতে হার্দ্দাকাশং বলিয়াছেন। পঞ্চাগ্নয়ো গৃহস্থাঃ লোকে অস্মিন্ শরীরে ইত্যাদি। ঋতং শব্দে সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং পিবন্তৌ। একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্‌ক্তে ন ইতরস্তথাপি পাতৃত্বাৎ পিবন্তৌ এই ঈঙ্গিতটী আছে। এখানে জীব ও ঈশ্বর দুইকেই আনিতেছেন। অধিকন্তু ঋতং শব্দে সত্যম্ অর্থ করিতেছেন। যাঁহারা অতি পবিত্র অঘমর্ষণ মন্ত্র জানেন, তাঁহারা ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাইবেন যে, ঋতং শব্দে এক অক্ষরং ব্রহ্ম ও সত্যম্ শব্দে সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্ব্বিকার কূটস্থভাব ও মায়োপাধিক তটস্থ সবিকার ভাব। ১৭ শ্লোকেও একটী ইঙ্গিত আছে ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিভির্মাতৃ-পিত্রাচার্য্যৈঃ প্রাপ্য সন্ধিং সন্ধানং সম্বন্ধং মাত্রাদ্যনুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্য। সন্ধি শব্দে সন্ধানং সম্বন্ধং দুইটি অর্থ দিতেছেন অর্থাৎ পিতামাতা হইতে স্থূল শরীরান্তর্গত তিনটি সন্ধিস্থান আর আচার্য্য উপদেশ হইতে তাহার ত্রিমাত্রা সম্বন্ধ জানা হয়। অর্থাৎ একই অগ্নি বৈশ্বানররূপে নাভিতে, প্রাণাগ্নিরূপে বক্ষে এবং জ্ঞানাগ্নিরূপে মস্তকে। যাহা বাহিরে অগ্নি বা পঞ্চভূত এবং চন্দ্র ও সূর্য্যনারায়ণ। পরিষ্কার অর্থ করিতে গেলে শঙ্করের জগৎকে বিবর্ত্ত বলা হয় না।

দ্বিতীয় শ্লোক। উপরোক্ত ঐ তিন জ্যোতিই যজ্ঞকারীদিগের অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ। যাঁহারা ভয়শূন্য সংসারের পারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই তিন অগ্নিকে জ্ঞাত আছেন এবং সাধন জানেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ—সূর্য্যরশ্মিকে অশ্ব সুতরাং তাঁহার শরীরকে এক-চক্ররথ এবং জীবদেহকেও রথ বলা হয়। নিগুর্ণ আত্মা যেন রথের

স্থিত আছেন ও সূর্য্যদেব বা বুদ্ধিরূপ সারথি রথ চালাইতেছেন। নিজ জ্যোতি ও চন্দ্রমাজ্যোতি দ্বারাই সূর্য্যনারায়ণ এই পৃথিবীর স্থূল কার্য্য সমস্ত করিতেছেন, যেরূপ আমাদের মনবুদ্ধিদ্বারা শারীরিক কার্য্য সকল করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গুলির সূক্ষ্ম শক্তি রশ্মি বা অশ্ব স্থানীয়; নিজ শরীররূপ রথকে চালাইতেছেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় গোচর হয়। আর আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত হইলে বিবেকীরা ভোক্তা বলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে বুদ্ধদেব কি কঠোপনিষদের প্রকৃত ভাব বুঝিতেন না আমরা বলিব? See App. 7.

আমরা উপরোক্ত অংশে যে আত্মাশব্দ পাইয়াছি তাহা লইয়া বৌদ্ধমতের সহিত আর্য্য ধর্ম্মের পার্থক্য করা হয়। অনেকের সংস্কার এই যে, বুদ্ধদেব আত্মা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু আমরা Rys Davids সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত Mrs Besantএর উক্ত Four Great Religions p. 102. মধ্যে দেখিতে পাই।

"Wherever he went it was precisely the Brahmins themselves who often took the most earnest interest in his speculations; though his rejection of the *soul* theory and of all that it involved, was really incompatible with the whole theology of the Vedas and therefore with the supremacy of the Brahmins; many of his chief disciples, many of the most distinguished members of his Order were Brahmins. তাহাতে Mrs Besant বলিতেছেন। It is more reasonable to suppose, and the supposition is borne

out by His recorded sayings that he met with no opposition just because he did not reject the soul theory with all that it involves and when some of his followers *committed this terrible blunder*, Buddhism became extinct in India...we need here only claim for him that he was the greatest and wisest and best of the Hindus."

আমরা দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আত্মা শব্দের যে বহু অর্থ হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যদ্যপি কেবল চৈতন্যাংশেই আত্মা শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে এ চৈতন্য জীবাত্মা ও ঈশ্বর চৈতন্য প্রভৃতি অর্থাৎ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত অহংভাবাপন্ন সকল জীবের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি অহংভাবশূন্য অনন্ত ব্রহ্মকেও পরম আত্মা বলা হয়। তাহা হইলে বুদ্ধদেব যে কিরূপ আত্মা মানিতেন না, তাহা আমরা কোন্ প্রকারে স্থির করিব? হয় ত কোন সম্প্রদায় বিশেষ প্রচলিত আত্মা শব্দের বিপর্য্যয়ার্থ মানেন নাই অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যদিগের কীর্ত্তি। বুদ্ধদেব যে বেদ উপনিষদের রহস্য জানিতেন না এ কথা বলা বাতুলের উপযুক্ত। শঙ্কর স্বামীও যে বৈদিক ধর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিতেন তাহা আমরা স্থানে স্থানে দেখাইয়া আসিয়াছি। বেদান্ত দর্শনের সমন্বয়ে বিশদরূপে দেখাইব। এক্ষণে শাক্যসিংহ যে বোধি বৃক্ষের মূলে বসিয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা কঠোপনিষৎ-উক্ত আদি শ্লোকটীর দ্বারা প্রমাণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৈদিকতা প্রমাণ করিব। শেষ বল্লীতে আমরা পাই "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব

শুভ্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥ তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥

অর্থাৎ এই সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষই সংসার বৃক্ষ; যাহার মূল ঊর্দ্ধে এবং শাখা অধোদিকে। সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ জ্যোতির্ম্ময় ও শুদ্ধ, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাকেই অমৃত বলা হয়। তাহাতেই পৃথিব্যাদি তিন লোক স্থিত আছে। কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই (আত্মা বা ব্রহ্ম)।

বলা বাহুল্য যে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম শব্দ নিরাকারে এবং তিন লোক বলিতে গন্ধর্ব্বমরীচ্যাদি সূক্ষ্ম লোক সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। সমন্বয়ের পাঠককে আর বলিতে হইবে না যে, ব্রহ্মের পূর্ণভাবেই (অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার) সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী রূপ তিন লোক এবং সূর্য্যনারায়ণের ঊর্দ্ধ ও চন্দ্রমার অধোগতি আছে। উপনিষদে কিন্তু পরে যে আছে "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতিসূর্য্যঃ, ইত্যাদি", তাহা কেবল মাত্র অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদির বহির্মূর্ত্তি পৃথক করিয়া শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য, ইহাই বলিতে হইবে। কেন না স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপী ব্রহ্মকে বৃক্ষের শাখা, পত্র ও মূলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষেও তিনি সাকার, নিরাকারও অখণ্ডাকারে পূর্ণ ইহা প্রত্যক্ষ। Dr Salzer প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত Theosophists রা হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তুলনা করিয়া এইরূপে একত্ব সাব্যস্থ করিয়াছেন। That in the Universe there is always a transformation from the physical energy to the vital from the vital to the mental and from the mental to spiritual Energy and that there is always a change and tendency to change in the Universe until Nir-

vana or Nirguna Brahma is attained; ইঁহারা কেবল বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারেন নাই যে, অগ্নি বা পৃথিবী হইতেছে physical চন্দ্রমা হইতেছে vital and mental এবং সূর্য্যনারায়ণ হইতেছেন Buddhic or Spiritual. অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে শাক্যসিংহ বৈদিক সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির উপাসনার দ্বারাই বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

## Theo: Socty বা তত্ত্বসভা।

বহির্ব্রহ্মাণ্ডে এই তিন লোক বা পৃথিব্যাদি সপ্তপদার্থই যে পিণ্ডের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মন এবং বুদ্ধি, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই বস্তুশূন্য শব্দরাশির প্রয়োগ চলিত থাকা বশতঃ Theo: Soctyও প্রথম অবস্থা হইতে তাঁহাদিগের Seven Principles অন্যরূপে কল্পনা করিয়া নামকরণ ভিন্নরূপে করিয়াছেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত Sinnet সাহেবের Esoteric Buddhism গ্রন্থে আমরা পিণ্ডের সপ্ত পদার্থ Seven principles সম্বন্ধে এইরূপ নাম পাই।

১। রূপ। ২। প্রাণ। ৩। লিঙ্গ শরীর। ৪। কামরূপ। ৫। মন। ৬। বুদ্ধি। ৭। আত্মা। আরও বলিতেছেন In the Theosophist for Oct. 1881 when the first hints about the *septenary constitution* of Man were given out, the fifth principle was called the animal soul as contra-distinguished from the sixth or spiritual soul &c.—

ইহার পরে কিন্তু Secret Doctrine ও Mrs Besant প্রভৃতির গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত Relation of God to Man পুস্তিকায় (1901) সপ্তলোকের নাম এইরূপ আছে।

| *Plane* | *Tattwa* | *Primary Elements* |
|---|---|---|
| Maha Paranirvanic | Aditattwa | |
| Paranirvanic | Anupadaka tattva | |
| Nirvanic | Akastattva | Ether. |
| Buddhic | Vayutattva | Air. |
| Manasic ( mental ) | Agnitattva | Fire. |
| Astral ( kamic ) | Apastattva | Water. |
| Physical | Prithivitattva | Earth. |

পৌরাণিক আদিতত্ত্ব ও অনুপাদকতত্ত্ব Primary কি কি তাহা বলেন নাই। উপরোক্ত প্রত্যেক লোকেরই আবার Solid, liquid gas ও তিনটী Ether এবং Atomic matter এই সপ্তবিভাগ আছে। এইরূপে ৪৯ লোক হইয়াছে এবং প্রত্যেক লোকেরতই অসংখ্য সৌরজগৎ ও তত্তৎ জগতের ঈশ্বর আছেন। আরও যে কত রকম ভাগবিভাগ আছে তাহা এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—Each of the seven planes of our solar system is divided into sevens subplanes and the matter of the highest sub-plane in each may be regarded as atomic, *qua* its particular plane, that is to say its atoms cannot be further subdivided without passing from that plane to the one next higher—To take the physical plane as an illustration, the highest or seventh subdivision of physical spirit-matter is composed of homogengous atoms, the prithivitattva &c.

Spirit-matter কাহাকে বলে তাহা বলিয়াছেন। The word spirit-matter implies the fact that there is no such thing as dead matter, there is no matter without force and no force without matter. they are wedded together in an indissoluble marriage throughout the ages of the life of a Universe and none can wrench them apart; Matter is form; and there is no *form which does not express a life, Spirit is life* and there is no life that is not limited by a form—Even the Logos has during manifestation, the *Universe as His form* and so down to the atom : Spirit-matter সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ণ ভাবেরই কথা। কিন্তু সপ্ত planeএর sub-plane সম্বন্ধে যে বলিয়াছেন "It is said that to each of these 49 belong millions of solar systems" তাহা বুঝা যায় না এবং সপ্ত তন্মাত্রা হইতে সপ্ত plane উৎপন্ন হইয়াছে কি ভাবে বলিয়াছেন তাহাও ঠিক বুঝা যায় না। Ether তিন রূপ বলিয়াছেন। আমরা ত পঞ্চ তন্মাত্রা বা five Ethers বলিয়া জানি। পৌরাণিক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে চিৎ, আনন্দ ও সতের সহিত এক করিয়া 3d, 2d এবং 1st Logos বলিয়া কেবল মাত্র নিরাকারে স্থাপন করিয়া এবং Trinityর সহিত মিল করিয়াছেন। এবং নিম্নলিখিতরূপে Celestial Quaternary ঠিক করিয়াছেন। ( In the First Logos we find these two poles inseparate In the 2d Logos we find

them beginning to separate and therefore the 2d aspect is ever dual whether as the Son in the Caristian Trinity or the seeond in all other Trinities—This *feminine* side of Nature is always found in connection with the Trinity, and added to the Three and forming a *fourth fundamental manifestation* which with the three, makes the Celestial Quaternary of which we read so often—আমরা কিন্তু ৬৫ পৃষ্ঠায় চতুষ্পাদ পুরুষের সহিত যে বৌদ্ধধর্ম্মের চতুষ্পাদের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং শঙ্করাচার্য্যও মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যে পরমার্থরূপকে চতুর্থপাদ এবং অপরমার্থরূপ পাদত্রয় বীজাঙ্কুরস্থানীয় বা দ্যুলোকাদি তিন পাদ ইহাঁও বলিয়াছেন। আর চতুষ্পাদ বলিতে সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী ও জীব তাহাও আমরা ১ম ভাগে দেখাইয়াছি। সুতরাং Feminine side বা প্রকৃতিকে চতুর্থ পাদ বলা যাইতে পারে না। কারণ সগুণ প্রকৃতি হইতেই তিন পাদ জগৎ এবং Positive side পুরুষ এই কথাই সর্ব্বত্র চলিত। আত্মাকে Primary Ether, আনন্দময় কোষকে P. air, বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষকে P. Fire, প্রাণময়কে P. Water এবং অন্নময়কে P. Earth বলিয়াছেন। প্রথম তিনটী Reflections of the 1st, 2d & 3d Logos বলিয়াছেন। এবং Maha-Nirvanic ও Para-Nirvanie অবস্থা Logos অন্তর্গত বলিয়াছেন। পরে আরও কিঞ্চিৎ আলাপ করা যাইবে।

তবে সুখের বিষয় এই যে ইহাঁরা ক্রমশঃ বৈদিক সপ্ত পদার্থের সহিত মিল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অন্যত্র বলিতে-

ছেন যে—Occultism teaches that over each department of nature there presides a spritual Intellegence ; to put the matter in a more concrete form ; over our Solar system presides a mighty Being the Logos, the manifested God of that system—He would be called the Father by the Christian, *Isvara by the Hindu*, Allah by the Mahomedan—*His conciousness* is active at every point of His Cosmos, *His life* sustains it *His power* guides it, everywhere within it, He is present, strong to help mighty to save, Dimly we know that beyoud Him there are yet greater ones, but for us it is *easier to conceive of the power that* maintains our system 'to whom we are *definitely related*, than of the vaster conciousness which includes myriads of systems within His realm. Each Logos is to His own universe the *central object of adoration* and His radiant ministers are rightly worshipped by those who cannot rise to the conception of this central Diety. Problemns of Religion by Mrs. Besant. অন্যত্র বলিয়াছেন যে The Logos of the solar systom is our goal and that the sun is his physical body—চন্দ্রমাসম্বন্ধেও Mme Blavatsky বলিয়াছেন যে তাঁহার মন প্রাণ ও স্থূল তিন ভাবই আছে।

তথাপি কেহ কেহ সৌর উপাসনার নিন্দা করিয়া থাকেন। এবং অদ্যাপি প্রকৃত বৈদিক ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেন না তত্ত্বসভার কোন সভ্যের দ্বারা ১৩১২ সালে প্রকাশিত গীতায় ঈশ্বরবাদে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জনঃ ইত্যাদি সপ্তলোক রাম-প্রসাদ প্রভৃতি পুরাতন সভ্যদিগের ন্যায় কেবলমাত্র বিশ্বরূপের সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন।

এতাবতা বৌদ্ধধর্ম্মের বৈদিক ভিত্তি দেখাইবার জন্য ও তত্ত্বসভার মত আলোচনার জন্য আমরা তত্ত্বসভার পূজনীয় নায়কদিগের নাম ও মত উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ তাঁহারাই ইদানী-ন্তন অবৈদিক সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী হওয়ায় বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মের সারভাব নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দার্শনিক যুগের বা ( Sutra period ) আবরণ বশতঃ এবং European Orientalist দিগের বৈদিকধর্ম্মের অনভিজ্ঞতা-বশতঃ ইহাঁরা প্রকৃত সত্যবস্তু উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উপনিষদাদিতে রূপকছলে যে আবরণ আছে তাহার ভেদও বুঝিতে পারেন নাই সুতরাং বেদে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এবং ভক্তিমার্গের ভেদ আছে, অদ্যাপি বলিয়া থাকেন। কিন্তু Missionary ও ইংরাজ বাহাদুরেরা যেরূপ ভারতবাসীদিগের চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন, ইহাঁরাও যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সভ্যজগতের চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নাই। তজ্জন্য সকলকার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ভরসা করি ইহাঁরা শান্ত ও সরলচিত্তে বঙ্গীয় তত্ত্বসভার পুরাতন ও কৃতবিদ্য সভ্যদিগের ন্যায় প্রকৃত বৈদিকমার্গের অনু-সন্ধান ও অনুসরণ করিবেন।

# সাংখ্য-দর্শন।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, জৈমিনি দর্শনকে পূর্ব্বমীমাংসা বলা হয়। ইহার কারণ এই যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পদার্থাদি বিচার করিয়া জৈমিনি দর্শনেই কর্ম্মকাণ্ড বিশদরূপে উক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী কালে এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডকে পৃথক করিয়া সাংখ্যদর্শন ও ব্রহ্মসূত্রকে জ্ঞানকাণ্ড উল্লেখে ব্রহ্মসূত্রকে বা বেদান্তদর্শনকে উত্তর মীমাংসা বলা হইয়াছে। আধুনিক শাস্ত্রাদিতে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান-যোগের পার্থক্য এইরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সমন্বয়ের পাঠকেরা দেখিয়াছেন যে, বৈদিক মতে পূর্ণভাবে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানেই জ্ঞান ও মুক্তি হয়। জ্ঞানযোগের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই। অধুনা আমরা সাংখ্যশাস্ত্র ও অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে, সাংখ্যশাস্ত্রের মধ্যেও সেই বৈদিক ধর্ম্ম নিহিত আছে; কেবলমাত্র দার্শনিক আবরণে আবৃত। ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা চলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা অনেক

পুরাতন, সেই হেতু কারিকা ও গৌড়পাদাচার্য্যকৃত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া সাংখ্যমতের বৈদিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

সাংখ্য কারিকার প্রারম্ভে প্রথম দুইটী শ্লোকের গৌড়পাদীয় ভাষ্যে আমরা সাংখ্য শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাই যে, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জগতের আধ্যাত্মিক (দ্বিবিধ :—শারীরিক ও মানসিক) আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ের আত্যন্তিক নাশ করিয়া মুক্তি দিবার জন্য সাংখ্যরূপ তরণী ভগবান ব্রহ্মসুত কপিল বিরচিত করেন। নিবৃত্তি মার্গের সপ্তমহর্ষির মধ্যে ইনি একজন। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সহিত ইঁহার জন্ম হয়। সাংখ্যশাস্ত্র বিরচিত করিবার নিম্নলিখিত একটী উপলক্ষ হয়। কোন সময়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা সোমরস পান করিয়া অমরত্ব পাইয়াছি ও বেদ-বিহিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞে পশুবধের ব্যবস্থা আছে অতএব ইহাতে দোষ নাই, এইরূপ স্থির করেন। কিন্তু ভাষ্যকার, কপিলদেবের মনের ভাব এইরূপ বিচার করিতেছেন যে, যদিও এগুলি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্ম, তথাপি মিশ্রভাব থাকা হেতু অবিশুদ্ধিযুক্ত ও ক্ষয়াতিশয়-যুক্ত; কেন না স্বর্গস্থ দেবতাদিগেরও কালক্রমে নাশ হইয়া থাকে। এইরূপে বেদশাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া সাব্যস্থ করিতেছেন যে, অতএব কাল নিশ্চয়ই দুরতিক্রম। এ কারণ কপিল মুনি ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ (পুরুষ) বিশেষ জ্ঞানে দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবার কথা ইহা স্থির করিয়াছেন।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে কপিল শব্দের অর্থ এইরূপ পাই "মুনি-বিশেষঃ সতু জ্ঞান ভক্তি সাংখ্যযোগ প্রচারার্থ ভগবদবতারঃ। কর্দ্দম প্রজাপতেরৌরসাদ্দেবহুতি গর্ভজাতঃ। ইতি ভাগবতম্। অন্যান্য অর্থের মধ্যে আর একটি অর্থ আছে—অগ্নি।

কর্দ্দম শব্দের অর্থ উক্ত অভিধানে এই আছে। "প্রজাপতি বিশেষঃ সতু ব্রহ্মণশ্ছায়ায়াং জাতঃ। তস্য ভার্য্যা স্বায়ম্ভুব মনুকন্যা। পুত্রঃ কপিলদেবঃ। মনু চতুর্দ্দশ তন্মধ্যে আদ্যোমনুঃ ব্রহ্মপুত্রঃ স্বায়ম্ভুবঃ শম্ভুশিষ্যঃ বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ" ইত্যাদি।—

তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ব্রহ্মছায়াজাত কর্দ্দম ( ব্রহ্মপুত্র মনুকন্যা অর্থাৎ ভ্রাতৃ-কন্যা ) দেবহুতিকে বিবাহ করেন। তাহা হইতে কপিলের জন্ম। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শন প্রণেতাকে কপিলমূর্ত্তি ভগবান্ বলিয়াছেন। আবার সাংখ্য কারিকার ভাষ্যে পাই যে "ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ কপিল"। এক্ষণে পাঠক বিচার করিয়া দেখুন যে, দর্শনের ভাষ্য বা কারিকাব ভাষ্য ও পুরাণের রূপকের মধ্যে কোন্ কথাটি বিশ্বাস করি। এ সম্বন্ধে ভাগবতে যে সকল রূপক আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে বেদাদি বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক, সে জ্ঞান আমাদিগের নাই। অতএব আমরা এ দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কপিল মুনি যে কে, তাহা পাঠককে জ্ঞাত করিব। বিশেষতঃ আমরা প্রথমভাগ সমন্বয়ে ইহা প্রতিশ্রুত আছি। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র কর্ত্তা কপিলদ্বয় যে শ্রীমৎ ভাগবতের কপিল তাহার কোনও সংশয় নাই; কেন না ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ২৩ অঃ দেবহুতি ও শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের যে কথোপকথন তাহা সমস্তই সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্বন্ধে এবং ঐ স্কন্ধের শেষ কয়েকটী অধ্যায়ই সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মবিপাক ইত্যাদিরূপে "কাপিলেয়" বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রই, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং তিনজনাই এক ব্যক্তি হইবেন; অথবা ইহা কোন শক্তির Generic নাম গৌড়পাদীয় ভাষ্যের মধ্যে

পাই যে, ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সহিত কপিল উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ধারাবাহিক প্রলয় মন্বন্তরক্রমে তত্বজ্ঞানেচ্ছুদিগকে পঞ্চবিংশতি তত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে পাঠক সমন্বয়ের ৪৮-৬২ পৃষ্ঠা জৈমিনি দর্শনের কথা মনে করিয়া দেখুন যে ধর্ম্ম জ্ঞানাদি দিবার শক্তি কাহার আছে ও প্রলয় মন্বন্তরে কে উপদেশ দেন। আর ধর্ম্মের সহোৎপন্ন বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও দেখাইয়াছি। আর শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি বলিয়া আছে যে, যিনি কামনা সংযুক্ত হইয়া যজ্ঞ করেন তিনি ভগবদ্ ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হন। আর পিতৃলোক ও দেব-লোকের অর্চ্চনাকারী সোমপায়ী সেই ব্যক্তি চন্দ্রলোক হইতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন ইত্যাদি। পরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে "যে ধীর ব্যক্তিরা নিরহংকার ও নিবৃত্তি ধর্ম্মনিরত হইয়া ( কর্ম্মের ফলকামনা করে না ) তাহারা সূর্য্যদ্বার মধ্য দিয়া 'বিশ্বতোমুখং পুরুষং যান্তি" — ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। "প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের শেষেও ব্রহ্মলোককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পিতৃযান উপলক্ষিত চন্দ্রলোক ও বিরজ ( শুদ্ধ ) আদিত্য উপলক্ষিত দেবযান প্রাপ্তি হওয়া যায় এই ভাবটি পাওয়া যায়। কপিল শব্দের আর একটী অর্থ আছে অগ্নি। অগ্নি বা জ্ঞানাগ্নি যে সূর্য্যনারায়ণের নামান্তর মাত্র তাহা আমরা প্রথমভাগে বহু দেখাইয়াছি। আর ইনি যে রত্ন দেন তাহাও "অগ্নিমীলে...রত্নধাতমম্‌" মন্ত্রে দেখিয়াছি। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বৎকে (আদিত্যকে) জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়রূপ সাংখ্য ও যোগ উপদেশ দিয়াছেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে আদিত্যের ১০৮ নামের মধ্যে কপিল

এক নাম ইহা পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্ব চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ বিশ্বরূপ নারায়ণের (অর্থাৎ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষের) স্তব করিলে পর তিনি স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন ও অনেকানেক কথার পর আমি ব্রহ্মাকে বিবিধ বর প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিয়াছি এবং পরে বলিয়াছেন নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম। অতএব, সকলেরই নিবৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সাংখ্য শাস্ত্রবেত্তা আচার্য্যগণ আমাকে বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছি। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে ও কপিল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে ভাষ্যে সোমপায়ী দেবতাদিগের সভার কথা উল্লেখ করিবার কারণ কি এবং কালকে দুরতিক্রম বলিবার কারণ কি? আমরা দ্বিতীয় ভাগ সমন্বয়ে (৫০ পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছি যে সকাম যজ্ঞাদির দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ ইন্দ্রাদি দেবতারা স্বর্গ পর্য্যন্ত লইয়া যান্। সেই জীবের পুণ্য ক্ষয় হইলে সে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আইসে। কালশব্দে কাহাকে বুঝায় তাহাও আমরা প্রমাণ করিয়াছি (সম—পৃষ্ঠা)। সুতরাং ইহা বলিতে হইবে যে ভাষ্যকার ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছেন যে, ধর্ম্ম জ্ঞানাদিযুক্ত নিবৃত্তি মার্গস্থ কপিল দেব সূর্য্যনারায়ণেরই নামমাত্র অথবা তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত কোন ঋষির নাম। ধর্ম্ম বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কোন বস্তুর নাম এবং ধীশক্তি প্রেরণ করিবার অর্থাৎ জ্ঞান দিবার শক্তি কাহার আছে? বৈরাগ্য বা নিবৃত্তি বা কামনাশূন্যতা যোগীর ধর্ম্ম কাহার? (সূর্য্যনারায়ণের এক নাম যোগী—বা যোগেশ্বর) এবং ইহারই আকুঞ্চন ও প্রসারণে ব্রহ্মাণ্ডাদি বা ঐশ্বর্য্যাদির সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যসহ উৎপন্ন কপিলদেব

সূর্য্যনারায়ণেই নাম বা তাঁহার অনুগৃহীত অর্থাৎ প্রেরণাপ্রাপ্ত কোন ঋষির নাম। প্রথমভাগ সমন্বয়ের ৫০ পৃষ্ঠায় "যো দেবেভ্যো" মন্ত্রে পাইয়াছি যে ইনি ব্রাহ্মোয় বা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সুতরাং ভাষ্যের প্রারম্ভে যে আছে ভগবান্ ব্রহ্মসুত কপিল সাংখ্যরূপ তরণী বিরচিত করিয়াছেন এবং সাংখ্য দর্শনেও যে কপিল মূর্ত্তি ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন আছে, তাহার অর্থ যথাবুদ্ধি পাঠকের গোচর করিলাম। এক্ষণে প্রকৃত দর্শনভাগের আলোচনা আরম্ভ করিব। এ সম্বন্ধে আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যে কেবলমাত্র বৈদিক সপ্ত পদার্থের ও পুরুষের নাম মাত্র তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। সমগ্র দর্শনের আলোচনা করা হইবেক না। এবং শ্লোক সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ বাহুল্য না করিয়া গৌড়পাদ আচার্য্যের যে প্রাঞ্জল ভাষ্য আছে ও বঙ্গীয় তত্ত্ব সভার দ্বারা প্রকাশিত তাঁহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা যাইবে।

"সাধারণ পাঠকেরা ও আধুনিক শাস্ত্রকারেরা সাংখ্যকে নিরীশ্বর ও পাতঞ্জলকে সেশ্বর সাংখ্য বলেন। এবং জ্ঞ শব্দের অর্থ পুরুষ তত্ত্ব বা পুরুষ বা আত্মা ইত্যাদি বলিয়া ও আত্মার ভেদ আছে বা আত্মা বহু" এই কথা বলেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ প্রণেতা মাধবাচার্য্য সাংখ্য দর্শন বিচারের শেষভাগে বলিয়াছেন যে "এতদর্থং নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিনাম্ মতম্ উপন্যস্তম্"। অর্থাৎ এই জন্যই নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তক কপিলের মতাবলম্বীদিগের মত উপন্যস্ত হইল। আচার্য্যের পাতঞ্জল দর্শনের প্রারম্ভে আমরা এই কথাটি পাই "সাম্প্রতং সেশ্বর সাংখ্য প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিমতম্ অনু-

বর্ত্তমানানাম্ মতমুপন্যস্যতে॥" অর্থাৎ ইদানী সেশ্বর সাংখ্য প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিদিগের মত যাঁহারা অনুগমন করেন তাঁহাদের মত উপন্যাস করিব। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে মুনিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটী তাঁহার অভিমত তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না (১)। কিন্তু পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারতের বনপর্ব্বের শেষে ধর্ম্মরূপী বকের "কঃ পন্থাঃ" প্রশ্নের উত্তরে পাই যে "বেদা বিভিন্না স্মৃতয়োবিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতম্ ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥" ইহাতে দুইটী ভাবই আছে অর্থাৎ বেদ স্মৃতি ও মুনিদিগের মত ভিন্ন হইলেও ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় (cavity of the brain অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে) নিহিত আছে ও মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন সেইটীই প্রকৃত পথ।

---

(১) শঙ্কর মতাবলম্বী ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য কৃত আধুনিক পঞ্চদশীতে আমরা এই শ্লোকটী পাই "আত্মভেদো জগৎ সত্যং ঈশোহন্য ইতি চেৎ ত্রয়ং। ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগ বেদান্ত সম্মতিঃ॥ অর্থাৎ সাংখ্যেরা যদি আত্মার ভেদ বা বহু আত্মা অঙ্গীকার পরিত্যাগ করে এবং যোগ শাস্ত্রে যদি জগতের সত্যত্ব অঙ্গীকার ত্যাগ করে ও বেদান্তে যদ্যপি ঈশ্বরের তাটস্থ্য লক্ষণ (কূটস্থ অতিরিক্তত্ব) অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনটী মত এক হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতমায়া কল্পিত জগৎকে যদি মিথ্যা বলা হয় ও কূটস্থ নিরাকার ঈশ্বর বা ব্রহ্মকেই যদ্যপি সত্য বলা হয় তাহা হইলে এই তিনটী মত এক হয়।

আমরা সমন্বয়ের প্রথমভাগে দেখাইয়াছি যে "পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ" ১৭ পৃষ্ঠা বা "যথাপূর্ব্বে" ৮০ পৃষ্ঠা (পিতৃ পিতামহেরা) বা "পূর্ব্বেষাম্" ৮৩পৃষ্ঠা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা মহাজনের অনুষ্ঠিত পথ কাহাকে বুঝায়। মহাভারতেরও মহাজন শব্দে সেই অর্থ। কারণ এই উপাখ্যানের প্রারম্ভে ও শেষে সূর্য্য ও অগ্নি শব্দ উল্লেখ করায় ইহাকে বৈদিক প্রসঙ্গই ধরিতে হইবে। মুণ্ডকের ১ম বল্লীতে "এষ স পন্থাঃ" আছে। সুতরাং বেদাদিতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের পথকেই পন্থা বলিতে হইবে। ভরসা করি তত্ত্বসভার সভ্যেরা ইহা লক্ষ্য করিবেন।

এক্ষণে আমরা সাংখ্যকারিকা ও তাহার ভাষ্যাদি হইতেই প্রকৃত কথা কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। পরে অন্যান্য পুরাতন শাস্ত্র ও বেদ সংহিতার পুরুষসূক্তাতিরিক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সাংখ্য দর্শন সমন্বয় ও উপসংহার করিব।

সাংখ্য শাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এইরূপ ভাগ করা আছে।

১। অব্যক্ত বা প্রধান বা মূল প্রকৃতি। ইনি অচেতন ত্রিগুণাত্মিকা।

২। জ্ঞ বা পুরুষ বা চেতনা। ইনি প্রকৃতিও নন বিকৃতিও নন।

৩। ত্রিগুণাত্মিকা ব্যক্ত। মহৎ বা বুদ্ধি তত্ত্ব ও অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাত প্রকৃতি-বিকৃতি।

৪। মন ও পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই এই ষোলটী ব্যক্ত ও বিকৃতি।

পঞ্চ প্রাণকে তত্ত্বের মধ্যে ধরেন নাই এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের কথাও নাই। প্রত্যক্ষ অনুমান ও আপ্তবচন বা শ্রুতি এই তিন রূপ প্রমাণ দ্বারা উপরোক্ত তত্ত্ব সকল নির্ণয় করিতে হয়। অভাবকে আপ্তবচনের অন্তর্গত এক প্রমাণের মধ্যে ধরিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও

অনুমান দ্বারা যে সকল সিদ্ধ হয় না তাহা আপ্তবচন বা আগম দ্বারা হয়।

পরে ষষ্ঠ শ্লোকে বলিতেছেন সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান হইতে অতীন্দ্রিয় অথচ বর্ত্তমান বিষয় সকল সিদ্ধ হয়। যেমন প্রধান ও পুরুষ। যেহেতু মহদাদি লিঙ্গ ত্রিগুণ যাহা হইতে এই ত্রিগুণ মহদাদির উত্তব তাহাকে প্রধান বলা যায়। যেহেতু অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, সেই হেতু অন্য অধিষ্ঠাতা পুরুষ আছেন। ব্যক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। আর আপ্তবচন ও বেদ দ্বারা এই সকল পরোক্ষ বিষয় সিদ্ধ হয়, যথা—দেবরাজ ইন্দ্র; স্বর্গে অপ্সরা ইত্যাদি। ইহারা উপরোক্ত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

ন্যায়দর্শনে অভাবকে পদার্থ বলিয়া ধরা হইয়াছে, সাংখ্য প্রমাণের মধ্যে ধরা হইল। ইহার ভেদাভেদ আমরা পূর্ব্বেই ন্যায়দর্শনে দেখাইয়াছি। তেইশটী ব্যক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে ধরিয়াও সূর্য্য চন্দ্রকে আনেন নাই। কিন্তু ইহারা যেরূপ প্রত্যক্ষ, এরূপ প্রত্যক্ষ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। স্থূল পঞ্চভূতও ইহাদিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন প্রত্যক্ষ নহে। দেবরাজ ইন্দ্র অন্তরীক্ষ দেশস্থ চন্দ্রমা জ্যোতি। সূক্ষ্মভাব। স্বর্গে অপ্সরা, সূর্য্য মণ্ডলস্থ শক্তি। কারণ ভাব। চন্দ্র ও সূর্য্যকে স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। ব্যক্ত ২৩টীর মধ্যেও স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিনভাবই আছে। পঞ্চভূত স্থূলভাব; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সূক্ষ্মভাব। ইহারা প্রত্যক্ষ হইতে গেলে ক্রিয়া বা চেষ্টার অপেক্ষা করে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় কারণ ভাব, জ্ঞান প্রধান। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহারা অনুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ। পঞ্চ তন্মাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণভাব। ইহারা যদিও

ব্যক্ত বটে কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে কিরূপে সম্ভব, এই ন্যায়টী বিশেষরূপে বিচারের আবশ্যক হয়।

পরে অষ্টম শ্লোকের শেষভাগে ও নবম শ্লোকের প্রারম্ভে আমরা পাই; "বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি ২৩টী প্রধানের বা প্রকৃতির কার্য্য। কিন্তু ইহারা বিরূপ (অসদৃশ) এবং সুরূপ (সদৃশ)। এ স্থলে আচার্য্যদিগের মতভেদ নিবন্ধন একটী সংশয় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এই মহদাদি কার্য্য প্রধানে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলেন ঐ কার্য্য প্রধানে অসৎ অর্থাৎ বিদ্যমান নাই। সাংখ্যদর্শনে ঐ কার্য্যগুলি প্রধানে সৎ বলিয়া কথিত হয়। বৌদ্ধাদিরা অসৎ বলিয়া ব্যক্ত করেন। যখন সৎবস্তু কখনও অসৎ হয় না তখন অসৎবস্তুও কখন সৎ হইতে পারে না।"

আচার্য্য বা পিতৃপিতামহ বা মহাজন বা পূর্ব্ব ঋষিদিগের মত যে এক তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। মত ভেদের কথা যে এ স্থলে বলিয়াছেন তাহা কেবল আবরণ মাত্র। জগৎরূপ কার্য্য কোথাও পুরুষ বা ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, কোথাও প্রকৃতি বা প্রধান হইতে, কোথাও শূন্য বা তম হইতে হইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু পাঠক স্থির জানিবেন যে সত্য এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। ঋষিদিগের এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। ভেদ যাহা বোধ হয় তাহার সমন্বয় করিয়া লইতে হইবে। সাংখ্যদর্শনে যে জগৎকে সৎ বলা হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত বৈদিক মত। বিবর্ত্তবাদী শঙ্করস্বামীও প্রলয়কালে ব্রহ্মে (নির্গুণ) যে মায়াবীজ থাকে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত

ভাব যে কি, তাহাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্য যে জগৎ, তাহা চেতন পুরুষের সদৃশ বা অচেতন প্রকৃতির সদৃশ অর্থাৎ আধুনিক শাস্ত্রাদিতে যে চিৎজড়ের ভেদ করা হয় তাহা বৈদিক মত নহে। দর্শনশাস্ত্রাদিতে নানারূপ আবরণ দিয়া সেই সত্যই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পরে দশম শ্লোকে বলিতেছেন যে ব্যক্ত হেতুবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, লিঙ্গ ইত্যাদি। অব্যক্ত ইহার বিপরীত, মহদাদি কার্য্যকে ব্যক্ত কহে। ইহার হেতু আছে বলিয়া হেতুবিশিষ্ট। উপাদান, হেতু, কারণ, নিমিত্ত এইগুলি এক পর্য্যায়ের শব্দ। পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে মহতের হেতু বা কারণ বা নিমিত্ত বা উপাদান হইতেছে অব্যক্ত। তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তে যেরূপ ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ বলা হয়। সাংখ্যের অব্যক্তও সেইরূপ ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছেন। বাকী সব তর্ক ঢেকীর কচকচি। প্রধান পুরুষ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্যক্ত সেরূপ নহে। এ কথা ঠিক। কিন্তু দুইটি সর্ব্বব্যাপী বস্তু একত্রে কিরূপে থাকিবে? তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, বস্তু এক। একই বস্তুর দুই ভাব। অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ লইয়া একই পূর্ণব্রহ্ম বা নিত্য-নিষ্ক্রিয় স্বয়ম্ভু অব্যক্ত। লিঙ্গ—যাহার লয় আছে তাহাকে লিঙ্গ কহে; প্রলয়কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয়, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার বুদ্ধিতে লীন হয়, বুদ্ধি প্রধানে লীন হয়, এই হেতু লিঙ্গ। এস্থলে দর্শনোচিত আবরণ দিয়া প্রলয়ের কথা বলিতেছেন। কোন অহঙ্কারে লীন হয় তাহা স্পষ্ট বলিতে-ছেন না। কিন্তু ২৫এর শ্লোকে আমরা পাই যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার

ও তামস অহঙ্কার উভয়ই নিষ্ক্রিয়। তৈজস অহঙ্কার বা সূক্ষ্ম প্রাণ হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। আর চন্দ্রমাশক্তি হইতেই অহঙ্কারপ্রধান কাম ক্রোধাদি উৎপন্ন হয়, ইহাও আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি এবং প্রাণরূপ প্রজাপতিরা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন ইহাও আমরা পাইয়াছি। সুতরাং পঞ্চমহাভূত ও মন লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় যে অহঙ্কারে লীন হয়, তাহা তৈজস অহঙ্কার বা চন্দ্রমা শক্তি বলিতে হইবে। আর ইহাই প্রকৃত বৈদিক মত। ক্রিয়াপ্রধান চন্দ্রমা বুদ্ধিপ্রধান সূর্য্যনারায়ণে লীন হন। পরে ইনি নিরাকার স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভু, অব্যক্তে লীন হন। ইহাতে পরিণামবাদে সংশয় হয়।

পরে একাদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে "ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রিগুণ, প্রসবধর্ম্মী, অবিবেকী, অচেতন (সুখ দুঃখ মোহের বোধাভাব) ইত্যাদি।—পুরুষ তাহার বিপরীত ও অসদৃশ। সুতরাং পুরুষ অগুণ বা নির্গুণ, অপ্রসবধর্ম্মী, বিবেকী, চেতন ইত্যাদি।"

কিন্তু পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে নির্গুণ পুরুষে কিরূপে বিবেচনা চেতনা (সুখ দুঃখ ভোগ) ইত্যাদি সম্ভব হইতে পারে। সাংখ্য মতে প্রকৃতির সহিত পঙ্গ্বন্ধবৎ (অর্থাৎ অন্ধপ্রকৃতির স্কন্ধে চক্ষুষ্মান পুরুষের মত) সংযোগে হইয়া থাকে। সুতরাং মহৎতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ইহা হইতে পারে না। অহঙ্কার বা অহংভাব বোধমূলক, ইহা জ্ঞান অপেক্ষা করে সুতরাং জ্ঞানেরই প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহা সত্য বটে যে অনন্তে বা নির্গুণে অহংভাব নাই। সান্তভাব বা limitation না হইলে অহংভাব

হয় না স্মৃতরাং মায়ার বা প্রকৃতির আবির্ভাব বা সংযোগ অপেক্ষা করে, কিন্তু জ্ঞানেরই প্রাধান্য দিতে হইবে কেন না ইহা বোধ-মূলক।' সার কথা এই যে, যখন নির্গুণ পুরুষ সগুণ হইলেন বা ঈশ্বরভাবে "অহং বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি বহু হইয়া জন্মাইব ইত্যাদিরূপ সংকল্প করিলেন, তখনই অহঙ্কারের উৎপত্তি হইল। শ্রুতিসমূহেরও এই ভাব।

অবিবেকী।—অবিবেকী=ন বিবেকোঽস্যাস্তীতি। ইদম্ ব্যক্তমিমে গুণা ইতি ন বিবেকং কর্ত্তুং যাতি অয়ং গৌরয়মশ্ব ইতি যথা যে গুণাস্তদব্যক্তং তে চ গুণা ইতি। যাহার বিবেক অর্থাৎ ভেদ শক্তি নাই বা যাহা ভেদ করা যায় না, এইটী গো এইটী অশ্ব ইহা যেরূপ পৃথক করা যায় এইটী ব্যক্ত, এইগুলি গুণ ইহা সেরূপ পৃথক করা যায় না। অতএব যেগুলি গুণ তাহাই ব্যক্ত এবং যাহা ব্যক্ত তাহাই গুণাত্মক। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে অশ্ব গো মনুষ্যাদি যেরূপ পৃথক অব্যক্ত ও ব্যক্ত সেরূপ পৃথক করা যায় না।" কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেন না দেখুন, যে পঞ্চভূতের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীভূতই স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তরাদি ভেদে পৃথক পৃথক কি, না। ইউরোপীয় বিজ্ঞান এত গবেষণার পরেও Elements গুলিকে কালপর্য্যন্ত পৃথক পৃথক বলিয়াছেন। Radium ধাতুর আবিষ্কারে এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে জানিবেন। বাস্তবিকও প্রস্তর গবাদির ন্যায় বহির্দৃষ্টিতে ইহারা পৃথক কিন্তু সাংখ্য মতে ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন ব্যক্ত সকল ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ বস্তু ও তাহার ক্রিয়াশক্তি ও গুণ একত্রেই থাকে স্মৃতরাং ভেদ করা যায় না অর্থাৎ পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং অশ্ব গো মনুষ্যাদি জন্তুর বা পুরুষের পক্ষেও

চৈতন্যাংশযুক্ত অহংভাব বাদ দিলে এই যুক্তি থাটে। সুতরাং পুরুষ বিবেকী অর্থাৎ ভেদ করা যায় কিন্তু এই চেতনা যদি নির্গুণ হয় তাহা হইলে নির্গুণের ভেদ কিরূপে সম্ভব। বরং শরীরাদি গুণযুক্ত অংশেরই ভেদ বলিতে হইবে। নির্গুণ যাহা, তাহা ত এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না সুতরাং ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে সগুণ ঈশ্বরভাব বা ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়া বিবেকী, শব্দ দ্বারা পুরুষসূক্তোক্ত "বিরাজো অধি পুরুষঃ" অর্থাৎ পিণ্ডাণ্ডের কথা বলিতেছেন। অধিকন্তু বিবেক শব্দে, মনুষ্য ও ইতর জন্তুদিগের ভেদ বা বিচার করিবার শক্তিকেই বুঝায়। কেবলমাত্র ভেদ করা যায় না, নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বিশেষতঃ বিবেকী পুরুষ বলিতে গেলে যিনি জ্ঞানোপদেশ করেন বা যাঁহার বৈরাগ্য হইয়াছে বা নিত্যানিত্য বস্তুর ভেদ করিতে পারেন এইরূপ মনুষ্যকেই বুঝায় এবং ইহাই দর্শনকারের প্রকৃত ভাব বলিয়া বোধ হয়। কেন না ব্যক্তাব্যক্ত অচেতন ও পুরুষ চেতন (সুখ দুঃখ ভোক্তা) ইহাও পৃথক্ বলিতেছেন। সুখ দুঃখ ভোক্তা বলিতে গেলে মনুষ্য ও ইতর জন্তু বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বুঝায়। সুতরাং ইহাই আমাদের বুঝিতে হইবে যে, সাংখ্যকার বেদসংহিতার পুরুষের নির্গুণ সগুণ অর্থাৎ পূর্ণভাব এবং ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডাণ্ড প্রভৃতি সকল ভাবকেই সাংখ্যোক্ত জ্ঞ শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন। তবে পিণ্ডাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়াই সাংখ্য বিশেষরূপে বলিয়াছেন। ইহা ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবেন। এই শ্লোকের শেষভাগে অব্যক্ত ও পুরুষের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন। প্রধান নিত্য, পুরুষ নিত্য, প্রধান সর্ব্বব্যাপী পুরুষও সর্ব্বব্যাপী এবং অক্রিয়। অব্যক্ত এক, পুরুষও এক; অব্যক্ত অনাশ্রিত, পুরুষও অনাশ্রিত।

প্রধান অলিঙ্গ, পুরুষও অলিঙ্গ। অর্থাৎ লীন হন না)। অব্যক্ত নিরবয়ব, পুরুষও নিরবয়ব। অব্যক্ত স্বতন্ত্র, পুরুষও স্বতন্ত্র।

পরে দ্বাদশ শ্লোকে ব্যক্তাব্যক্তের গুণ সকল কথিত হইতেছে। "গুণ সকল প্রীত্যাত্মক, অপ্রীত্যাত্মক, বিষাদাত্মক। প্রকাশার্থ, প্রবৃত্ত্যর্থ ও নিয়মার্থ। পরস্পর পরস্পরে অভিভূত; পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত; পরস্পর পরস্পরের জনন হেতু; পরস্পর মিথুন সংবদ্ধ ও পরস্পর পরস্পরে বর্ত্তমান।" প্রথম তিন তিনটী সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ ভেদে তিনভাব, শেষগুলিতে দুই দুই ভাব। মিথুন সংবদ্ধ দৃষ্টান্ত দিতেছেন যথা, স্ত্রী পুরুষ। যথা উক্ত হইয়াছে "রজঃ সত্ত্বকে লইয়া মিথুন; সত্ত্ব রজকে লইয়া মিথুন; আর তমঃ সত্ত্ব ও রজঃ উভয়কে লইয়া মিথুন।" প্রীতি হইতেছে সুখ বা আনন্দ। প্রকাশার্থ হইতেছে প্রকাশসমর্থ, উভয়টি সত্ত্বগুণ। অপ্রীতি ও প্রবৃত্তি হইয়াছে রজোগুণ বিষাদ বা মোহ এবং নিয়ম বা স্থিতিশীলতা হইতেছে তমোগুণ। আর আনন্দ বা প্রকাশ ইহা যদ্যপি বেদবেদান্তাদিতে আত্মার গুণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে পুরুষসূক্তে যে আছে, প্রাণরূপ প্রজাপতিরা যজ্ঞ পুরুষের আরাধনা করিয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন, এস্থলে কপিল দেবও ঠিক সেই কথা বলিতেছেন। আরাধনা বা সাধনা করিতে হইলে যেরূপ পরস্পরে অভিভূত, আশ্রিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় মিথুনভাবে সংবদ্ধ ইত্যাদি হইতে হয়, এস্থলেও নির্গুণ পুরুষ ও অব্যক্ত প্রকৃতি বা অজ ও লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা (রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ) অজা প্রকৃতি (শ্বেতাশ্বতর ৪ অ।৫।) নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া প্রকৃতি পুরুষরূপ সচেতন (স্ত্রীপুরুষের দৃষ্টান্ত ভাষ্যে আছে) দুইভাগ

হইয়া অথচ একত্রে থাকিয়া সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ত্রিভাব প্রাপ্ত হইলেন। বা ঊর্দ্ধ ত্রিপাৎ পুরুষের কারণ ভাব হইল অর্থাৎ অব্যক্তের রজোগুণ বা ক্রিয়া প্রধান প্রাণরূপ প্রজাপতিরা সত্ত্বপ্রধান পুরুষের সহিত মিথুন সংবদ্ধ থাকিয়া তমঃ বা পঞ্চতন্মাত্ররূপ সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ ক্রিয়াপ্রধান প্রকৃতি বা চন্দ্রমা শক্তি সত্ত্বপ্রধান পুরুষ বা সূর্য্যনারায়ণের সংযোগে ভূলোক প্রসবকারী স্থূল অগ্নি উৎপন্ন হইল। এই কারণেই পরের শ্লোকে ইঙ্গিতে স্থূল অগ্নির লক্ষণস্বরূপ প্রদীপের দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন।

পঞ্চদশ শ্লোকে লিঙ্গ যে লক্ষণাক্রান্ত, অব্যক্তও সেই লক্ষণাক্রান্ত, অথচ কি জন্ত অব্যক্তের উপলব্ধি হয় না এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কারণের মধ্যে। "কারণ-কার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্য" অর্থাৎ কারণ কার্য্যের বিভাগহেতু, বিশ্বরূপের অবিভাগহেতু। দৃষ্টান্ত দিতেছেন—যথা ঘট দধি, মধু, জল, দুগ্ধ ধারণ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তাহার কারণ যে মৃৎপিণ্ড, এই সমস্ত ধরিতে সমর্থ নহে। এই প্রকার মহদাদি লিঙ্গ দেখিয়া অনুমান করা যায়, কারণ কার্য্যরূপে বিভক্ত হইলে সেই বিভাগগুলি ব্যক্তরূপে পরিণত হয়। অপরটি সম্বন্ধে বলিতেছেন—বিশ্ব শব্দে জগৎ, তাহার রূপ ব্যক্তি (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক পৃথক রূপে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে), বিশ্বরূপের ভাবকে বৈশ্বরূপ বলে, তাহার অবিভাগ হেতু প্রধান আছেন, এবং সেই হেতু ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের পরস্পর বিভাগ নাই, ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত। পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই সকল পঞ্চমহাভূত প্রলয়কালে সৃষ্টির ক্রমানুসারে অবিভাগকে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতে

তন্মাত্রে প্রবেশ করে, তন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে, বুদ্ধি প্রধানে। এই প্রকার ত্রিলোক প্রলয়কালে প্রকৃতিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ অবিভাগকে প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু দুগ্ধ ও দধির ন্যায় ব্যক্ত ও অব্যক্তের অবিভাগ হেতু অব্যক্তই কারণ।

পরের শ্লোকে পাই যে "রুদ্রের মস্তকে তিনটী স্রোত পতিত হইয়া একটী গঙ্গারূপে প্রবাহিত হইতেছে এই প্রকার ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত এক ব্যক্তকে উৎপন্ন করিতেছে, সেইরূপ অব্যক্তগুণ সমুদয় হইতে মহদাদি উৎপন্ন হইতেছে। অতএব ত্রিগুণ হইতেও ও তাহার সমবায় (নিত্য সম্বন্ধ) হইতে ব্যক্তরূপ জগৎ প্রকাশ পাইতেছে।" ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, কতকগুলি সূত্র সমষ্টি হইতে যেমন একটি বস্ত্র (ভাষ্যে তন্তবঃ সমুদিতাঃ পটং জনয়ন্তি শব্দগুলি আছে) প্রস্তুত হয়। পুনশ্চ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সম্বন্ধ পরিণাম বলিতেছেন। "যখন এক প্রধান হইতে ব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, তখন একরূপই হওয়া উচিত। হয় না যে, ইহা দোষের নয়, কারণ পরিণাম হেতু ভিন্ন গুণের আধার বৈলক্ষণ্যবশতঃ সলিল যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ এক প্রধান হইতে সমুৎপন্ন ত্রিভুবন একরূপ হয় না।"

পুনশ্চ ২২শের শ্লোকে পাই যে "এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যাহা ত্রৈলোক্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই তত্ত্বকে যিনি জানিতে পারেন তাঁহার মুক্তি হয়।"

উপরোক্ত তিনটী শ্লোকের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বৈদিক মার্গ নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে যে দার্শনিক আবরণ আছে, তাহা মোচন করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কি কারণে জগতে অশেষ প্রকার মতভেদ দাঁড়াইয়াছে।

পাঠক পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে ঘট ও পটের কথা স্মরণ করিবেন। ঘট শব্দে পিণ্ডাণ্ড ও পট শব্দে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়। অবৈদিক সাধক সম্প্রদায়াদিতেও এইরূপ অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘট যেরূপ তৈলাদি ধারণে সক্ষম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড হইতে উৎপন্ন জীবমাত্রেই বহুরূপশক্তির কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আর্দ্র মৃত্তিকাতে ঘটশক্তি নিহিত আছে কিন্তু কুলালচক্রের ক্রিয়া ও কুম্ভকারের বুদ্ধি প্রয়োগ ব্যতীত ঘট প্রস্তুত হয় না। সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাত্মিকা অব্যক্ত হইতে সমস্ত জীব হইয়াছে। রুদ্রের মস্তকে তিনটী ধারা ইত্যাদি। প্রথমভাগ সমন্বয়ে আমরা দেখাইয়াছি যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ও ত্রিশূলধারী রুদ্র এ তিন দেবতারই সবিতৃদেবেতে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে; এজন্য এবং অন্যান্য কারণে রুদ্র, সূর্য্যনারায়ণেরই নামমাত্র ইহা সিদ্ধ। ইহাঁর মস্তকে যে তিনটী জ্যোতির স্রোত বা শ্রেণী আছে তাহাও বলা হইয়াছে। সেই তিন স্রোতেরই ব্যক্ত ভাব স্থূল জ্যোতিরূপ জ্ঞানগঙ্গা যাহা হইতে ত্রিভুবন হইয়াছে। আর তন্তু সকল সমুদিত হইয়া যেরূপ বস্ত্র হয়, সেইরূপ বহু জ্যোতি সূত্রের সমষ্টি এক জ্যোতি হইতেই জগৎ-পট উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তিন হইতে বা বহু হইতে এক এবং এক হইতে বহু উৎপন্ন হয়।

এক্ষণে পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে, ভাষ্যকার কেন বলিতেছেন যে, বিশ্বরূপের অবিভাগ হেতু এবং পরেই বলিতেছেন যে বিশ্ব শব্দে জগৎ তাহার রূপ ব্যক্তি ইত্যাদি। আবার একবার বলিতেছেন যে "ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের পরস্পর বিভাগ নাই"। পুনশ্চ বলিতেছেন যে, "ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত।

পৃথিবী, জল ইত্যাদি পঞ্চমহাভূত তন্মাত্রে প্রবেশ করে ইত্যাদি।” তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে বিশ্ব-জগৎ-ত্রিভুবন-ত্রিলোক। তাহা হইলে ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত এবং ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত বলিলে আমরা কি বুঝিব? পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ স্থূল ভূতকে যদ্যপি ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি বলা যায় তাহা হইলে সমগ্র পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী হইল এক লোক বা ভুবন। এবং চন্দ্রমা হইলেন দ্বিতীয় লোক, সূর্য্যনারায়ণ হইলেন তৃতীয় লোক এবং ইহাঁরাই সপ্তপদার্থ বা সপ্তলোক আর যদি ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত বলা হয় তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী হইলেন পৃথিবী বা ক্ষিতি; চন্দ্রমা হইলেন অপ, সূর্য্যনারায়ণ হইলেন তেজ এবং যে মরুৎ Gases তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন তিনি হইলেন চতুর্থ ভূত, ও সৌরজগৎ ব্যাপিয়া যে আকাশ আছেন তিনি হইলেন পঞ্চম ভূত। এবং এই পঞ্চ ভূতের অন্তর্গত হইল ত্রিলোক, পরে চন্দ্রমার ন্যায় সূর্য্যনারায়ণকে বেষ্টন করিয়া এবং চন্দ্রমা যেরূপ পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়াছেন সেইরূপে সূর্য্যনারায়ণ হইতে যে সকল গ্রহ নির্গত হইয়াছেন তাঁহারা হইলেন চন্দ্রমার স্থানীয় দ্বিতীয় লোক, বা ষষ্ঠ পদার্থ। আর যে সূর্য্যনারায়ণের শক্তিতে আমাদের সমগ্র সৌরজগৎ ভ্রমণ করিতেছেন তিনি হইলেন তৃতীয় লোক, বা সপ্তম পদার্থ। অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ হইলেন ১ম লোক, তাঁহা হইতে নিঃসৃত সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহগুলি হইল ২য় লোক আর ঐ সূর্য্যনারায়ণ হইলেন ৩য় লোক। এইরূপে অসীম বিশ্বরূপের মধ্যে, আমাদিগের প্রভু মাতাপিতা সূর্য্যনারায়ণকে যদ্যপি পৃথিবী বা ক্ষিতি বলা হয় এবং গ্রহ

উপগ্রহগুলিকে অপ বলা যায় তাহা হইলে এই পিতামহ সূর্য্য নারায়ণ হইলেন তেজ, মরুৎ ও ব্যোম স্থানীয়। এবং এই সমস্ত গুলি আর এক ত্রিলোকের অন্তর্গত হইল।

উপরোক্ত রূপে বেদাদিতে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" বলিয়া "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাৎ অস্যামৃতং দিবি" বলা হইয়াছে এবং "ত্রিপাৎ ঊর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহভবৎ পুনঃ" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের (২য় অ, ৪ পা) যে ত্রিবৃৎকরণ আছে তাহাও এই। সুতরাং সাংখ্যকার কপিলদেব যে বলিয়াছেন "এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ইত্যাদি" তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাদিগের সাধনেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহা সেই বৈদিক মার্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়। গ্রন্থের শেষভাগ ৬৬ শ্লোকে প্রকৃতির সহিত রঙ্গশালাস্থিত নর্ত্তকীর তুলনা করিয়া প্রকৃতির চেতনাংশ সহিত পূর্ণভাবে উপাসনার কারণ ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন।

পাঠক এক্ষণে শান্তচিত্তে বুঝিয়া দেখুন যে এই সকল আবরণের কারণ ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শনাদিতে চিৎ ও জড়ের গ্রন্থি ভেদ করিতে না পারিয়া চেতনাকে কেবল মাত্র নিরাকারে স্থাপন করিয়াছেন। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ভেদে চেতনার তিন অবস্থা ও সাধন লভ্য তুরীয় অবস্থা ধরিয়া শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডুক্য উপনিষদে নিরাকারেই পূর্ণভাব স্থাপন করিয়া চতুষ্পাদ পুরুষ স্থির করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চেতনা বা পুরুষ নিরাকার ও সাকার।

১৭ শ্লোকে পুরুষ শব্দের প্রতিবাক্য ভাষ্যতে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।

পাঠক কঠোপনিষদে নচিকেতার যেরূপ নাম পরিবর্ত্তন হইয়া বৈশ্বানর নাম হইয়াছিল তাহা বোধ হয় মনে আছে। আরও আমরা এই কথাটী পাই, "সেই আত্মা মণিসমূহ গ্রথিত সূত্রবৎ এক। কিম্বা প্রত্যেক শরীরে অধিষ্ঠাতারূপে বহু?" এই জন্য ১৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে, "জন্ম, মরণ, করণ ( ইন্দ্রিয় ) সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নিয়ম হেতু অযুগপৎ প্রবৃত্তি হেতু আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ। ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রধানপুরুষ নির্গুণ বিবেকী ভোক্তা ইত্যাদি গুণসমূহের বিপর্য্যয় হইতে অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কর্ত্তৃত্ব হেতু পুরুষের সাক্ষিত্ব সিদ্ধ।" ১৯ শ্লোকে আরও বলিতেছেন যে "গুণসমূহেরই কর্ত্তারূপে প্রবৃত্তি; সাক্ষীর প্রবৃত্তিও নাই নিবৃত্তিও নাই ইত্যাদি। কিন্তু পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও আমি ধর্ম্ম করিব, অধর্ম্ম করিব না এইরূপ ইচ্ছার সত্তাহেতু কর্ত্তা হইলেন"। এই দোষ খণ্ডনহেতু বলিতেছেন যে "পুরুষের সংযোগ হেতু মহদাদি অচেতন লিঙ্গ চেতনবিশিষ্টের ন্যায় বোধ হয় আর গুণেরই কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়া উদাসীনকে কর্ত্তার ন্যায় বোধ হয়"।

পাঠক এক্ষণে কঠোপনিষদের নচিকেতার নাম পরিবর্ত্তনের কথাটী স্মরণ করিবেন। যেরূপ এক অগ্নিরই নচিকেতা বা ত্রিনাচিকেতা ও বৈশ্বানর প্রভৃতি নাম হইয়াছিল, সেইরূপ সাংখ্যোক্ত জ্ঞ বা চেতনার পুরুষ আত্মা প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে প্রকৃত ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিব। দশম শ্লোকে এই পুরুষ বা জ্ঞকে সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। এখানে নির্গুণ ভোক্তা সাক্ষী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। পাঠক এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন—যে

বস্তু সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ, তাহা ভোক্তা বা সাক্ষী বা বহু কিরূপে হইবে?

জন্ম মরণাদি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নিয়ম থাকাহেতু বহু বলা হইয়াছে। এখানে ব্যষ্টিভাব বা জীবভাব ও ঈশ্বরভাব দুই ভাব বলিয়াছেন। সেই পুরুষই নির্গুণভাবে অকর্ত্তা ও সগুণভাবে কর্ত্তা।

আবার সেই আত্মাকে পূর্ব্বপক্ষছলে মণিসমূহ গ্রন্থি, সূত্রের ন্যায় বলা হইয়াছে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ইচ্ছা থাকা হেতু কর্ত্তা বলা হইয়াছে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে জ্যোতি বা সূর্য্যচন্দ্রকে ও জীবকে লক্ষ্য করিয়া সেই বস্তুর বা পুরুষের কথা বলিতেছেন।

অর্থাৎ বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষকে যে কখনও নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী কখন ত্রিপাৎ কখন জীবরূপ বলা হইয়াছে সাংখ্যকারও সেই সব বলিতেছেন তবে এখনও নিরাকার ভাব ছাড়েন নাই।

বিংশ শ্লোকে যে বলিতেছেন পুরুষ চৈতন্যকারক অতএব মহদাদি লিঙ্গ সেই চৈতন্যাভাসে সংযুক্ত হইয়া চৈতন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাহাও ভানমাত্র, কেন না অহংবুদ্ধি তং জ্ঞান বা চেতনামূলক। সুতরাং যদিচ পঙ্গ্বন্ধবৎ প্রকৃতির সংযোগ অপেক্ষা করে তথাপি পুরুষকেই কর্ত্তা বলা যুক্তিযুক্ত। শ্রুতি সকলও এইরূপ বলেন।

নির্গুণ পুরুষ বাস্তবিকই অকর্ত্তা। প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইবার পর চেতনের ন্যায় কর্ত্তারূপে প্রকাশ পান। পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে চেতনের বা বোধাবোধের প্রধান গুণ প্রকাশ করা। স্থূল জগৎ ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থা সমস্তই ইঁহার নিকট প্রকাশিত হন। প্রধানের সত্ত্বগুণ ও প্রকাশার্থ (১১ শ্লোক) সুতরাং প্রধান ও পুরুষ একই বস্তু. তবে ইঁহার চেষ্টা

ভাব নিরাকার ও সাকার বা নির্গুণ ও সগুণ। অহংকার যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইয়াছে তাহা এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে নির্গুণে বা অনন্তে অহংভাব নাই, অহংভাব বলিতে গেলেই সীমা limitation বা উপাধি সংযোগ আবশ্যক। নিরুপাধিক চৈতন্য কল্পনাতীত।

পরের শ্লোকে বলিতেছেন—পুরুষের দর্শনার্থ, কৈবল্যার্থ তথা প্রধান পুরুষের সংযোগ. পঙ্গু ও অন্ধবৎ উভয়ের সংযোগ; তাহা হইতে সৃষ্টি। অর্থাৎ পুরুষের প্রধানের সহিত সংযোগ দর্শনার্থ; পুরুষ মহদাদি ভূত পর্য্যন্ত কার্য্যরূপ প্রকৃতিকে দর্শন করেন, ইত্যাদি। এই যে দর্শনার্থ বলিতেছেন তাহা কি কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা বা বোধশক্তির দ্বারা নির্গুণ সাক্ষী পুরুষ নিরাকার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বোধগম্য করেন? না। পুরুষ মহদাদি ভূত পর্য্যন্ত কার্য্যরূপ প্রকৃতিকে দর্শন করেন বলিতেছেন। কিন্তু কার্য্যরূপ প্রকৃতিকে দর্শন করিতে হইলে স্থূল চক্ষুর আবশ্যক ও জ্যোতির (সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির) আবশ্যক। সুতরাং ইঙ্গিতে ইহাই বলিতেছেন যে পুরুষের সংযোগে যে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির জন্ম হইয়াছে, তাহারাই ভগবানের চক্ষুস্বরূপ ও তাহাদের সাধনেই কৈবল্য হয়। ইহাই শ্রুতিসম্মত, হয় ত এই কারণে প্রকৃতির প্রাধান্য দেখাইয়াছেন।

পঙ্গন্ধবৎ দৃষ্টান্তটী পরিষ্কার করা উচিত। পঙ্গু ও অন্ধ কোন কোন বিষয়ে ঐক্য এবং কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য তাহা দেখা যাউক। উভয়েরই চেতনা আছে উভয়েরই প্রাণশক্তি আছে, উভয়েরই পাঞ্চভৌতিক দেহ আছে। একটির কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ চক্ষু আছে, অপরটীর নাই আর একটীর চলনশক্তি বা ক্রিয়া-

শক্তি নাই, অপরটীর আছে। অর্থাৎ একটীতে চেতনার স্বরূপে কার্য্য পূর্ণভাবে হইতেছে, অপরটীতে চেতনার কার্য্য কম পরিমাণে কম হইতেছে কিন্তু ক্রিয়াশক্তি অধিক। বাহিরেও সূর্য্যনারায়ণ বুদ্ধিপ্রধান হওয়ায় চৈতন্যের কার্য্য পূর্ণভাবে হয় এবং চন্দ্রমা মন ও প্রাণ স্থানীয় হওয়ায় সে কার্য্য কিছু কম বা মলিনরূপে হয়, কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে ইহারই ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অধিক ফল হয়। সূর্য্যনারায়ণের শক্তি কম প্রয়োগ হয়।

২২ শ্লোকে স্পষ্ট বলিতেছেন যে প্রকৃতি হইতে মহান, মহান হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোড়শগণ, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। এই ষোড়শগণের পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। কিন্তু ভাষ্যে পাইতেছি যে ব্রহ্ম অব্যক্ত, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ একপর্য্যায়ের। এবং মহান, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি এক পর্য্যায়ের এবং মহান হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার ভূতাদি, বৈকৃত, তৈজস (একাদশ ইন্দ্রিয়) অভিধান এক পর্য্যায়ের। পরে বলিয়াছেন এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যাহা ত্রৈলোক্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে সেই তত্ত্বকে যিনি (অর্থাৎ সকল আশ্রমের মনুষ্যই) জানিতে পারেন তাঁহার মুক্তি হয়। আর ৩১ শ্লোকের ভাষ্যে আছে যে, বুদ্ধি অহঙ্কারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বুদ্ধিতত্ত্বে বা জ্ঞানে অহংভাব প্রস্ফুটিত আছে। সুতরাং সসীম ব্যক্তরূপ বুদ্ধির সহিত অহংভাব উৎপন্ন হয়।

২৩ শ্লোকে অষ্ট প্রকার বুদ্ধির কথায় বলিতেছেন যে "সাত্ত্বিক বুদ্ধি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। আর ইহার বিপরীত চারিপ্রকার তামস বুদ্ধি অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ধর্ম্মের অন্তর্গত।

যম ও নিয়মের কথায় পাতঞ্জল দর্শনোক্ত তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান বলিতেছেন। এগুলির প্রকৃতভাব বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

২৫ শ্লোকে আমরা পাই যে, তামস অহঙ্কারকে পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা ভূতাদি সংজ্ঞা দিয়াছেন; সেই অহঙ্কার হইতে ভূতাদি পঞ্চতন্মাত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভূতাদি, আদি বহুলতম। তৈজস হইতে উভয়ই, সাত্ত্বিকও তামস প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যখন রজঃ দ্বারা সত্ত্ব ও তম অভিভূত হয়, তখন সেই অহঙ্কারই তৈজস সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হয়; কেন না সাত্ত্বিক অহঙ্কার নিষ্ক্রিয়, ভূতাদি তামস অহঙ্কারও নিষ্ক্রিয়; তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া তন্মাত্র সকলকে উৎপন্ন করে, সেই নিমিত্ত তৈজস হইতে উভয়ই উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে ২২ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত পুরুষ-সূক্তের 'যজ্ঞেন যজ্ঞম্' ইত্যাদির সহিত মিল করিলে আমরা পাই যে, সূক্ষ্মশক্তি অহংভাবযুক্ত তৈজস প্রাণ ও উভয়াত্মক মন, বুদ্ধির বা জ্ঞানের (যাহা নির্গুণ ব্রহ্মের গুণ) সংযোগে স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পুরুষসূক্তেও মনযুক্ত প্রাণরূপ প্রজাপতিদিগের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং নির্গুণ পুরুষের সগুণ ভাবটী, পূর্ণভাবযুক্ত যজ্ঞ-পুরুষের আরাধনা করায়, উৎপন্ন হইল বা স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

২৭ শ্লোকে পাই, মন উভয়াত্মক (অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক) ইহা সংকল্পক এবং সাধর্ম্ম্য হেতু ইন্দ্রিয় ও গুণপরিণাম বিশেষ হেতু, ইন্দ্রিয়গণের নানাত্ব। বাহ্য ভেদও তদ্রূপ। পরে ভাষ্যে পাই যে, এই সকল নানাত্ব ঈশ্বরেরও কৃত নহে, প্রধানেরও কৃত নহে এবং পুরুষেরও কৃত নহে; যেহেতু প্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কার অচেতন এবং পুরুষ অকর্তা; সাংখ্যমতে স্বভাব

শক্তি নাই, অপরটীর আছে। অর্থাৎ একটীতে চেতনার্সম্বন্ধ কার্য্য পূর্ণভাবে হইতেছে, অপরটীতে চেতনার কার্য্য কতক পরিমাণে কম হইতেছে কিন্তু ক্রিয়াশক্তি অধিক। বাহিরেও সূর্য্যনারায়ণ বুদ্ধিপ্রধান হওয়ায় চৈতন্যের কার্য্য পূর্ণভাবে হয় এবং চন্দ্রমা মন ও প্রাণ স্থানীয় হওয়ায় সে কার্য্য কিছু কম বা মলিনরূপে হয়, কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে ইঁহারই ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অধিক ফল হয়। সূর্য্যনারায়ণের শক্তি কম প্রয়োগ হয়।

২২ শ্লোকে স্পষ্ট বলিতেছেন, যে প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোড়শগণ, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। এই ষোড়শগণের পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। কিন্তু ভাষ্যে পাইতেছি যে ব্রহ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ একপর্য্যায়ের। এবং মহান, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি এক পর্য্যায়ের এবং মহান হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার ভূতাদি, বৈকৃত, তৈজস (একাদশ ইন্দ্রিয়) অভিমান এক পর্য্যায়ের। পরে বলিয়াছেন এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যাহা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে সেই তত্ত্বকে যিনি (অর্থাৎ সকল আশ্রমের মনুষ্যই) জানিতে পারেন তাঁহার মুক্তি হয়। আর ৩১ শ্লোকের ভাষ্যে আছে যে, বুদ্ধি অহঙ্কারের অভিপ্রায় জাত হইয়া ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বুদ্ধিতত্ত্বে বা জ্ঞানে অহংভাব প্রস্ফুটিত আছে। সুতরাং সসীম ব্যক্তরূপ বুদ্ধির সহিত অহংভাব উৎপন্ন হয়।

২৩ শ্লোকে অষ্ট প্রকার বুদ্ধির কথায় বলিতেছেন যে "সাত্ত্বিক বুদ্ধি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। আর ইহার বিপরীত চারিপ্রকার তামস বুদ্ধি অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ধর্ম্মের অন্তর্গত।

যম ও নিয়মের কথায় পাতঞ্জল দর্শনোক্ত তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান বলিতেছেন। এগুলির প্রকৃতভাব বৈশেষিক দর্শন সমন্বয়ে দেওয়া হইয়াছে।

২৫ শ্লোকে আমরা পাই যে, তামস অহঙ্কারকে পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা ভূতাদি সংজ্ঞা দিয়াছেন; সেই অহঙ্কার হইতে ভূতাদি পঞ্চ-তন্মাত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভূতাদি, আদি বহুলতম। তৈজস হইতে উভয়ই, সাত্ত্বিকও তামস প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যখন রজঃ দ্বারা সত্ত্ব ও তম অভিভূত হয়, তখন সেই অহঙ্কারই তৈজস সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হয়; কেন না সাত্ত্বিক অহঙ্কার নিষ্ক্রিয়, ভূতাদি তামস অহঙ্কারও নিষ্ক্রিয়; তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া তন্মাত্র সকলকে উৎপন্ন করে, সেই নিমিত্ত তৈজস হইতে উভয়ই উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে ২২ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত পুরুষ-সূক্তের 'যজ্ঞেন যজ্ঞম্' ইত্যাদির সহিত মিল করিলে আমরা পাই যে, সূক্ষ্মশক্তি অহংভাবযুক্ত তৈজস প্রাণ ও উভয়াত্মক মন, বুদ্ধির বা জ্ঞানের (যাহা নির্গুণ ব্রহ্মের গুণ) সংযোগে স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পুরুষসূক্তেও মনযুক্ত প্রাণরূপ প্রজাপতিদিগের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং নির্গুণ পুরুষের সগুণ ভাবটী, পূর্ণভাবযুক্ত যজ্ঞ-পুরুষের আরাধনা করায়, উৎপন্ন হইল বা স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

২৭ শ্লোকে পাই, মন উভয়াত্মক (অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক) ইহা সংকল্পক এবং সাধর্ম্ম্য হেতু ইন্দ্রিয় ও গুণপরিণাম বিশেষ হেতু, ইন্দ্রিয়গণের নানাত্ব। বাহ্য ভেদও তদ্রূপ। পরে ভাষ্যে পাই যে, এই সকল নানাত্ব ঈশ্বরেরও কৃত নহে, প্রধানেরও কৃত নহে এবং পুরুষেরও কৃত নহে; যেহেতু প্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কার অচেতন এবং পুরুষ অকর্ত্তা; সাংখ্যমতে স্বভাব

নামে একটী কারণ আছে। সুতরাং স্বভাব হইতে গুণের পরিণাম বা নানাত্ব হয়।

পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে এই স্বভাব কাহার? সাংখ্যমতে পুরুষ যদ্যপি অকর্ত্তা, নির্গুণ ইত্যাদি হইলেন, তাহা হইলে অব্যক্ত প্রকৃতিরই স্বভাব বা নিজ ভাব হইতেই নানাত্ব হয় বলিতে হইবে। অব্যক্তের অপর নাম ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা কারণভাব। অন্যরূপ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল ভাণ মাত্র।

এতাবৎ প্রাণের কথা না বলিয়া ২৯ শ্লোকে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু সামান্য করণবৃত্তি বলিতেছেন। অর্থাৎ প্রাণের স্পন্দন-ক্রিয়াই ত্রয়োদশবিধ (দশ ইন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) সামান্য বৃত্তিপ্রযুক্ত, প্রাণই করণদিগের জীবনীশক্তি; প্রাণই (দেহ) পিঞ্জর-স্থিত পক্ষীর ন্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালন অর্থাৎ চলন-শক্তি বা গতি-শক্তি সম্পাদন করে। ইহাদিগের ঊর্দ্ধ ও অধোগমন প্রভৃতি পঞ্চরূপ ক্রিয়া আছে বলিয়াছেন আর পূর্ব্বের শ্লোকে পঞ্চ বলিয়া ইন্দ্রিয়-গুলির কার্য্য বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চ প্রাণকে তত্ত্বের মধ্যে ধরা হয় নাই। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকে কর্ম্ম বলিয়া ভিন্ন পদার্থরূপে ধরিয়াছেন। উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ হইতেছে ঊর্দ্ধগতি প্রাণ ও অধোগতি অপান। ব্যান হইতেছে সর্ব্বতোগামী গতি। সমং একাকারং। অর্থাৎ ভুক্ত অন্নকে রস ও মল রূপে একাকারে পরি-ণত করে এবং আকুঞ্চিত করে। সেই হেতু সমান। উদান হই-তেছে প্রসারণ। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আমরা আবরণ ছেদ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সূর্য্যনারায়ণ বা পঞ্চকেরই কর্ম্ম বা কূর্ম্ম-রূপ পঞ্চ বায়ু ইহাদিগকেই বলে। বেদ মতে প্রাণরূপ প্রজাপতি দেবতা বলিয়া ইহাদিগকেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য-

কারিকার ২২ হইতে ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাঁহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, প্রথমভাগের ৪৬ ৪৭ পৃষ্ঠায় সপ্তাস্যাসন্ ও যজ্ঞেন যজ্ঞম্ মন্ত্র দুইটীর সহিত সম্পূর্ণ মিল আছে। আর ৫১ শ্লোকে তর্ক, শব্দ, অধ্যয়ন ইত্যাদির অন্তর্গত বেদাদি অধ্যয়ন হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মোক্ষ হয় এই কথাটা আছে। আমরাও সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত মিল করিয়া পুনশ্চ দেখাইতেছি। অব্যক্ত ব্রহ্মেরই বিকার, মহান বা বুদ্ধির চারিটী সাত্ত্বিক ভাব, ধর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। ব্রহ্মসূত কপিল এই চারিটী সাত্ত্বিক ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা সবিতৃদেবের ভাব যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রেরক।

অভিমান বা অহঙ্কার একটী ভিন্নতত্ত্ব বা পদার্থ নহে। তৈজস বা রজঃ বা ক্রিয়াশক্তি বা প্রাণতত্ত্ব, সত্ত্ব ও তমঃ উভয়কেই ঊর্দ্ধগতি ধর্ম্মাদি ও অধোগতি অধর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত করে। তন্মাত্ররূপে প্রথম ধর্ম্ম সকল উৎপন্ন করে। মন সংকল্পক ও উভয়াত্মক অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের সহিত মিলিত হইলে সাধর্ম্ম্য হেতু বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বৎ হয় অর্থাৎ প্রাণের সহিত ইহাদিগকে উৎপন্ন করে এবং নামাত্ব কল্পনা করে। সাত্ত্বিক ও বৈকৃত অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আদি বহুল তমই ভূতাদি বা আদিভূত পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন করে। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সমস্ত তমসাচ্ছন্ন ছিল বা অব্যক্ত ভাব ছিল, তাহা হইতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব ও পঞ্চতন্মাত্র হইল। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, কারণ ভাবে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ বা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ তিন অবস্থাই হইল। ইহা মায়াশক্তিযুক্ত ঈশ্বরের তটস্থ ভাব। এই সৃষ্টিকার্য্য যে যুগপৎ (এককালীন) ও ক্রমশঃ এবং মহদাদি ভেদে, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও

মনরূপ অন্তঃকরণ ত্রিবিধ এবং ইহাদিগের ব্যাপ্তি ইচ্ছা আছে। এবং বুদ্ধি অহঙ্কারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পুরুষার্থের নিমিত্ত আপন বৃত্তি প্রতিপাদন করে, ইহা পরের শ্লোকদ্বয়ে বলিয়াছেন। *পরিণামবাদী সাংখ্যের সৃষ্টিকার্য্য যুগপৎ হওয়া কখনও যুক্তির* কথা নহে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ (ঈশ্বরেচ্ছায়) যে ভিন্ন নহে, ইহা সাংখ্যকার বিলক্ষণ জানিতেন। আরম্ভ ও পরিণাম একত্রেই হইয়া থাকে। সেই অহঙ্কার প্রধান প্রাণরূপ প্রজাপতিরাই নির্গুণ সগুণ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া স্থূল সৃষ্টি করিলেন।

কিরূপে হয় তাহা পরের কয়েক শ্লোকে বলিতেছেন। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনকে দ্বারী (অর্থাৎ চেতনাবিশিষ্ট) বলিয়াছেন। দশ ইন্দ্রিয়কে দ্বারস্বরূপ বলিতেছেন। ৩৫। ইহারা প্রদীপের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন ও গুণবিশেষ (গুণ হইতে উৎপন্ন) ইহারা পুরুষের অর্থকে প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রদান করে। ৩৬। যেহেতু বুদ্ধি পুরুষের সর্ব্বপ্রত্যুপভোগ সম্পাদন করে সেই বুদ্ধি আবার প্রধান ও পুরুষের সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশেষ করিয়া দেয় অর্থাৎ নানাত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেয়। ৩৭।

তন্মাত্র সকল অবিশেষ বিষয়। সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। ইহাদিগকে বিশেষ বিষয় কহা যায় এবং ইহারাই শান্ত ঘোর ও মূঢ়। ৩৮। সূক্ষ্ম শরীর মাতৃপিতৃজ শরীর ও মহাভূত সকল এই তিনটী বিশেষ বিষয়। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম নিয়ত এবং মাতৃপিতৃজ ক্ষয়শীল। ৩৯।

*৩৫ শ্লোকে দ্বারী শব্দ প্রয়োগ করিয়া চেতনাবিশিষ্ট বলিতেছেন। এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে দ্বারস্বরূপ*

বলায় স্থূল জগৎ বা বাহ্য বিষয় হইতে মধ্যদেশবর্ত্তী ইহা বলিতেছেন। See App note. 8.

প্রদীপের দৃষ্টান্ত আনিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল অগ্নি পঞ্চ স্থূল মহাভূতের মধ্যস্থানীয়। ইনিই স্থূল পদার্থ সমস্তকে সূক্ষ্মভাবে লইয়া যান। সৃষ্টিকালে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমাশক্তির সংযোগে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই পাঞ্চভৌতিক পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই প্রদীপেও পঞ্চভূত আছে। বর্ত্তিকা হইল পৃথিবী; তৈল জল; শিখা অগ্নি; বায়ু সংযোগ না হইলে প্রদীপ জ্বলে না। এবং আকাশ বা অবকাশ না থাকিলে শিখা কোথায় স্থিত হইবে। ৩৬ শ্লোকে প্রদীপের গুণাগুণ বলিতেছেন, প্রদীপ যেরূপ বাহ্যবিষয় সকল পুরুষের বুদ্ধিতে অর্পণ করে, সেইরূপ মনও বুদ্ধিরূপ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের জ্যোতির দ্বারা ( অর্থাৎ জ্যোতি সাধন করিলে ) সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ প্রকাশিত হয়। এবং প্রদীপেরও চেতনা আছে। বর্ত্তিকা তৈল ও শিখা এই তিনের সংযোগে যেরূপ স্থূলপদার্থ প্রকাশ হয়, সেইরূপ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সংযোগে ত্রৈকালিক বিষয় সকল প্রকাশিত বা প্রত্যক্ষ হয়।

৩৭ শ্লোকে সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশেষ করিয়া দেয় অর্থাৎ নানাত্ব প্রতিপাদন করে। অব্যক্ত প্রকৃতি বা ব্রহ্ম এবং নির্গুণ পুরুষ একই কথা, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, যাহা জ্ঞান সাধনে লব্ধ হয়। জ্যোতি সেই পুরুষের মহান্ রূপ, ইহা অপেক্ষা মহত্তর বা বৃহৎ রূপ আর নাই। ইহাতেই নানাত্ব বা বিভেদ হয় অর্থাৎ বর্ণ বা জাতি হয় ( Color, Genus and species ) আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত ইত্যাদি হয়, কেন না তন্মাত্র-

রূপে ইনি অবিশেষ। এই মহান্ বা বুদ্ধি বা জ্যোতি-সুর্ব্বপ্রকার প্রত্যুপভোগ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বা মূঢ়, ঘোর ও শান্ত তিন ভাবই সৃষ্টি করেন ও উপভোগ করেন। এই তিন তিন ভাব, জ্যোতিঃ বা তেজও আকাশাদি সপ্ত পদার্থেই আছে বলিতেছেন। পুরুষসুক্তের ত্রিসপ্তের সহিত মিল আছে।

৩৭ শ্লোকে "সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশেষ করিয়া দেয়" ইত্যাদি বলিয়া ৩৯ শ্লোকে সূক্ষ্মশরীরের কথা ও স্থূলশরীর বা পঞ্চ স্থূলভূতের কথা স্পষ্ট বলিতেছেন। এবং পিণ্ডাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব স্থাপন করিতেছেন। কারণ, সৃষ্টির কথা ও পঞ্চমহাভূতের কথা বলিতে বলিতে ক্ষয়শীল মাতৃপিতৃজ শরীরের কথা বলিবেন কেন। সূক্ষ্ম শরীর দুইয়েরই এক অর্থাৎ জ্যোতি। আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী সকল সম্প্রদায়েই দেহান্ত হইলে ৺দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হওয়া বলেন। আর ঈশ্বরের সম্বন্ধেও জ্যোতি সূক্ষ্মশরীর, পঞ্চমহা-ভূত স্থূলশরীর। তন্মাত্ররূপী কারণ শরীর জ্যোতির অন্তর্গত।

ভাষ্যেতেও আছে যে, এই নিয়ত সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্মকর্ম্মবশতঃ ইন্দ্রাদি লোকেতে সংসরণ করে। ইন্দ্রাদি বলিতে—ইন্দ্র বা চন্দ্রমা, ইনি হইলেন কর্ম্ম ও অন্যটী সূর্য্যনারায়ণ হইলেন ধর্ম্ম। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও কর্ম্মের তারতম্যবশতঃ ৺প্রাপ্ত হয়। বাকী পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়।

এই সূক্ষ্ম শরীর কিরূপে সংসরণ করে তাহা বলিতেছেন। পূর্ব্বোৎপন্ন, অসক্ত, নিয়ত, মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সংসরণ করে। নিরূপভোগ, ভাবের দ্বারা অধিবাসিত, লিঙ্গ। ৪০। এই শ্লোকটীতে অনেক কথা আছে। পূর্ব্বোৎপন্ন অর্থাৎ জগৎ যখন উৎপন্ন হয় নাই; স্বভাবের আদি সর্গে অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ সময়ে সূক্ষ্ম

শরীর (প্রলিঙ্গে) উৎপন্ন হইয়াছিল। অসক্ত অর্থাৎ অসংযুক্ত, সূক্ষ্মত্ব হেতু পশ্বাদি দেব মনুষ্য যোনিতেও আবদ্ধ নহে, এবং পর্ব্বতাদি যোনিতেও অপ্রতিহতরূপে সংসরণ করে, অর্থাৎ সমস্ত যোনিতে ভ্রমণক্ষম। ইহা Ether ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিয়ত অর্থাৎ নিত্য। যাবৎ জ্ঞান উৎপন্ন না হয় তাবৎ সংসরণ করে। "যজ্ঞেন যজ্ঞম্" মন্ত্রের ইহারাই (Ethers) প্রথম ধর্ম্ম বা জগৎকে ইহারাই ধারণ করিয়া আছেন। ২৪ শ্লোকের ভূতাদি বা আদি বহুলতম মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত অর্থাৎ বুদ্ধি অহংকার মন ও পঞ্চ তন্মাত্র পর্য্যন্ত—

"শূলগ্রহপিপীলিকাবৎ ত্রীনপি লোকান্ সংসরতি।"

অর্থাৎ শূলদণ্ডে তিন তিন ষট্পদ পিপীলিকার ন্যায় বা ত্রিশূল-ধারী মহাদেবের গাত্রে পিপীলিকাবৎ ত্রিভুবনে সংসরণ করে। শূল বলিতে শূলদণ্ড বা magnet বা অণ্ড অথবা ত্রিশূলধারী মহাদেব। এই সৌরজগৎ অথবা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই মহাদেব বা মহে-শ্বর বা পরমেশ্বরের গাত্র বা অষ্টমূর্ত্তি। ইহাতেই তিনলোক অবস্থিত এবং প্রত্যেক লোকেতেই তিনটী, বা positive ও negative ভেদে, ছয়টী করিয়া vibrations দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষুও ৬।৬৪।৬৬ সূত্রের ভাষ্যে অহংকারকে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং মহত্তত্ত্বকে বিষ্ণুর স্থানীয় বলিয়া গিয়াছেন। অন্যত্র আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুতে বুদ্ধির বা মহৎ তত্ত্বের দেবতা ব্রহ্মা ও রজকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের কূর্ম্ম বা আত্মার কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সহিত যোগ করিয়া পাঠক দেখিবেন। নিরুপভোগ অর্থাৎ ভোগরহিত, কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম শরীর বাহ্যোপচয়ের সহিত অর্থাৎ মাতৃ-

পিতৃজলিতে শরীরের সহায়ে ক্রিয়াধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া বিষয়াদি ভোগে সমর্থ হয়। ভাবের দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্মাদির দ্বারা উপরঞ্জিত। অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধোগমনাদির দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্ম ও কারণ ভাব অর্থাৎ জ্যোতিই কিঞ্চিৎ স্থূলভাবে পরিণত হইয়া ক্ষণকালের জন্য মূর্ত্তি বা লীলা বিগ্রহ ধারণ করিতে পারে; স্থায়ী হইতে পারে না। ৪১।

পুরুষার্থ হেতু নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গের দ্বারা প্রকৃতির বিভুত্বযোগ হইতেই লিঙ্গ শরীরের, নটের ন্যায় কার্য্যকরণের ব্যবস্থা সম্পাদিত হয়। ৪২।

সাধক-সম্প্রদায়দিগের জন্য এই শ্লোকটি নিতান্ত আবশ্যকীয়। পুরুষার্থ সাধনকরণার্থ প্রধানের প্রবৃত্তি দুই প্রকার, যথা শব্দাদি উপলব্ধি এবং গুণ ও পুরুষের অন্তর অর্থাৎ ভেদ উপলব্ধি। শব্দাদি উপলব্ধি এবং গন্ধাদিভোগ ব্রহ্মলোকেতেও হইয়া থাকে, কিন্তু গুণ ও পুরুষের ভেদ উপলব্ধি হইলে মোক্ষ হয়; তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে পুরুষার্থ হেতু এই সূক্ষ্ম শরীরের প্রবৃত্তি। একারণ সাংখ্যকারিকার মধ্যে বার বার চারিবার একথা বলিয়াছেন। নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গের দ্বারা—নিমিত্ত = ধর্ম্মাদি; নৈমিত্তিক অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধোগমনাদি। পরে ৪৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মাদির দ্বারা উর্দ্ধগমন এবং অধর্ম্মাদির দ্বারা অধোগমন আর জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয় ইত্যাদি।

নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ দুইটীর অবতারণা করিয়া ও ধর্ম্ম শব্দকে দুই অর্থে ব্যবহার করিয়া দর্শনোচিত আবরণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ধর্ম্মাদিই যদ্যপি পুরুষার্থের নিমিত্ত হইল, তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ লাভ হয় বলেন কেন? এবং ধর্ম্মাদির

দ্বারা উর্দ্ধগমনাদি হয় বলেন কেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, একবার ধর্ম্মশব্দ নিমিত্ত বা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে (৪২) ব্যবহৃত হইয়াছে ও অন্যবার (৪৪ শোকে) ধারণ করা বা শক্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক উভয় প্রসঙ্গের দ্বারা পুরুষার্থ হয় বলিয়া পূর্ণভাবে উপাসনা আবশ্যক বলিয়াছেন। কেবল উর্দ্ধগমনশীল নৈমিত্তিক প্রাণাদির দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্র সাধনরূপ শব্দব্রহ্ম প্রাণব্রহ্ম, (The great Breath or one Life) রূপব্রহ্ম রসব্রহ্ম, ও গন্ধব্রহ্মরূপ লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় মোক্ষ লাভ হয় না। কিন্তু নিমিত্ত নৈমিত্তিক উভয় প্রসঙ্গের দ্বারা নটের ন্যায় বলাতে বুঝায়—যেরূপ চেতনাবিশিষ্ট নট পটের অভ্যন্তর হইতে একবার দেবতা, একবার মনুষ্য ও একবার বানর গর্দ্দভাদিরূপ অর্থাৎ পশুযোনির সঙ্ সাজেন, সেইরূপ জ্যোতি-পটের অন্তরালে যাইতে হইবে তবে মোক্ষলাভ হইবে। সেই জ্যোতি-পট হইতেই মনুষ্য ও পশ্বাদি সমস্ত জাতিই নির্গত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি ভাব সকল যে কি বস্তু এইবার আরও স্পষ্ট রূপে ইঙ্গিত করিতেছেন। সেই গুলিকেই তিন প্রকার বলিতেছেন; যথা সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক; এবং বৈকৃতিক ধর্ম্মাদি করণাশ্রয়ি, কললাদি কার্য্যাশ্রয়ি। সাংসিদ্ধিক যথা প্রকৃতির আদি সর্গে অর্থাৎ প্রকৃতির আদি প্রকটাবস্থায় ভগবান্ কপিলদেবের সহিত চারিটি ভাব ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রাকৃতিক অর্থাৎ ব্রহ্মার চারিটি পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। বৈকৃত যথা গুরুর মূর্ত্তিকে নিমিত্ত করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় ইত্যাদি।

প্রকৃতির আদি প্রকটাবস্থায় ইত্যাদি বলায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে

যে, কোন মনুষ্য দেহধারী কপিলের কথা নহে ; কপিলশব্দ নিশ্চয়ই আদি দেব বা আদিত্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণী ভাবকে বুঝাইতেছে। আবার সেই প্রকৃতিশব্দ পুত্র ও কন্যাদির দ্বারা নির্দ্দেশ করায় চারিটী স্থূলভাব বা চতুষ্পাদ পুরুষের কথা বলিতে-ছেন। এই পুত্রচতুষ্টয়ই ব্রহ্মার সপ্ত পুত্র ( সপ্ত পদার্থ ) রূপে পূর্ব্বে ( ১ শ্লোকে ) কথিত হইয়াছে। সনাতন অর্থাৎ আদি বা আদিত্য ; সনক হইল বিষ্ণুসখা চন্দ্রমাশক্তি এবং সনন্দ হইল জনলোকবাসী (ভূতাকাশবাসী) স্থূল পৃথিবী ; সনৎকুমার হইল আদি কুমার বা মনুষ্য। সাংখ্যদর্শনেও যে কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ আছে তাহাও এই সপ্ত। কপিল যদ্যপি সূর্য্যনারায়ণের নাম হইল, তাহা হইলে আসুরি হইলেন তাঁহা হইতে জ্যোতি প্রাপ্ত চন্দ্রমা ; চন্দ্রমার এক নাম অসুর তাহা প্রথমভাগে ৮৩ পৃঃ আছে। পঞ্চশিখ হইল পঞ্চ জ্যোতি বা পঞ্চাগ্নি বা পঞ্চভূত।

প্রকৃতির আদি স্বর্গে অর্থাৎ আদি প্রকটাবস্থায় ভগবান্ কপিল দেবের সহিত চারিটি ভাব, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহারা কারণ ভাব, কেন না আদি স্বর্গ বলিতেছেন। প্রাকৃতিক অর্থাৎ ব্রহ্মার চারিটি পুত্র, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার ইহাঁরা প্রাকৃতিক বলায় কার্য্যভাব বা স্থূলভাব বুঝাইতেছে।

বৈকৃতিক ভাবের কথায় বলিতেছেন গুরুর মূর্ত্তিকে নিমিত্ত করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্তি হয় এবং জ্ঞান হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ গুরুমূর্ত্তি নিমিত্ত করিয়া ইত্যাদি বলিলেন কেন ? কললাদি অর্থাৎ মাতৃপিতৃজ শোণিত ও শুক্রসংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বুদ্বুদ

মাংসপেশী ইত্যাদি এ কথাই বা বলিয়াছেন কেন? সার কথা এই যে, সাংখ্যকার কপিলনামে ঋষি থাকিলেও যেরূপ কপিলশব্দে সূর্য্যনারায়ণকে বুঝায় এবং পিণ্ডাণ্ডের কলল ও বহির্ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল পৃথিব্যাদি হইল প্রাকৃতিক ভাব, সেইরূপ গুরুমূর্ত্তি ইত্যাদি বলিতেও মনুষ্যরূপী গুরু ও জ্যোতিরূপী পরমগুরুকে বুঝিতে হইবে। ইহাই বৈকৃতিক ভাব। গুরুশব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞান দেন; ইহা জ্যোতিরই ধর্ম্ম। জ্যোতিই সাংসিদ্ধিক বা আদি ভাব চৈতন্য হইতে বিকৃত সূক্ষ্মভাব। এবং মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইল প্রাকৃতিক বা স্থূলভাব। সুতরাং বৈকৃতভাব যদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, তাহা কেবল জ্যোতিকেই বুঝাইতেছে, গুরুর স্থূলমূর্ত্তি নহে। মনুষ্যরূপী গুরু হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাও গুরুর বাক্‌শক্তি ও জ্যোতি দ্বারা; স্থূলমূর্ত্তি তাহার হেতু নহে। এই জ্যোতি পুরুষকেই পাতঞ্জলদর্শনে "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" বলিয়াছেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে যে আদি বুদ্ধ বলা হইয়াছে তাহা ইঁহাকেই বুঝায়। ইনিই প্রকৃত পক্ষে, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অজ্ঞানকে বা কর্ম্মকে নাশ করিয়া মুক্তি দেন। এই অজ্ঞান দ্বারাই জীব বদ্ধ হয়েন ও জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়েন, তাহা পরের শ্লোকে (৪৪) বলিতেছেন।

জ্ঞান ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম বৈরাগ্যাদির দ্বারা ঊর্দ্ধগমনাদি হয়, মোক্ষ হয় না।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই শ্লোকটীর ভাষ্যে বলিতেছেন, মোক্ষলাভে হইলে পুরুষকে "পরমাত্মা উচ্যতে"। ক্রমশঃ জ্ঞ শব্দের পরিবর্ত্তে আত্মা, পুরুষ, পরমাত্মা প্রভৃতি সকল প্রকার বৈদিক শব্দগুলিই প্রয়োগ করিতেছেন। প্রকৃতির অপর নাম

যে ব্রহ্ম, তাহাও বলিয়াছেন। সুতরাং অব্যক্ত ও ব্রহ্মে যে ভেদ, তাহা কেবল দার্শনিক আবরণ ও ভাণমাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, অব্যক্ত সগুণ ব্রহ্ম ও জ্ঞ নির্গুণ ব্রহ্ম। যদিচ পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে ধ্যানের সময়ে শিবদুর্গা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় কল্পনা করিবার ব্যবস্থা আছে অথবা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সাবিত্রী উপাসনার কালীন এই সকল পৌরাণিক মূর্ত্তি সবিতৃমণ্ডল মধ্যে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু শাস্ত্রাদিতে এইরূপ আবরণ থাকিবার কারণ এবং শঙ্কর প্রমুখ বিবর্ত্তবাদীরা জগৎকে জড় বলার কারণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা জ্যোতিকে অপ্ ও তেজ বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে কেবলমাত্র মনুষ্যসদৃশ উপরোক্ত দেবতামূর্ত্তি সকলই ধ্যান করিবার প্রথা চলিত হইয়াছে। আর সন্ত প্রভৃতি অন্যান্য সাধক-সম্প্রদায়দিগের মধ্যে কেবলমাত্র মনুষ্যরূপী গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান করিবার প্রথা চলিত হইয়াছে। এবং ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যেও সবিতৃদেবকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ জগৎপ্রসবিতা বলায় প্রকৃত আদি গুরুমূর্ত্তি যে জ্যোতি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন।

৫১ শ্লোকে অষ্টসিদ্ধির কথা বলিয়াছেন, যথা—তর্ক, শব্দ (শ্রবণ), অধ্যয়ন, ত্রিবিধ বিঘাত, সুহৃৎ প্রাপ্তি ও দান ইহারা অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদি এই অষ্টসিদ্ধি (যা ২৩ শ্লোকের ঐশ্বর্য্য) অন্যান্য শাস্ত্রে অণিমা, মহিমা, লঘিমা ইত্যাদিরূপে কথিত হয় এবং শাস্ত্রান্তরে তার, সুতার, তারতার, ইত্যাদিরূপে কথিত হয়, তাহাও ভাষ্যকার বলিতেছেন; কিন্তু সাংখ্যকর্ত্তা যেরূপে নামকরণ করিয়াছেন, তাহার আবরণ মোচন করিলে বুঝা যায় যে, ইহারা

এবং ৪৭।৪৯।৫০ শ্লোকের ১১ ইন্দ্রিয়াভিঘাত ( সূক্ষ্ম ও স্থূল ) ও ১৭ বুদ্ধ্যভিঘাত; সাত্ত্বিক অষ্ট সিদ্ধি এবং নয় রাজসতুষ্টি :—প্রকৃতি সগুণ কি নির্গুণ কেবলমাত্র জানা, ত্রিদণ্ড কমণ্ডলুগ্রহণমাত্র = উৎপাদন = অহঙ্কার, কাল = সূর্য্যনারায়ণ, ভাগ্য = চন্দ্রমা এবং পঞ্চ বাহ্যবিষয় হইতে উপরতি, সেই বৈদিক অষ্ট পদার্থেরই বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ করা। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের তর্ক বা বিচার বা ভেদজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় ইহাই তর্কাখ্যা প্রথম সিদ্ধি। শব্দ অর্থাৎ শ্রবণ জ্ঞান হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হয় এবং ইহা হইতে মোক্ষ হয়, তজ্জন্য ইহাকে শব্দাখ্যা দ্বিতীয় সিদ্ধি বলা হয়। বেদাদি অধ্যয়ন হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং মোক্ষ হয় ইহা তৃতীয় সিদ্ধি।

আধ্যাত্মিক (আত্মা সম্বন্ধীয় ৫০) আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নাশের নিমিত্ত গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশ হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ইহাই চতুর্থ সিদ্ধি। ইহাই দুঃখত্রয় ভেদে তিন প্রকার ধরিলে ছয় প্রকার সিদ্ধি হয়।

উপরোক্ত বিবরণে বেদাদি শব্দ প্রয়োগ থাকায় আমরা সাঙ্গ বা ষড়ঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন বলিতে পারি। তাহার মধ্যেই অর্থাৎ সাঙ্গ ও সরহস্য অধ্যয়নের মধ্যেই শব্দজ্ঞান বা স্বর এবং বিচার উভয়টিই আছে। তথাপি যে পদ্ধতিতে স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে তর্ক জ্ঞানপ্রধান কারণ ভাবকে বুঝাইতেছে, শব্দ সূক্ষ্মভাবকে এবং অধ্যয়ন স্থূলভাবকে বুঝাইতেছে। আর আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখত্রয়েও স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তিনটী ভাব আছে। সুতরাং ঐই দুঃখত্রয় নাশের জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অর্থাৎ সেই বৈদিক

ষষ্ট পদার্থের সাধন করিতে হইবে। সাংখ্যের মত কিছুমাত্র ভিন্ন নহে ইহাই ইঙ্গিতে বলিতেছেন। আরও দেখুন যে, যে বেদাদির নিন্দা পূর্ব্বে করিয়াছেন সেই বেদাদি অধ্যয়ন করিলেই মোক্ষ হয় বলিতেছেন। কিরূপ গুরুর নিকট যাইতে হইবে তাহা সুহৃৎ প্রাপ্তি ও দান (৭ম ও ৮ম সিদ্ধি) শব্দের দ্বারা আবরণ করিয়া বলিতেছেন। সুহৃৎ শব্দে বন্ধু যিনি প্রাণ ও মন হরণ করেন এবং অর্পণ করেন। সুতরাং ৭ম পদার্থ জ্যোতি পুরুষের কথাই বলিতেছেন বুঝিতে হইবে, যিনি সমস্ত জগৎকে হরণ করেন ও পালন করেন। এই সুহৃৎ শব্দ ও সখা শব্দ শাস্ত্রাদিতে এইভাবে বহু প্রয়োগ আছে। দান—যিনি (৮ম জীব) কোন মহাত্মাকে আশ্রয়, ঔষধি, ত্রিদণ্ড ও অন্নাদি দান করেন ও জ্ঞানপ্রাপ্তে মুক্ত হন।

৫২ শ্লোকে বলিতেছেন যে—ভাব বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না, লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের নিবৃত্তি হয় না, সেই হেতু লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য এই দ্বিবিধ সর্গের প্রবৃত্তি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার অর্থাৎ অদৃষ্ট বশাৎ উত্তরোত্তর দেহ প্রাপ্তি হেতু ভাব অর্থাৎ প্রত্যয় সর্গ বিনা লিঙ্গ ও তন্মাত্র সর্গ অবস্থিতি করিতে পারে না। লিঙ্গ ও তন্মাত্র সর্গ বিনা, ভাবের নিষ্পত্তি হয় না; স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্তির কারণ ধর্ম্মাদি এবং তাহারা উভয়ই অর্থাৎ ধর্ম্মাদি (ভাবসর্গ) ও সূক্ষ্ম দেহ (লিঙ্গ সর্গ) ইহারা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি হেতু পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়; ব্যক্তিগত পরস্পর অনপেক্ষিত্ব হেতু ও তজ্জাতীয়াপেক্ষিত্ব হইলেও দোষের কারণ নহে, সেই হেতু ভাবাখ্য ও লিঙ্গাখ্য দ্বিবিধ সর্গের প্রবৃত্তি। লিঙ্গ শব্দের অর্থ ১০ শ্লোকে এইরূপ করিয়াছেন—যাহা পরে পরে অব্যক্তে লীন হয় অর্থাৎ মহদাদি অর্থাৎ মহৎ, অহংকার, পঞ্চ

তন্মাত্র ইন্দ্রিয়াদি। এ স্থানে লিঙ্গ ও তন্মাত্র সর্গ পৃথক বলিতেছেন।

ভাবশব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি (৪০) যাহাদিগের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি আছে। কিন্তু ৪৩ শ্লোকে ভাব তিন প্রকার বলিয়াছেন। সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই বুঝা যায় যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ দুই ভাব এবং সাংসিদ্ধিক প্রভৃতি তিন ভাব একই কথা অর্থাৎ ছান্দোগ্যোক্ত উৎক্ষেপণ ও অধঃক্ষেপণ এবং আকুঞ্চন ও প্রসারণরূপ গতি দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ বা প্রাণরূপ প্রজাপতিদিগের দ্বারা তন্মাত্র সর্গ লিঙ্গ (সূক্ষ্ম) সর্গ, ও স্থূল সৃষ্টি হইল। সেই বৈদিক কথা।

৫৩। অষ্ট প্রকার দৈবযোনি, তির্য্যক্‌যোনি পঞ্চবিধ, মনুষ্য-যোনি একবিধ, সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সর্গ।

এই চতুর্দ্দশ ভূত বা যোনি বা লোক লইয়া অনেকের পরিষ্কার বোধ নাই। ইহা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা উচিত।

দৈবযোনি অষ্ট প্রকার, যথা—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। তির্য্যক্‌যোনি পঞ্চবিধ—পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর ভূত সকল। মনুষ্যযোনি এক প্রকার। ত্রিলোকেতেই ত্রিগুণ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে কোথায় কোন গুণ অধিক তাহা পরের শ্লোকে বলিতেছেন। ঊর্দ্ধে সত্ত্বগুণের আধিক্য; অধঃসর্গে তমোগুণের আধিক্য; মধ্যে রজোগুণের আধিক্য; ইহাই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বলিতে বা ত্রিলোক বলিতে পৃথিবী, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই সকল লোক বা যোনি এই তিন পদার্থ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ৪৫ শ্লোকে পাই-য়াছি যে ধর্ম্মাদির দ্বারা ঊর্দ্ধ অষ্ট স্থান (ব্রহ্মলোক হইতে পিশাচ

লোক ) প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়। সুতরাং মুক্তি বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এক নহে। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে গেলে জ্ঞানের দ্বারা বা বরেণ্যম্ ভর্গের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

তাহা হইলে দৈব অষ্ট স্থান বা লোকের মধ্যে ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বলিতে সূর্য্য নারায়ণ যে "ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ ক্রিয়াশীল ভর্গ ও যে ভর্গ অন্নাদি দেন সেই প্রজাপতিরূপ ভর্গকে ধরিতে হইবে। সৌম্য বা চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক ও গন্ধর্ব্বলোক চন্দ্রগার তিন জ্যোতিকে ধরিতে হইবে। এবং যাক্ষ, রাক্ষস বা পৈশাচ তিন যোনি বা লোককে পার্থিব ধরিতে হইবে কেননা প্রত্যেক লোকেতেই ত্রিগুণ আছে। বর্ত্তিকা ও তৈলযুক্ত অগ্নিশিখার যে তিন ভাগ, তাহাও বিজ্ঞানমূলক। এই শিখায় পঞ্চভূতই আছে।

তির্য্যক্‌যোনি পঞ্চ প্রকার বলিতেছেন এবং স্থাবরাদি ভূত সকল তাহার অন্তর্গত বলিতেছেন। কিন্তু সাধারণতঃ তির্য্যক্‌যোনি বলিতে পশু, পক্ষী, সরীসৃপাদি বুঝায়, স্থাবর নহে এবং যোনি বিভাগ করিতে হইলে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ এই চারিটী হইয়া পড়ে। কিন্তু উদ্ভিদকে আদৌ ধরেন নাই। স্থাবর ভূত সকল বলিতে স্থূল পঞ্চ ভূতকেই বুঝায়, কিন্তু পঞ্চ না ধরিয়া একটী যোনি বা ভূত বলিয়াছেন এবং পশু ও মৃগ উভয়ই জরায়ুজ সুতরাং এক যোনি ধরা উচিত ছিল। তাহা হইলে ত্রয়োদশ হইয়া পড়ে। আর উদ্ভিজ্জ যোনিও বলা উচিত ছিল, কেননা জীব যদ্যপি অধর্ম্ম বশতঃ অহল্যাদির ন্যায় পাষাণ হইতে পারে এবং ভরতও মনুষ্যের ন্যায় মৃগ সরীসৃপাদি হইতে পারে তাহা হইলে বৃক্ষাদি বা মৎস্য যোনিও প্রাপ্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ বৃক্ষাদির সহিত বন্ধুতা পাতান এবং তাহাদিগের রোগ শোক মৃত্যুতে সেই সেইরূপ

হওয়ার কথা চলিত আছে। সুতরাং তির্য্যক্‌যোনিকে পঞ্চ বলিয়া সংক্ষেপেই স্থাবরাদিকে এক যোনি বলিবার কারণ আছে।

অর্থাৎ ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে স্থাবর বা স্থূল পঞ্চ ভূতেই এক পৃথিবী এবং চন্দ্রমা ও সূর্য্য নারায়ণ এই সপ্ত বৈদিক পদার্থেরই উৰ্দ্ধ ও অধ ভেদে চতুর্দ্দশ লোক বা ভুবন ইহাই বুঝিতে হইবে। অথবা দৈব অষ্ট, স্থাবরাদি পঞ্চ ও মনুষ্য এক এই চতুর্দ্দশ।

৫৬। ইহাই ( এইবার পরিসমাপ্ত ও নির্দ্দেশ করিতেছেন )। প্রকৃতির কৃত মহদাদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতি সর্গ, প্রতি পুরুষের বিমোক্ষের নিমিত্ত, স্বার্থের ন্যায়, পরার্থ আরম্ভ।

স্বার্থের ন্যায়—স্বার্থের নিমিত্ত নহে। শব্দাদি বিষয়োপলব্ধি কেবল পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে ত্রিলোকেতে পুরুষের সহিত শব্দাদি বিষয়ের যোজনা হয়, তাহা কেবল পুরুষের মোক্ষ হেতু। এ স্থলে একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে প্রধান অচেতন, পুরুষ চেতন, অতএব ত্রিলোকেতে পুরুষের সহিত শব্দাদি বিষয় যোজনা করিয়া অন্তে ঐ পুরুষের মোক্ষ সাধন করা আমার কর্ত্তব্য এই প্রকার যে চেতনবৎ প্রবৃত্তি, অচেতন প্রধানের কি প্রকারে সম্ভব হয়? সত্য, কিন্তু ইহলোকে অচেতন পদার্থেরও প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ই উপলব্ধি হয়; সেই হেতু বলিতেছেন যে, যেরূপ বৎসের বর্দ্ধন নিমিত্ত অচেতন ক্ষীরের প্রবৃত্তি, পুরুষের নিমিত্ত প্রধানেরও সেইরূপ প্রবৃত্তি অর্থাৎ গাভীর ভক্ষিত তৃণ এবং জল দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া বৎসের বৃদ্ধি সাধন করে, তৎপরে বৎস পুষ্ট হইলে, যে প্রকার দুগ্ধের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মোক্ষ সাধন করিয়া প্রধানের নিবৃত্তি হয়। অচেতনের এইরূপ প্রবৃত্তি।

বৎসের বৃদ্ধি সাধন করা যে চেতনের কার্য্য তাহা স্পষ্ট বলিতেছেন; কিন্তু সেই বৃদ্ধি সাধন অচেতন ক্ষীরের দ্বারা হইয়া থাকে এবং সেই ক্ষীর আবার অচেতন স্থূল তৃণাদির পরিণাম। পাঠক শান্তচিত্তে বুঝিয়া দেখুন যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কি। ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেছেন যে অচেতন স্থূল জগৎ হইতে উৎপন্ন তৃণাদি ও তাহার সার প্রাণ বা Essence যে দুগ্ধ যাহার বর্দ্ধন করিবার শক্তি আছে এবং তৃণাদিরও যে গাভীকে বর্দ্ধন করিবার শক্তি আছে এ উভয়ই চেতন। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন ভাবই চেতনা। এই কথাই যে গ্রন্থকর্ত্তা ইঙ্গিতে বলিতেছেন তাহা পরের শ্লোকে "ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য যেমন লোক ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, আরও নর্ত্তকী যেরূপ রঙ্গভূমিতে রঙ্গ দর্শকদিগকে রঙ্গ দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবর্ত্তিত হয়, প্রকৃতি সেইরূপ আপনাকে পুরুষের নিকট প্রকাশ করিয়া নিবর্ত্তিত হন" ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ হয়। যেরূপ লোকের কোন ইচ্ছার উদয়ে গমনাগমনাদির দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা চঞ্চল মনের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য আইসে কিন্তু নর্ত্তকীর গীত বাদ্যাদি সহিত অভিনয়ে মনঃসংযম বা বুদ্ধির কার্য্য অপেক্ষা করে। সুতরাং স্থূল তৃণ ও দুগ্ধরূপ তাহার প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি সকলটিই চেতন এই কথাই আবরণের দ্বারা ইঙ্গিতে বলিতেছেন। সগুণ চেতনা বা প্রকৃতিভাব শরীর বিশিষ্ট গীতাভিনয়যুক্ত ও শৃঙ্গারাদি রস এবং রতি হাস্যাদি ভাবযুক্ত নর্ত্তকীর দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। আরও ইঙ্গিত করিলেন যে, ক্রিয়া বা গতি বা প্রাণ-শক্তির সাধনায় মন ইন্দ্রিয়াদির স্পন্দন নিবারণ হয়, কিন্তু বুদ্ধিবিশিষ্ট নর্ত্তকীর ন্যায় পূর্ণ ভাবে উপাসনার দ্বারা পুরুষার্থ সাধন হইলে সকলরূপ স্পন্দন বা Vibrations হইতে প্রকৃতি নিবর্ত্তিত হন।

ইতোর্থং পরার্থ আরম্ভঃ অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত সর্গই বা পরিণামই পরার্থ আরম্ভ বা পুরুষার্থ আরম্ভ বা পাচকের অগ্নি ক্রিয়া (ভাষ্যে আছে) বা ঈশ্বর সৃষ্টি এই কথা ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত ও নির্দেশ করিতেছেন।

উপকারিণী গুণবতী নানাবিধ উপায় দ্বারা নির্গুণ অনুপকারী নিত্য পুরুষের অর্থ নিষ্প্রয়োজনে সাধন করেন। ৬০।

পরের শ্লোকের ভাষ্যে পুরুষ শব্দের পরিবর্তে নির্গুণ ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিতেছেন এবং পুরুষ ও ঈশ্বর, উভয়টি হইতেই সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া, গুণ বিশেষ প্রকৃতিই যোগ্য কারণ বলিতেছেন। কিন্তু অপরে স্বভাবকে কারণ বলিয়া থাকেন এ কথাটীর প্রতিবাদ করিতেছেন না। তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে যে নির্গুণ পুরুষ বা নির্গুণ ঈশ্বরেরই বা অব্যক্ত ব্রহ্মেরই স্বভাব বা নিজ শক্তির দ্বারাই সগুণ প্রজার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু ২৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সাংখ্যমতে স্বভাব নামে একটি কারণ আছে, সুতরাং এই কথা বলিতে হইবে যে সাংখ্যকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতিও পুরুষ একই বস্তুর দুই ভাব। পরে পুনরায় আবার কালকে আনিয়া বলিতেছেন। কেহ কালকে জগতের কারণ বলিয়া থাকেন। কালই পঞ্চ ভূত, কালই জগৎকে সংহার করেন জগতের সুষুপ্তি অবস্থায় কালই জাগ্রত থাকেন। অতএব কালই দুরতিক্রম। কাল শব্দ যে অনন্ত ও সান্ত দুই ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা আমরা ১৫। ১৬ পৃ দেখাইয়াছি। এ স্থলেও তাই। যখন কালই পঞ্চভূত বা ক্ষীণ বাক্যের অন্তর্গত বলিয়াছেন, তখন সূর্য্যনারায়ণের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন এবং যখন কালই জগতের সুষুপ্তিতে জাগ্রত থাকেন বলিয়াছেন, তখন অনন্ত অর্থে বুঝিতে হইবে। সুতরাং

প্রধান বা প্রকৃতি খণ্ড কালের কারণ এবং তাহার অর্থাৎ সৃষ্টিরূপ স্বভাব, সেই প্রকৃতিতেই লীন থাকে।

প্রকৃতি সপ্তপ্রকার রূপের দ্বারা আপনা কর্ত্তৃক আপনি বদ্ধ হয়েন, একরূপের দ্বারা তিনি পুরুষার্থ নিমিত্ত আপনাকে বিমোচন করেন। ৬৩। যে সপ্তপ্রকার রূপের দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে বদ্ধ করেন, সেই সপ্তপ্রকার রূপ যথা—ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য। ইহাদিগের দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে বদ্ধ করেন। পুরুষার্থ নিমিত্ত সেই প্রকৃতি আপনাকে একরূপের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা বিমোচন করেন।

প্রকৃতির সপ্তরূপের মধ্যে জ্ঞানকে না ধরিয়াও বলিতেছেন যে একরূপ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয়। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে অষ্ট রূপ হইল। আবার ৪৩' শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক ও তদ্বিপরীত তামস এই দ্বিবিধ রূপান্তর্গত অষ্টপ্রকার ভাব—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তদ্বিপরীত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। আর ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য কপিলদেব বা সূর্য্যনারায়ণের সহিত উৎপন্ন ইহা আমরা পাইয়াছি। ধর্ম্মাদির ঊর্দ্ধগতি, অধর্ম্মাদির অধোগতি ইহাও জানি; সুতরাং জ্ঞানরূপ বা চেতনারূপ পুরুষের, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই তিন এবং অজ্ঞানরূপী বা অচেতনা প্রকৃতির তিনটী, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ৬২ শ্লোকে পাইয়াছি যে, সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্মাধর্ম্ম সংযুক্ত ও তন্মাত্রেক ও ত্রিবিধকরণ ( বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ৩৩ শ্লোকে ) বিশিষ্ট হইয়া তিন প্রকার বন্ধের দ্বারা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বন্ধ, বৈকারিক বন্ধ ও দাক্ষিণিক বন্ধ দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে আপনি বদ্ধ করেন। এবং ৫২ শ্লোকে বলিয়াছেন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহপ্রাপ্তির কারণ ধর্ম্মাদি

এবং তাহারা উভয়ই অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ভাবসর্গ ও সূক্ষ্মদেহ (লিঙ্গ সর্গ) ইহারা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি হেতু পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়। সুতরাং দুই অর্থে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বলিবার কারণ এই যে জ্ঞান যখন অহঙ্কারমূলক বা আমি আমার ইত্যাকাররূপে পিণ্ডাণ্ডে প্রকাশ পায় তখন প্রকৃতির রূপ এবং তখন জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অষ্ট হইল। কিন্তু এ জ্ঞানে মুক্তি হয় না। তত্ত্বাভ্যাস বশতঃ আমি হই না, আমার না, আমি না এইপ্রকারে অভিমানাভাব যে অপরিশেষ (অসীম) এবং অবিপর্য্যয় হেতু (অসংশয় হেতু) যে শুদ্ধ কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই মুক্তির কারণ ইহা পরের শ্লোকে বলিয়াছেন (৬৪) এবং তদ্দ্বারা পুরুষ দ্রষ্টার ন্যায় অবস্থিত ও সুস্থ-ভাবে প্রয়োজনসিদ্ধি বশতঃ সপ্তরূপ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছেন যে নিবৃত্তি প্রসবা (যে প্রকৃতির বুদ্ধি অহঙ্কারাদিরূপ কার্য্য নিবৃত্তি হই-য়াছে) প্রকৃতি, তাহাকে দর্শন করেন।

উপরোক্ত বিচার হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্ম্মাদি ও অধর্ম্মাদি একবার দ্বিবিধ রূপ, একবার তন্মাত্রক ও ত্রিবিধকরণ বিশিষ্ট; যাহারা তিন প্রকার বন্ধের হেতু হয় আর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কারণ আবার চার চার অষ্টপ্রকার ভাব। আর ৬৩ শ্লোকে সপ্তপ্রকার রূপ বলিতেছেন। এবং ইহাদিগকেই ছয় বলিয়াও বলা যাইতে পারে। ৬৯ শ্লোকে আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইকে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় অর্থাৎ তিন বলিয়াছেন।

৬৬ শ্লোকে বলিতেছেন যে কিরূপে পুরুষ আমা (প্রকৃতি) কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া উপেক্ষা করেন ও প্রকৃতি আমি দৃষ্ট হইয়াছি বলিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু উভয়ের সংযোগ সত্ত্বেও সৃষ্টির আর প্রয়োজন হয় না। ৬৬।

দৃষ্টান্ত দিতেছেন। রঙ্গস্থিত এক অর্থাৎ কেবল গুণপ্রকাশ নর্ত্তকীবৎ প্রকৃতির কার্য্যাদি দর্শনান্তে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেন; প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টবিধায় নিবৃত্ত হয়েন। প্রকৃতি ত্রিলোকেরও একমাত্র প্রধান কারণ বিধায় দ্বিতীয়া আর প্রকৃতি নাই। জাতিভেদ প্রযুক্ত প্রকৃতিপুরুষের নিবৃত্তিতে রূপের ধ্বংস হইলেও ব্যাপকত্ব হেতু উভয়ের সংযোগ আছে। সংযোগ ব্যতিরেকে সৃষ্টির সম্ভব কোথায়? সর্ব্বগতত্ব হেতু প্রকৃতি পুরুষের সংযোগসত্ত্বেও সৃষ্টির দ্বিবিধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ বিধায় (দ্বিবিধ যথা—শব্দাদি বিষয়োপলব্ধি ও গুণ পুরুষের ভেদোপলব্ধি) উভয়ের সংযোগেও পুনঃ সৃষ্টির আর প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ মুক্তি হেতু পুরুষের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। যথা ঋণ গ্রহণ নিমিত্ত উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের যে অর্থসম্বন্ধ তাহা ঋণ পরিশোধান্তে উভয়ের সংযোগ সত্ত্বেও ধ্বংস হয়, সেইরূপ প্রকৃতিপুরুষের সৃষ্টির প্রয়োজনের অভাব হয়। সৃষ্টিরূপ রঙ্গশালায় শুদ্ধ পুরুষকে এবং জীবকে প্রকৃতিও নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিয়া ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে, চেতনার পূর্ণভাব হইতেছে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভাববিশিষ্ট নর্ত্তকী। এবং পরে বলিতেছেন যে প্রকৃতি অংশ হইতেই দৃশ্যমান ত্রিলোক উৎপন্ন হয়। ইহাও সর্ব্বগত ও ব্যাপক; এবং জাতিভেদ বা Genus and Species রূপ ভিন্নত্ব ধ্বংস হয় ও একত্ব বা Homogenity হয় অথচ দ্বিবিধ রূপই বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ জগদাদির পূর্ব্বভাব রূপ প্রধান ও চেতনরূপ পুরুষ। এবং ঈশ্বর ও মুক্ত পুরুষেতেই ইহাদিগের ভেদ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সংযোগ সত্ত্বেও যে সৃষ্টি হয় না, ইহার দৃষ্টান্তটি বিশদ করা আবশ্যক। আগমে অর্ণ শব্দের অর্থ অক্ষরম্। যাহা প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া লওয়া যায়

তাহাকে ঋণ বলে। অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট পরিশোধ করিব বলিয়া ঋণ করে। পরিশোধ হইলে পর সে সম্বন্ধ ধ্বংস হয়। অক্ষর পুরুষেরও সেইরূপ উত্তম ও অধম দুইভাব আছে যাহাকে পুরুষ ও প্রকৃতি বলা যায়। প্রাণরূপ প্রজাপতিরা বা ঈশ্বরের কর্ম্ম বা ক্রিয়া পুরুষোত্তম যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া অর্থাৎ তাঁহারই নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া তন্মাত্র রূপ স্থূলসৃষ্টি আরম্ভ করেন। প্রলয়কালে সেই প্রজাপতিরাই তাঁহাকে প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিয়া অর্থাৎ মহদাদি যখন অব্যক্তে লীন হয় তখন নির্গুণ পুরুষও অব্যক্ত প্রকৃতির সংযোগ সত্ত্বেও, সৃষ্টি হয় না।

ইহার পর বলিতেছেন যে, যদি পুরুষের জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মোক্ষ হয়, তবে আমার কেন হয় না? সেইহেতু বলিয়াছেন, সম্যক্ জ্ঞান উপলব্ধি হেতু ধর্ম্মাদি অকারণ প্রাপ্ত হইলেও সংস্কার বশতঃ ভ্রমণকারী চক্রের ন্যায় ধৃতশরীর অবস্থিতি করে। ৬৭। যদিও সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান হয়, তথাপি যোগীর ধৃতশরীর অর্থাৎ প্রাপ্ত বর্ত্তমান শরীর পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। কি প্রকারে অবস্থিতি করে? না ভ্রমণশীল চক্রের ন্যায়। যথা কুলাল, ঘূর্ণায়মান চক্রেতে আরোপিত মৃৎপিণ্ডের দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, ঐ ঘট প্রস্তুত হইলেও পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ, উক্ত চক্র কিছুকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে থাকে সেইরূপ সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ধর্ম্মাদি অকারণ প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্রমবর্জ্জিত হইলেও বন্ধনভূত যে সত্ত্বরূপ, গীতার পরা প্রকৃতি "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ", ধর্ম্মাদি সম্যগ্ জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয়। তত্রাপি বর্ত্তমান শরীর কিছুকাল অবস্থিতি করে। অনাগত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান শরীরে বিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম,

তাহাও জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হয়; সংস্কার ক্ষয়ে অর্থাৎ শরীরপাতে ঐকান্তিক (অবশ্য) ও আত্যন্তিক (নিত্য) কৈবল্য (মোক্ষ) হয়। এইকারণে 'আমার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—আর একটি কথা—জ্ঞানীশব্দ ও যোগীশব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

এতাবৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা হইতে আমরা দেখাইয়াছি এবং উপরোক্ত বিচারে আরও প্রতীয়মান হইতেছে যে, সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বরবাদ নহে। সাংখ্যদর্শনেও যে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ" প্রভৃতি আছে তাহাও ঐরূপ আবরণে আবৃত। সাংখ্যকারিকা হইতেই আমরা দেখাইয়াছি যে ঈশ্বর পক্ষে ও মুক্তপুরুষ পক্ষে দুই অর্থই হয়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ডস্থ ঈশ্বর ও অন্য ঈশ্বর বা মুক্তাত্মা দুই ভাবই আছে। পরমাত্মা (৪০) শব্দ যেখানে জ্ঞ পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে নিত্য ঈশ্বর বা অব্যয় ঈশ্বর বুঝাইয়াছে।

গ্রন্থসমাপ্তিতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যে প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক সপ্তপদার্থ ও জীবকে লইয়া অষ্ট তাহাই আবরণ ও রূপকের দ্বারা বলিতেছেন। কপিল আসুরিকে এ বিদ্যা শিক্ষা দেন। চন্দ্রমার এক নাম অসুর। সূর্য্যনারায়ণ পুরুষ হইতে চন্দ্রমা রূপ প্রকৃতির উৎপত্তি এবং দুই হইতেই পঞ্চশিখ বা পঞ্চাগ্নি বা পঞ্চমহাভূত হইল। পঞ্চমহাভূত হইবার পর বহুধা প্রচার হইল অর্থাৎ আদি মনুষ্যের সৃষ্টি হইল এবং তাঁহারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান বা আম্নায় বেদ প্রেরণা দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমশঃ Tree of Knowledge ক্ষরায় বা Reasoning faculty বৃদ্ধি পাওয়ায় Intuitive faculty বা প্রেরণাশক্তির ক্ষীণভাব হওয়ায়, Adam ও Eveএর Fall হইল। App. Note 9.

সাংখ্যকারিকার ভাষ্যাদির মধ্যে এ পর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি তাহা হইতেই আমরা এই সমন্বয়ে উপস্থিত হইলাম যে :—

| | |
|---|---|
| ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান যাহার নামান্তর ব্রহ্ম তাহাই নিরাকার সগুণব্রহ্মস্থানীয় | প্রলয়ের মায়াবীজ |
| মহৎ (বুদ্ধি) অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরস্থানীয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত কারণভাব | সূর্য্যনারায়ণ বা বুদ্ধি। |
| মন ও পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই একাদশ হইল সূক্ষ্মভাব | চন্দ্রমা বা মন। |
| পঞ্চ মহাভূত ... ... | ... পঞ্চভূত |
| জ্ঞ — নির্গুণ, বহু; আত্মা বা পুরুষ। জীবচৈতন্য বা | ... জীব |
| জ্ঞ — পরমাত্মা; তখন গীতার "মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম" বা অব্যক্তসহ নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম বা বর্ত্তমান সাকার | পূর্ণব্রহ্ম। |

ইহারাই শক্তিবীজসহ শিবের অষ্টমূর্ত্তি বা অব্যক্তসহ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট অপরা প্রকৃতি। পক্ষান্তরে প্রধান, মহান্, অহংকার, বা মন, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাদিগকেও অষ্ট প্রকৃতি বলা হয়।

অতএব সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কোন কোন বস্তুর নাম এবং ৪৩ ও ৫১ শ্লোকের ধারায় ইহাদের সাধন কিরূপ এবং ৫৬ শ্লোক দ্বারা পরিণাম বাদ ও সৃষ্টিবাদ বা আরম্ভবাদ উভয়টিই, যে এক কথা ইহা সিদ্ধ হইল।

অতঃপর বেদ পুরাণাদি হইতে আরও কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সাংখ্যের প্রকৃত রূপ দেখাইব। কোন কোন পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্তকে সাংখ্য শাস্ত্রের মূল বলিয়া বলেন। আদিত্য বা সূর্য্যই এই ঋক্‌টীর প্রধান দেবতা। ইহাতে

অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য বা তিন লোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশ ইহাদের কথাই অধিকাংশ স্থলে আছে।

আমরা R. C. Dutt. মহাশয়ের ঋগ্বেদ সংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে কয়েকটী মন্ত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

১। সকলের সেবনীয় জগৎপালক হোতার (আদিত্যের) মধ্যম ভ্রাতা (বায়ু) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। উঁহার তৃতীয় ভ্রাতা আহুতি ধারণ করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্ত পুত্রবিশিষ্ট বিশ্‌পতিকে (আদিত্যকে) দেখিলাম।

১১। একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণ করতঃ উন্নত হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি নাই। দ্যুলোকের পৃষ্ঠ দেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সে কথা সকলের নিকট পৌঁছে না, কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথা আছে।

১২। পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষী কহে (অর্থাৎ বৃষ্টি কর্ত্তা সূর্য্য), অপর কেহ কেহ ছয় অরবিশিষ্ট, এবং সপ্ত চক্রবিশিষ্ট (রথে) দ্যোতমান (আদিত্যকে) অর্পিত কহে, যখন তিনি (দ্যুলোকের) অপর অর্দ্ধে অবস্থিত।

সায়ণাচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রটীর সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

৩৬। সপ্তরশ্মি অর্দ্ধ (বৎসর) গর্ভ ধারণ করিয়া অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপাদন করিয়া এবং ভুবনে রেত স্বরূপ হইয়া (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রদান দ্বারা জগতের সারভূত হইয়া) বিষ্ণুর অর্থাৎ আদিত্যের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। উহারা বিপশ্চিৎ ও সর্ব্বতোগামী; উহারা প্রজ্ঞাদ্বারা মনে মনে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে।

৩৮। নিত্য অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থিতি বশতঃ অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া কখন ঊর্দ্ধদেশে গমন করে। উহারা সর্ব্বদাই একত্রে অবস্থিতি করে। ইহলোকে সর্ব্বত্র একত্রে গমন করে। পরলোকেও সর্ব্বত্র একত্রে গমন করে। লোকে ইহাদিগের একটিকে চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না। এস্থলে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন দেহত্রয় ব্যতিরেকে আত্মাকে কেহ জানিতে পারে না।

৪৮। দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র, ও তিন নাভি ইত্যাদি।

৫০। এই মন্ত্রটী পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রটীর দুই তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন।

অধিকাংশ বৈদিক ঋকের যে এক প্রকার অর্থের অধিক অর্থ হয় তাহা প্রথম ভাগেই আমরা দেখাইয়াছি। ইহার মধ্যে আমরা এক্ষণে প্রবেশ না করিয়া, আমরা কেবল এই কথা বলি যে, যদ্যপি ১৬৪ সূক্তোক্ত সাংখ্য শাস্ত্রের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিন বস্তুরই ভাগ বিভাগ লইয়া সাংখ্য শাস্ত্র। ইহাদেরই নিত্য ও অনিত্য দুই ভাব (অব্যক্ত ও ব্যক্ত) একত্রে থাকে, আদিত্যের তিন মাতা ও তিন পিতা অর্থাৎ positive ও negative ভেদে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন ভাব আছে। দ্যুলোকের পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদির দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যনারায়ণে তন্মাত্ররূপে স্থিত অনাহত ধ্বনি চন্দ্রমা শক্তিতে বা ভূলোকে সংযোগ হইলে আহত ধ্বনি হয়। আদিত্যের ঊর্দ্ধ ও অধঃভাগ আছে। পঞ্চপাদ হইতেছে পঞ্চ প্রাণ ও ষড়অর হইতেছে ষড় পদার্থ, সপ্তরশ্মি হইতেছে সপ্ত পদার্থ, দ্বাদশ আকৃতি হইতেছে দ্বাদশ পরিধি বা রাশি। তিন নাভি হইতেছে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী। বাক্ বা শব্দ চারি প্রকার, উহার মধ্যে তিনটী গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না, চতুর্থ প্রকার

বাক্ মনুষ্যে কহিয়া থাকেন। ইহার সম্বন্ধেও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা আছে ( R. C. Dutt )। সমন্বয়ের ৫৫-৫৮ পৃষ্ঠায় শব্দ বা বেদ কাহাকে বলে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। আর যজ্ঞেন যজ্ঞম্ মন্ত্রটীর দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে সাধারণতঃ সাংখ্যকে যে পরিণামবাদ বলিয়া জানা আছে তাহা সত্য নহে। ইহা বৈদিক সৃষ্টিবাদ বা আরম্ভবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উপনিষদাদিতেও আছে যে সূর্য্যেরই অনেকরূপ পাদ বা জ্যোতি।

প্রশ্নোপনিষদে ৮ম হইতে ১১শ শ্লোকে বলিতেছেন যে, বিশ্বরূপ হরি সূর্য্যই এক জ্যোতি, শত জ্যোতি ও সহস্র জ্যোতিবিশিষ্ট; সংবৎসরাত্মক প্রজাপতির দেবযান ও পিতৃযান দুই পথ। আর ঋগ্বেদোক্ত ১২শ মন্ত্রটীও উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতরে অনেক কথা আছে। প্রকৃতিপুরুষাত্মক পরমেশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া, পরে আছে, যে অনন্ত আকাশ এই ব্রহ্মচক্রের শেষ সীমা। ঐ ব্রহ্ম চক্র সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতির এই গুণের দ্বারা আবৃত। পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন এই ষোড়শ পদার্থ চক্রের প্রান্তভাগ। পরে আবার ষড়্‌বিধ অষ্টক বলিতেছেন।

১। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ও মন, বুদ্ধি, অহংকার এই প্রকৃত্যষ্টক। ২। ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই ধাত্বষ্টক। ৩। অণিমাদি, ঐশ্বর্য্যাষ্টক। ৪। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এই ভাবাষ্টক। ৫। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ এবং পিশাচ এই দেবাষ্টক। সুতরাং দেব ও পিতৃ হইল সাংখ্যের চন্দ্রমা লোক ও

ইন্দ্রলোক।৬। দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই গুণাষ্টক।

স্বর্গ, পুত্র ও অন্নাদির কামনা ব্রহ্ম চক্রের পাশ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান তিনটী উক্ত চক্রের মার্গ এবং পাপ ও পুণ্য, দেহ ও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইত্যাদি দুইটী ব্রহ্মচক্রের নেমি।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জ্ঞানকে যে তিনটি মার্গ বা পথ বলিয়া দেখাইয়াছেন, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে? পাঠক বহু দেখিয়াছেন যে, ব্রহ্ম উপাসনা বা অগ্নি উপাসনা তিনটি পথ দ্বারা বা তিনরূপেই হইয়া থাকে। সূর্য্যনারায়ণ জ্ঞানপ্রধান; চন্দ্রমাশক্তি ক্রিয়াপ্রধান সুতরাং ধর্ম্ম; পার্থিব অগ্নি স্থূল, সেই কারণ অধোগতি অধর্ম্ম শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে।—অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুকে কখনও দুইভাগ, কখনও তিনভাগ, কখনও পাঁচ ভাগ, কখনও আট ভাগ করিতেছেন। পরের শ্লোকে ষড়্বিধ পঞ্চকের ভাগ করিয়াছেন।

এক্ষণে পুরাণাদি হইতে কিছু প্রমাণ দিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব।—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যদিগের জ্ঞান যোগ ও যোগীদিগের কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে সবিস্তার বলিয়া, চতুর্থ অধ্যায়ে এই দুইটীর সমন্বয় করিতেছেন এবং সাংখ্য ও যোগ পৃথক নহে বলিয়াছেন এবং প্রথমেই বলিয়াছেন যে, এই অব্যয় যোগ আদিত্যকে প্রথমে বলিয়াছি। সুতরাং সেই আদিত্য পুরুষের আরাধনা করিলেই আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞ বা যোগী হইতে পারি। এস্থলে সূর্য্যনারায়ণের বহির্মূর্ত্তিকে পৃথক করিয়াছেন বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে আদিত্য পুরুষের অপর নাম তাহা গীতাশাস্ত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে বহু প্রমাণ আছে। "সিদ্ধানাম্ কপিলো মুনিঃ"। "আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাম্ রবিরংশুমান্" এই তিনটী বাক্যই

আছে। দশমধ্যায়ে বেদের অর্দ্ধেন অর্দ্ধং অর্থাৎ ছুএর ভাগ লক্ষিত হয়। একাদশ অধ্যায়ে বৈদিক ত্রিপাদ ও চতুষ্পাদের ভাগ লক্ষিত হয়।

কিন্তু এই উপাসনা পূর্ণভাবে করিতে হইবে। ব্রহ্মই হবি, ব্রহ্মই অগ্নি, ব্রহ্মই আহুতি দিতেছেন, এইরূপে করিতে হইবে।

ভারতের শান্তিপর্ব্বে পাই যে, ইনিই বিদ্যাশক্তি, সম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল...যিনি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। এই অংশটিতে সাংখ্যের পরিণাম বাদের কিছুমাত্র নাই। পুরুষ বা পরম পুরুষ নিজ শক্তি মায়ার দ্বারাই জ্ঞানযুক্ত অগ্নিরূপ দেহ ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্যনারায়ণই তন্মাত্র রূপ পঞ্চ শ্রেষ্ঠভূত এবং ইনিই তিন পদ্মবিশিষ্ট বা তিনরূপ সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এবং ইনিই জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা পৃথিবীর অজ্ঞান বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহা সম্পূর্ণ বৈদিক সৃষ্টিবাদ এবং সাংখ্যাচার্য্যদিগের সুসম্মত।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৪ হইতে ৩২ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই সাংখ্য শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। কর্দ্দমী প্রব্রজ্যা (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে ভ্রমণ) অধ্যায়ে কপিলের জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন যে, আমি সেই আদি পুরুষকে জানি, যিনি নিজ শক্তির দ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই মুনির (জ্ঞানীর) দেহ কপিল অর্থাৎ অগ্নিময় এবং পঞ্চভূতের শ্রেষ্ঠ। যিনি হিরণ্যকেশ পদ্মচক্ষু ও যাঁহার হস্তে পদ্মাঙ্গুরী ও পদে পদ্ম আছে এবং যিনি জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মরাশি নষ্ট করেন। এরূপ যে কৈটভ (দৈত্য) নাশক বিষ্ণু, তিনি তোমার এই মানবী গর্ভেতে প্রবেশ করিয়া, অবিদ্যা জনিত সংশয় নাশ করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করেন। সিদ্ধগণের বা জ্ঞানবিশিষ্ট রশ্মি (বিদ্যাধর) গণের অধীশ্বর ইনিই,

সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত। সংসারে ইনিই তোমার কীর্ত্তিবর্দ্ধন করতঃ কপিল নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুনশ্চ ভাগবতের ২৫ অধ্যায়ে শ্রীশৌনক বলিতেছেন।

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবান্ আত্মমায়য়া।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥

অর্থাৎ ভগবান নিজে জন্মরহিত, অচ্যুত হইয়াও নিজশক্তির দ্বারা নরগণকে জ্ঞান দিবার জন্য তত্ত্বসংখ্যাতা অর্থাৎ তত্ত্বের সংখ্যা যিনি করিয়াছেন, কপিল বা সূর্য্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পুনশ্চ এই কাপিলেয় ভক্তিযোগ অধ্যায়েই শ্রীভগবানের উক্তি বলিয়া বায়ু, (প্রাণ) সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও মৃত্যু (লয়কারী শক্তি) আমার ভয়েই বিচরণ করে এবং জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত যোগীরা আমার পাদমূলে (জ্যোতি বা রশ্মি) প্রবেশ করে বলিতেছেন। এস্থলে ত্রিলোকের কথা স্পষ্ট বলিতেছেন। পুনরায় ২৬ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের বর্ণনা করিয়া পরে বলিতেছেন যে

"এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥" অর্থাৎ আমি যে সগুণ ব্রহ্মেতেই এই সকল সংখ্যা সন্নিবেশ করিয়াছি বলিয়াছি, তিনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসংখ্যক কাল। আরও বলিতেছেন যে, সেই কাললক্ষণযুক্ত ভগবান যিনি অন্তরে পুরুষরূপ এবং বাহিরে কালরূপ, তাঁহা হইতেই গুণসাম্য ও নির্ব্বিশেষ প্রকৃতির চেষ্টা হইয়া থাকে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, সাংখ্যশাস্ত্র যে প্রকৃতির প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা সত্য নহে, আবরণ মাত্র। পুরুষের প্রাধান্যই ঠিক। আরও পৌরাণিক সঙ্কর্ষণাখ্য পুরুষকেই বৈদিক "সহস্রশির্ষসম" বলিয়াছেন। ২৯ অধ্যায়ে দেবহূতি প্রার্থনাৎ বলিতে-

ছেন "কালস্য ঈশ্বররূপস্য" অর্থাৎ সাংখ্যে কালকে যে ঈশ্বর হইতে পৃথক দেখাইবার ভাণ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে।

৩৩ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। "বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্।"

অর্থাৎ বেদ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত যে বিষ্ণুরূপ কপিল তাঁহাকে বন্দনা করি। আর তিনি "ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্তয়ে সমাহিতঃ"। ইহা সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাইবে? তাহা হইলে ভগবান কপিল দেব একবার ব্রহ্মসূত, একবার বিষ্ণু ও একবার মৃত্যু বা লয়কারিণী শক্তিকে বলিয়াছেন।

এক্ষণে এই সাংখ্য কর্ত্তা, সূর্য্যনারায়ণ কপিল দেবেতেই যে সকল সংখ্যক তত্ত্ব আছে তাহা আবও দেখান যাউক। কাপিলেয় ভক্তিযোগ নামক ২৯ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি স্বরূপ বলিতেছেন যে পুরুষোত্তমে অহৈতুকী ভক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এবং আমার সেবাতেই সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য একত্ব হয়। অনেকানেক কথার পর জীবের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব বিচার কালীন বলিতেছেন যে, স্পর্শবেদী অপেক্ষা রসবেদী, তাঁহা হইতে গন্ধবেদী, তদপেক্ষা শব্দবেদী, আর রূপের ভেদ যাঁহারা জানেন তন্মধ্যে "বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাদ্"—আর একাদশস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে আমরা পাই।

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্॥ ২১
এক দ্বি ত্রি চতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥

অর্থাৎ সাংখ্যযোগবিশারদ পণ্ডিতেরা অশেষরূপে দেখেন যে আমাতেই সর্ব্বশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমার একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ,

চতুষ্পদ ও অপদ ( নির্গুণ ) প্রভৃতি পূর্ব্বসৃষ্ট বহু শরীর আছে, তন্মধ্যে পুরুষশরীর আমার অত্যন্ত প্রিয়।—ধর্ম্মসমন্বয়ের পাঠককে আর কি বলিতে হইবে যে, পুরুষশরীর সূর্য্যনারায়ণেরই নাম? যা সহস্রশীর্ষা বিশ্বরূপের নাম। যদ্যপি ধর্ম্মসমন্বয়ের শত শত প্রমাণ সত্ত্বেও আধুনিক শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সভাগণের সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে, যে শ্রীমদ্ভাগবতে মনুষ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের লীলা অশেষ-প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই দ্বাদশস্কন্ধের একাদশ অধ্যায় দেখিতে বলি। ইহার নাম মহাপুরুষবর্ণন ও পৃথক পৃথক পূজার নিমিত্ত সূর্য্যব্যূহের আখ্যান এবং মার্কণ্ডেয় মর্ত্ত্য হইয়াও যাহা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই ক্রিয়াযোগের সাঙ্গোপাঙ্গ বর্ণনা।

অধীশ্বরগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সূর্য্যাত্মা হরির সেই সকল মূর্ত্তিব্যূহের নাম ও কর্ম্ম আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর। ২৫। সূত কহিলেন—

সর্ব্বদেহীর আত্মাস্বরূপ বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন লোকযাত্রা প্রবর্ত্তক এই সূর্য্য (সর্ব্ব)লোকেতেই বর্ত্তমান আছেন। ২৬। অপ্রাত্মা আদিকর্ত্তা নারায়ণ সূর্য্য একমাত্র হইয়াও লোক-দিগের সমুদয় বেদোক্ত ক্রিয়ার মূলরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপাধিবশতঃ বহুরূপে কীর্ত্তিত হয়েন। ২৭। সেই নারায়ণ সূর্য্য, মায়ার দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, মন্ত্র, দ্রব্য ও ফলরূপে কীর্ত্তিত হয়েন। ২৮। এবার বোধ হয় আর প্রমাণ আবশ্যক হইবেক না। তবে যদ্যপি কেহ বলেন যে, সূর্য্যনারায়ণেতে একপদ দ্বিপদ প্রভৃতি তত্ত্ব বা জ্যোতি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই। আমরা বলি সে কথাও ঠিক নহে। যাহা আদিতে ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। ইহাতেই সাংখ্য বা সংখ্যাশাস্ত্রের সার্থ-কতা। নিম্নে তাহা দেখান যাইতেছে।—

সংখ্যা ১। এক নির্গুণ নিরাকার অব্যক্ত (Amitabha, Unmanifested) পূর্ণভাব জ্ঞ বা পুরুষ সৃষ্টির আদিতে ছিলেন। এখনও তাহাই। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ লইয়া তিনি অখণ্ডাকারে পূর্ণ।

সংখ্যা ২। জ্ঞ ও অব্যক্ত বা পুরুষপ্রকৃতিরূপ দুই পাদ সৃষ্টির প্রাক্কালে ছিলেন। ইহাঁরাই শিবশক্তি, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম, দৃশ্য ও অদৃশ্য Manifested ও Unmanifested, যাহা গীতার পরা ও অপরাপ্রকৃতি, সুখ ও দুঃখ, দেবাসুর, Positive ও Negative, ইত্যাদিরূপে কথিত হন। দৃশ্য একণে Luminous ও Non-luminous, বা আপোর্জ্যোতিরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান।

সংখ্যা ৩। এই নির্গুণভাব অনুস্যূত থাকিয়া প্রকৃতির সগুণ ভাবকে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; জ্ঞান, ক্রিয়া, বল; বা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ হইতে ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ বা অগ্নি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ রূপ তিন লোক বা ত্রিপাৎ পুরুষ অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহারাই বৌদ্ধদিগের ত্রিমূর্ত্তি ও Christian দিগের Trinity ইত্যাদি।

সংখ্যা ৪। সাংখ্যের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য বা জ্ঞ ও তিন গুণ। এই তিন গুণ ও জীবরূপ জ্যোতি লইয়া এই ত্রিপাৎ পুরুষই ক্রমশঃ জীব সহিত চতুষ্পাদ পুরুষরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কখনও তিনপাদ সগুণ ও একপাদ নির্গুণ বা একপাদ বিশ্ব ও তিনপাদ নিরাকার বলা হয়। ইহাই Celestial Quaternary.

সংখ্যা ৫। ভগবান আদিত্যের কর্ম্ম বা সূর্য্যরূপ পঞ্চপ্রাদ বা পঞ্চ তন্মাত্র বা সাংখ্যের পঞ্চ প্রাণই ক্রমশঃ পঞ্চতত্ত্ব বা ঋতুরূপে ও ত্রিলোকের পঞ্চ মহাভূতরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এখানে প্রকৃতিপুরুষ নিরাকার। Pentagon.

সংখ্যা ৬। আদিত্যের তিন মাতা ও তিন পিতা বা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য ; অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য অর্থাৎ জ্ঞানের বা পুরুষের তিন এবং প্রকৃতির তিন এই ছয় অরবিশিষ্ট আদিত্য অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ষট্‌কোণচক্র বা Double Triangle, Solomon's Seal ইত্যাদি।

সংখ্যা ৭। প্রকৃতির সপ্তরূপ, সপ্ত ব্যাহৃতি বা সপ্ত রশ্মি প্রজাপতি বা সপ্ত পরিধি ইত্যাদি যাহা দৃশ্যমান সপ্ত পদার্থরূপে প্রকাশ। যাহাকে Seven Angels before the throne of God, বা Septanary Division বলাই যুক্তিযুক্ত। এবং ক্রিয়া-শক্তি ও গুণ সহিত একবিংশ সমিধ।

সংখ্যা ৮। সাংখ্যের অষ্টসিদ্ধি, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রকৃতি, শিবের অষ্টমূর্ত্তি, অষ্টাক্ষরী মন্ত্র, জীব জ্যোতি লইয়া ইহারাই অষ্ট পদার্থরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান।

সংখ্যা ৯। সাংখ্যের নয় তুষ্টি ও জ্যোতিষের রাহু ও কেতু অর্থাৎ সাংখ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব Centripetal and Centrifugal forces লইয়া বর্ত্তমান সপ্তগ্রহ বা আদিত্যাদি নবগ্রহ, যাহা পূর্ণভাবে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

সংখ্যা ১০। সাংখ্যের দশবিধ মহামোহ ( ৪৮ ) অর্থাৎ সুখ লক্ষণবিশিষ্ট দেবভোগ্য শব্দাদি পঞ্চ ও দুঃখ লক্ষণ বিশিষ্ট মনুষ্য ভোগ্য শব্দাদি। অন্যত্র দশদিক্ বা দিক্‌পাল প্রজাপতি যাঁহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, লইয়া অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এইরূপে একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতি অন্যান্য বহু সংখ্যা আরও আছে। এক জ্যোতি পুরুষ সূর্য্যনারায়ণই অসংখ্য জ্যোতি বা স্থূল সূক্ষ্মাদি পদার্থরূপে বা সাংখ্যোক্ত ৩০ শ্লোকের "যুগপৎ ও ক্রম" পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্ট হইয়া অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এসিয়াখণ্ডে চীন প্রভৃতি দেশে ও ইউরোপখণ্ডের গ্রীস প্রভৃতি দেশে এই সাংখ্যশাস্ত্র বা সংখ্যামাহাত্ম্য জানা ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা Pythagorian System of Numerals এর তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা যে অনেক বিষয়েই অদ্ভুতকর্ম্মা তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। পূর্ব্বকালের ঋষিরা যে সকল বিষয় অন্তর দৃষ্টির দ্বারা জানিতে পারিতেন, ইঁহারা তন্মধ্যে অনেক বিষয়ই যন্ত্রাদির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অনতিবিলম্বে যে ইঁহারা সারতত্ত্বে উপনীত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু দার্শনিক যুগ বা Sutra Periodএর আবরণের কারণ, অনেকেই প্রকৃত সারভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। আমরা যথাবুদ্ধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হয় ত সব ঠিক হয় নাই। এ কথা আমরা প্রথম ভাগেও বলিয়াছি।

অতএব সুমতি পাঠক শান্তচিত্তে সীতা দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রসর হউন। অজ্ঞানরূপী রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া সতী সীতা সাবিত্রী দেবী জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়াছেন। তবে আশা ভরসা এই যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার বোধগম্য অতি সরল ভাষাতেই সারসত্য প্রচার করিতেছেন। অতএব শাস্ত্রের শব্দ জালরূপ মহারণ্যে ভ্রমণ না করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের সার তন্নির্দ্দিষ্ট পথের শরণ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। ইহাতেই ভারতের মঙ্গল হইবে। See. App. Note. 10.

হে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ! আপনি কৃপা করিয়া শান্ত হউন ও নিজগুণে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জগৎকে শান্তি দিন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।